প্রথম আলো

Prothom Alo North America

7 March 2024, Thursday, 7th Year, Issue 364, 40 Pages

৭ মার্চ ২০২৪, ২৩ ফাল্গুন ১৪৩০, ২৬ শাবান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৬৪, পৃষ্ঠা: ৪০

ফওজিয়া করিম ফিরোজ আইডব্লিউওসি পুরস্কারের জন্য মনোনীত পৃষ্ঠা ১৫

নাজরিনের ছবি জায়গা পেলো অস্কারে পৃষ্ঠা ৩০

ট্রাম্পকে নির্বাচনে নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে সুপ্রিম কোর্ট

ডেস্ক রিপোর্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এবারের নির্বাচনে নিষিদ্ধ করার জন্য রাজ্য পর্যায়ের প্রচেষ্টা ভেস্তে গিয়েছে। ৪ মার্চ সোমবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারিতে অংশগ্রহণের পক্ষে রায় দিয়েছে।

প্রাইমারি বা দলীয় মনোনয়ন প্রতিযোগিতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব 'সুপার টুইসডে'–এর এক দিন আগে এ রায় দিলেন বিচারপতিরা। রায়ে বলা হয়েছে, কোনো অঙ্গরাজ্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের ব্যালটে অংশ নেওয়া ঠেকাতে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ–পরবর্তী সাংবিধানিক বিধান আরোপ করতে পারে না। সেই ক্ষমতা রয়েছে শুধু কংগ্রেসের। একটি স্বাক্ষরবিহীন পর্যবেক্ষণে এই মতামতে লিখেছেন বিচারকেরা।

আদালতের আদেশটি প্রকাশের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

কার পক্ষে স্বতন্ত্র ভোটাররা?

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ২০২৪

এক জরিপে দেখা গেছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে জনমত প্রায় ৪৬ শতাংশ।

ইব্রাহীম চৌধুরী

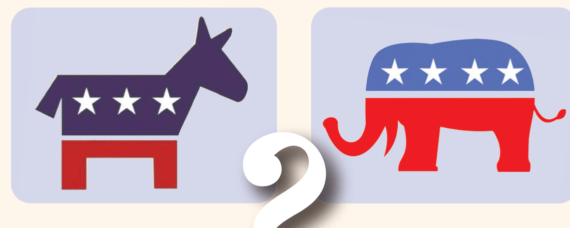

■ সুইং স্টেটের স্বতন্ত্র ভোটাররা এখনও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন

■ স্বতন্ত্রদের ভোটের ব্যবধানেই সুইং স্টেটগুলোতে হিলারি ক্লিনটন হেরেছিলেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসের বাইরে রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য স্বতন্ত্র ভোটারই শেষ ভরসা। সুইং স্টেটের যেসব ভোটার কোন দলের তালিকাভুক্ত নয়, তাদের মতিগতির উপরই নির্ভর করছে আগামই নির্বাচন। ডেমোক্র্যাট দলের এখনো একান্ত ভরসা স্বতন্ত্র ভোটারদের উপর। ২০২০ সালে যে অল্প ভোটারদের আনুকূল্য জো বাইডেনকে জয়ের মুখ দেখিয়েছে, এবারেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এমন আশাবাদ ডেমোক্র্যাটদের।

নভেম্বরে ভোটের তারিখ যতই এগিয়ে আসছে, ততই উত্তেজনা বাড়ছে। দলীয় প্রাইমারি এবারে অনেকটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষে পুনর্নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং তার সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। মার্কিন মিডিয়া প্রতিনিয়ত গরম করে রেখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার মামলা এবং বেপরোয়া বক্তৃতার কারণে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে রয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ডেমোক্র্যাট রাজনৈতিক কুশীলবদের কৌশল ভিন্ন। তারা ট্রাম্পের বেপরোয়া অবস্থানের কারণে দেশের কী ক্ষতি হতে পারে এ নিয়ে প্রচারণা শুরু করেছেন।

বিশেষ করে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইমিগ্র্যান্টদের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যেসব বক্তব্য রেখেছেন-এসব বক্তব্যে ক্ষুব্ধ স্বাধীনচেতা দলীয় ভোটারদের পছন্দ নয় বলে মনে করছেন বাইডেনের প্রচারণা শিবিরের লোকজন। ২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনের জয়ের পেছনে মূল ভূমিকা ছিল এসব স্বতন্ত্র ভোটারদের।

জো বাইডেনের যোগাযোগ বিষয়ক সিনিয়র উপদেষ্টা টিজে ডাকলো বলেছেন, আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপজ্জনক দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি সচেতন ভোটারদের কাছে। একজন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

একের পর এক অগ্নিকাণ্ড, শত মৃত্যুতেও নড়ছে না টনক

বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ড

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের অদক্ষতা, অপশাসন, দুর্নীতি, অনিয়ম এবং অরাজকতার বলি বেইলি রোডের ট্র্যাজেডি।

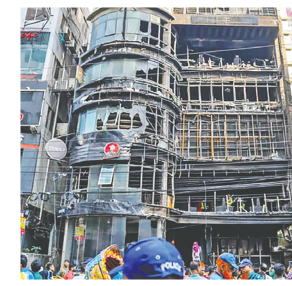

তানভীর সিদ্দিকী

সৈয়দ মোবারক হোসেন ১০ মার্চ ইতালি থাকার কথা। তিনি পৃথিবী নিজে শুধু নয়, পরিবারের বাকী চার সদস্য নিয়ে এখন কবরে শায়িত। ইচ্ছা পূরণ করতে পৃথিবীর সবচেয়ে আপন মানুষ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে গিয়ে ছিলেন বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ ভবনের একটি রেস্টুরেন্টে। কিন্তু তাদের আর ফিরা হলো না। এভাবে আগুনে পুঁড়ে মারা গেছেন ৪৬জন। এখনো হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর মাঝে আছেন বেশ কয়েকজন। কিন্তু কেন? এ ঘটনা। কারা জড়িত। এটি কি কেবলই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি স্বাভাবিক। যদিওবা এর আগে চুড়িহাট্টা, এফআর টাওয়ারসহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। মারা গেছেন কয়েকশ মানুষ। তবুও টনক নড়েনি কারো ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের অদক্ষতা, অপশাসন, দুর্নীতি, অনিয়ম এবং অরজকতার প্রামাণ্য চিত্র হচ্ছে বেইলি রোডের ট্র্যাজেডি। শুধু কি নগরায়ন, লাইসেন্স বিহীন বা ভুয়া লাইসেন্সধারী গাড়ি চালক, ভুয়া চিকিৎসকসহ সব ক্ষেত্রে অরাজকতার ছোঁয়া। যার কারণে রাজনৈতিক কর্মসূচির চেয়ে এ সব দুর্ঘটনায় মানুষ মরছে বেশি। আর পদে পদে অনিয়ম-অরাজকতা এমন অবস্থায় গিয়ে দাড়িয়েছে যা মনে করিয়ে দেয় সেই প্রবাদ 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা' ।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ইমিগ্র্যান্টদের জন্য দুঃসংবাদ হতে পারে ট্রাম্পের বিজয়

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত প্রাইমারির পথ পেরিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন নিশ্চিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। অসম লড়াইয়ে টিকে থাকা নিকি হ্যালির প্রস্থান ঘটেছে। সুপার টুইসডেতে কোন ম্যাজিক দেখাতে না পেরে ৬ মার্চ বুধবার প্রতিদ্বন্দিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন নিকি হ্যালি। অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা না ঘটলে আসছে নভেম্বরে আবারও ট্রাম্প-বাইডেন লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকে এখন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

পিঠা উৎসব

প্রবাসে বাংলাদেশিদের পিঠা উৎসব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের আবার বিভিন্ন জেলায়, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের পিঠে হয়। বহু জাতিগোষ্ঠীর দেশ আমেরিকায় অন্যকোনো অভিবাসীদের মধ্যে এমন উৎসব দেখা যায় না। গত সপ্তাহান্তে নিউজার্সির প্যাটার্সন শহরে চট্টগ্রাম ফাউন্ডেশনের জমজমাট পিঠে উৎসবে স্বদেশিরা। ছবি: প্রথম আলো

নেতানিয়াহুকে সরানোর মার্কিন ইঙ্গিত!

রওশন হক

নেতানিয়াহু

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আপত্তি উপেক্ষা করে দেশটির যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য বেনি গ্যান্টজের সাথে বৈঠক করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এর ফলে নেতানিয়াহুর প্রতি মার্কিন নেতৃত্বের বৈরীভাব প্রকটভাবে ফুটে ওঠেছে। মার্কিন প্রশাসন গাজায় আরো বেশি মানবিক সহায়তা পাঠানোর জন্য চেষ্টা করার প্রেক্ষাপটে ওয়াশিংটনে এই

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

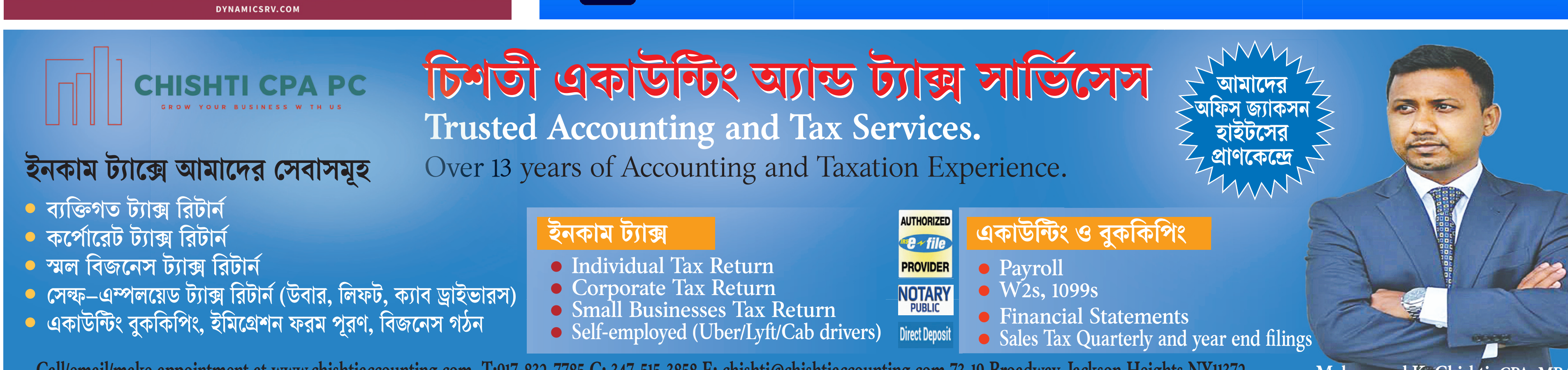

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোশাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপঅফ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

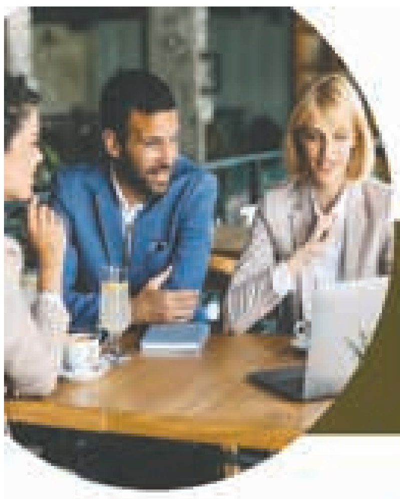
Fame Tech

Become a Backend Developer

Backend Development :
- Java
- Spring Boot
- Mongo BD
- REST API
- Software testing (Unit, Component, Integration)

Have you been thinking about starting your career as a software developer?

Have you been working as a QA or automation engineer, and want to move to software development?

Frontend Development :
- React JS
- Material US
- Fetch

Did you know backend and frontend developer's salary starts from 120k+, and sky's the limit?

37-07 74th street, Suite-3
Jackson Heights, NY-11372

+1(914) 468-3475

raju law

ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA

অভিজ্ঞ অ্যাটর্নির পরামর্শ নিয়ে REINSTATEMENT আবেদন করে আবার স্ট্যাটাস ফিরে পেতে পারেন।

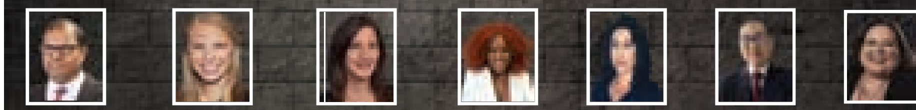

Raju Mahajan, Esq. | Chelsea Smith, Esq. | Rachael Eva Warner Gilburd, Esq. | Ericline M. Williams, Esq | Stephanie Mazzotta, Esq. | John P. Yun, Esq. | Amanda V. Skiscim, Esq.

Head Office (Washington DC)
301-919-3610

BRANCH OFFICES

Atlanta : 770-655-9166, 458-272-5793
Los Angeles : 323-499-5815, 213-729-9345
Bangladesh : 01602-270365, 01760-697648, 01728-383454

NEW YORK BRANCH

118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375
934-345-7003

info@rajulaw.com 833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

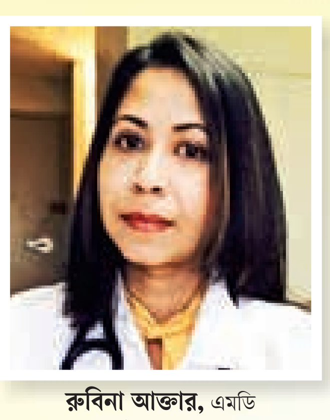

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি
Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:
• চিকিৎসা সেবা
• ভিজিটিং নার্স
• দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
• প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
• ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
• শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
• বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
• প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
• বিনোদন ও আহার
• পরিবহন এবং অন্যান্য!
Rx
সেইস্যাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**
আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org
*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।
H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali
বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

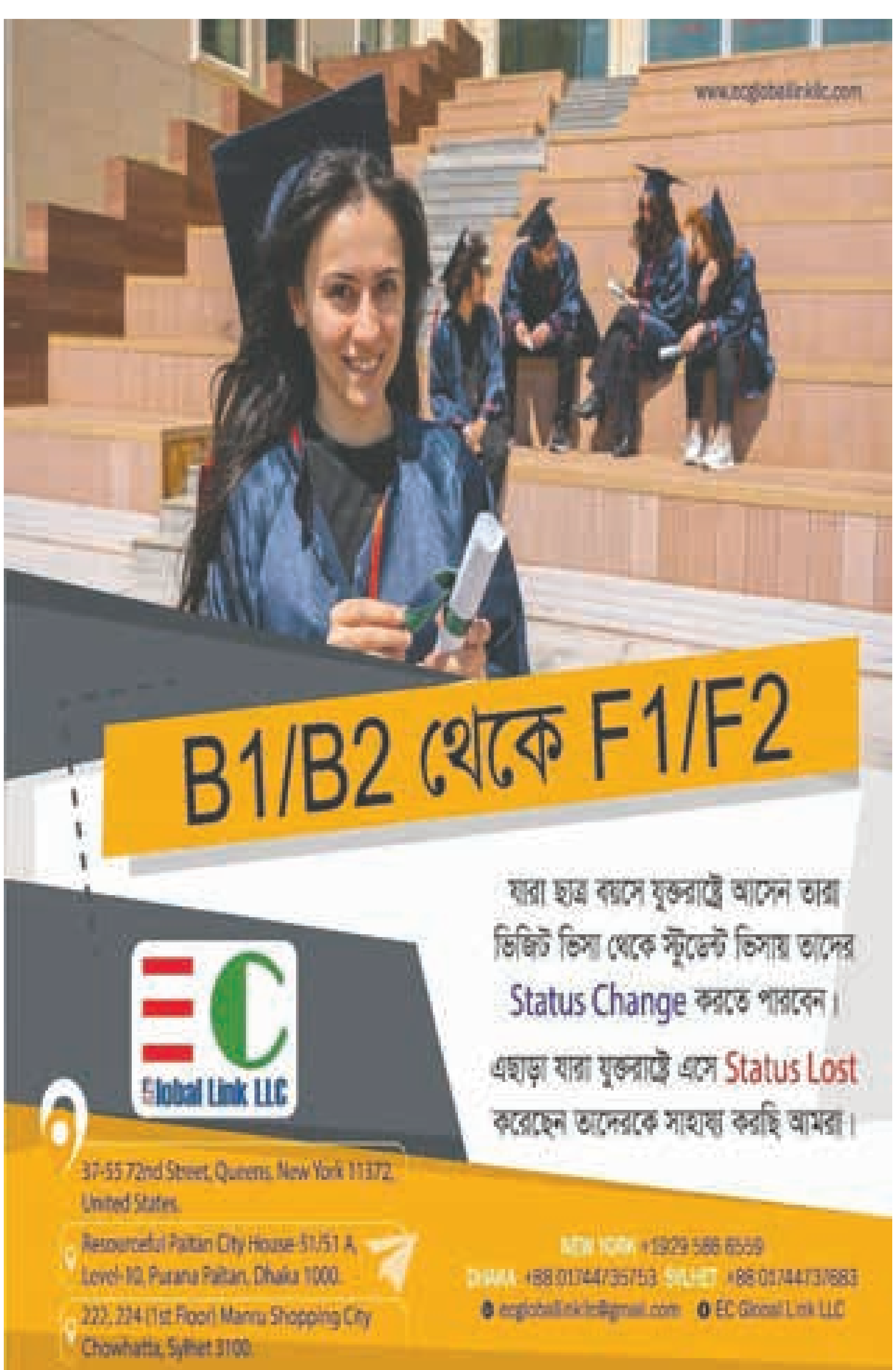
www.ecglobalinkllc.com
B1/B2 থেকে F1/F2
যারা ছাত্র বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তারা ভিজিট ভিসা থেকে স্টুডেন্ট ভিসায় তাদের Status Change করতে পারবেন।
এছাড়া যারা যুক্তরাষ্ট্রে এসে Status Lost করেছেন তাদেরকে সাহায্য করছি আমরা।
EC Global Link LLC
37-55 72nd Street, Queens, New York 11372, United States.
Resourceful Paltan City House-51/51 A, Level-10, Purana Paltan, Dhaka 1000.
222, 224 (1st Floor) Mamu Shopping City Chowhatta, Sylhet 3100.
NEW YORK +1929 586 6559
DHAKA +88 01744736753 SYLHET +88 01744737683
ecglobalinkllc@gmail.com
EC Global Link LLC

তাজউদ্দিন, সিপিএ পি.সি
TAJUDDIN CPA P.C
TAX AUDIT BUSINESS
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ :
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ এম্প্লয়েড (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
একাউন্টিং বুককিপিং, পেরোল, ডব্লিও টু,
করপোরেশন ওপেন।
Phone:
917-353-9026
646-744-4292
আবুনাসের তাজউদ্দিন
সিপিএ এমএস
37-11 74Th Street Floor 2, Suite R1
Jackson Heights NY 11372
Email: atajuddincpa@gmail.com
Web : tajuddincpa.com
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

RAMADAN KAREEM

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.

মহান স্বাধীনতা দিবস ও পবিত্র মাহে রামাদ্বান উপলক্ষে আলোচনা সভা,

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

৭ রামাদ্বান
১৭ মার্চ ২০২৪ ইং
রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

Joya Hall
63-108 Woodhaven Blvd,
Queens, NY 11374

আগামী ১৭ই মার্চ ২০২৪ ইংরেজি রোজ রবিবার, ৭ রামাদ্বান কুইন্সের জয়া হলে উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক'র উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার শফি
আহবায়ক
(646) 659-4873

বুরহান উদ্দিন
প্রধান সমন্বয়কারী
917-405-6276

মান্না মুনতাসির
সদস্য সচিব
(929) 332-9125

শামীম আহমেদ
সমন্বয়কারী, (347) 636-5153

FREE VALET PARKING

বদরুল খান
সভাপতি
(646) 824-4814

রোকন হাকিম
সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত)
(917) 362-2442

"গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে"

বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্যবৃন্দ: কাওছারুজ্জামান কয়েছ, বদরুন নাহার খান মিতা, ছদরুল নূর ও সৈয়দ নাজমুল হোসেন কুবাদ

সহ-সভাপতি: মোঃ লুকমান হোসেন লুডু (সিলেট), সহ-সভাপতি: শামীম আহমেদ (সুনামগঞ্জ) সহ-সভাপতি: মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার শফি (হবিগঞ্জ), সহ-সভাপতি: বশির খান (মৌলভীবাজার), কোষাধ্যক্ষ: মোহাম্মদ আলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক, মোঃ জিল্লুর রহমান খান, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক: কয়সার আলম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক: হোসেন আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক: মান্না মুনতাসির, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক: বুরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক: জাহিদ আহমেদ খান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক: সুস্মিতা চৌধুরী

কার্যকরী সদস্য: মোঃ আব্দুল অজিজ (সিলেট), হুমায়ূন কবির সুহেল (সুনামগঞ্জ), দেলোয়ার হোসেন মানিক (হবিগঞ্জ), মিজানুর রহমান (মৌলভীবাজার)

সৌজন্যে: SYLHET MOTORS 718-523-3044

TC-03.6/2

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

রোদনভরা বসন্ত আমাদের অগ্নিঝরা মার্চ

বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই মাসটি ঋতুরাজ বসন্ত। আর বাঙালির মুক্তির ইতিহাসে অগ্নিঝরা-রক্তঝরা-অশ্রুঝরা-রোদনভরা বসন্ত আমাদের এই মার্চ মাসটি। একাত্তরের এই মাস গৌরব আর শোকের অবিমিশ্রিত মরমে মাখা। স্বাধীনতার গৌরব, বীরের রক্তস্রোত আর লাখো মায়ের অশ্রুঝরার মাস এই মার্চ। সব পেরিয়ে স্মৃতিবহুল এই মাসটি বাঙালির গৌরব, অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস।

ইতিহাস আজীবন কথা বলে। ইতিহাস মানুষকে ভাবায়, তাড়িত করে। প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালক্রমে রূপ নেয় ইতিহাসে। সেসব ঘটনাই ইতিহাসে স্থান পায়, যা কিছু ভালো, যা কিছু প্রথম, যা কিছু মানবসভ্যতার অভিশাপ-আশীর্বাদ।

এটি অগ্নিঝরা ইতিহাস, বিষাদ ও বেদনার মাস।

বছর ঘুরে আবার এলো বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের অগ্নিঝরা মার্চ। একটি নতুন পতাকা, একটি বজ্রকণ্ঠ ভাষণ, একটি ভয়াবহ কালরাত—সবমিলিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চকে ধরা হয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বের সূচনা হিসেবে। আমাদের স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয় এ মার্চেই। এ মাসেই বাঙালি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। উত্তাল একাত্তরে পুরো মার্চ মাসজুড়ে বাঙালির চোখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের এ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির কয়েক হাজার বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক স্বপ্নসাধ পূরণ হয়।

এই মাসের ২৫ তারিখ থেকে লেখা শুরু হয়েছিল এক অমর মহাকাব্য, যার নাম বাংলাদেশ।

বাঙালির জীবনে ভাষা আন্দোলনের স্মারক মাস ফেব্রুয়ারির পর মার্চের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয় এই মার্চেই।

এই মাসেই বাঙালি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। উত্তাল একাত্তরে পুরো মার্চ মাস জুড়ে বাঙালির চোখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন।

১ মার্চ, ১৯৭১ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ৩ মার্চের গণপরিষদের সাধারণ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। মুহূর্তে গর্জে উঠে পুরো দেশ। পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষ স্লোগান তুলে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'।

মার্চ মাসেই বাঙ্গালি জাতি তার চেতনাকে নতুন করে শাণিত করে। নতুন শপথে বলীয়ান হয়। অত্যাচার, নিপীড়ন আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্মারক মাস হিসেবে মার্চ প্রতিবারই আমাদের নতুন করে পথ দেখায়। আমরা আজকের দিনে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই বীর শহীদদের, যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের মূল্যবান জীবন দান করে প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন।

১৯৭১ এর ৭ মার্চ সাবেক রেসকোর্স ময়দান- আজকের সোহরাওর্য়াদী উদ্যানে এই ঐতিহাসিক ভাষণের সময় মুহুর্মুহু গর্জনে উত্তাল ছিল জনসমুদ্র। লক্ষ কণ্ঠের একই আওয়াজ উচ্চারিত হতে থাকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। ঢাকাসহ গোটা দেশে পত পত করে উড়ছিল সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের পতাকা।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য যে আগুন জ্বলে উঠেছিল- সে আগুন যেন ছড়িয়ে পড়ে বাংলার সর্বত্র। এর পর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ এর ছয়দফা এবং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সিঁড়ি বেয়ে একাত্তরের মার্চ বাঙ্গালির জীবনে নিয়ে আসে নতুন বার্তা। এ বছরের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এর আগে ২৫ মার্চ রাত একটার অল্প পরে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রেফতার করে তার বাড়ি থেকে।

মার্চ মাস বীর বাঙালির জীবনে ঐতিহাসিক 'অগ্নিঝরা মার্চ' হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে এবং থাকবে। একাত্তরের সেই আগুনঝরা, রক্তঝরা সেই বসন্ত এসেছিল সময়ের প্রয়োজনে। বাঙালিকে নিয়েছিল তার পরম কাঙ্খিত, স্বপ্নের স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে।

২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানিরা বাঙালির কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে অপারেশন সার্চলাইট নামে বাঙালি নিধনে নামে। ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে সৈন্যরা নির্বিচারে হাজার হাজার লোককে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষককে হত্যা করে। এর পরের ঘটনাপ্রবাহ প্রতিরোধের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর আহবানে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা যোগ দেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে জাতি লাভ করে স্বাধীনতা।

এ মাসেই জাতি পালন করবে মহান স্বাধীনতার ৫৪ বছর। এ উপলক্ষে মাসের প্রথম দিন থেকেই শুরু হবে সভা সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নানা আয়োজনে মুখরিত থাকবে গোটা দেশ। স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল, অগ্নিগর্ভ পুরো বাংলাদেশ। দেশমাতৃকাকে হানাদারমুক্ত করতে সবাই রাজপথে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে চলছে লাগাতার হরতাল। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ। অহিংস আন্দোলন-সংগ্রামে নয়, সশস্ত্র সংগ্রামেই একমাত্র মুক্তির পথ, এটা বুঝতে বাঙালি জাতির বাকি রইল না। তাই আন্দোলনের পাশাপাশি সারাদেশেই গোপনে চলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। কয়েক শতাব্দীর ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের পাথার পেরিয়ে ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তান' নামে বাঙালির ভাগ্যে যা জুটেছে, তা ভিন্নরূপে আরেক অপশাসন, নির্যাতন আর বঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। বাঙালি জাতি ওই শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেতে নেমে পড়ে রাজপথে।

একাত্তরের অগ্নিঝরা মার্চের চার তারিখ ছিল দেশব্যাপী লাগাতার হরতালের তৃতীয় দিন। তবে এইদিন হরতাল ছিল আট ঘণ্টার। দ্রোহ-ক্ষোভে বঞ্চিত শোষিত বাঙালি তখন ক্রমেই ফুঁসে উঠছিল ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে বসে ছিল না কুখ্যাত পাকিস্তানি বাহিনী। তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদররাও বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন নস্যাতে তৎপর। কার্ফু দিয়েও সামরিক জান্তারা সাহসী বীর বাঙালিদের ঘরে আটকে রাখতে না পেরে গোপনে আঁটতে থাকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে বাঙালি নিধনের। শুধু অপেক্ষা করতে থাকে ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কী বলেন।

আন্দোলনের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা দফায় দফায় বৈঠকে বসেন ৭ মার্চের জনসভা সফল করার জন্য। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) চলতে থাকে জনসভার প্রস্তুতি। পাশাপাশি ঢাকাসহ সারাদেশেই গঠন হতে থাকে সংগ্রাম কমিটি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের যুব ও ছাত্রনেতারা গোপনে নানা স্থান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ অভিযান চালাতে থাকেন বেশ জোরেশোরেই। একাত্তরের ৪ মার্চ, ১৯৭১ ক্ষুব্ধ বাঙালির মিছিলে মিছিলে ঝাঁজালো স্লোগানে উচ্চকিত ছিল সারা দেশ। প্রধান স্লোগান ছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ' ইত্যাদি।

একাত্তরের উত্তাল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বাংলাদেশে সারা দেশের সকল পাড়া, গ্রাম, মহল্লায় সংগ্রাম কমিটির পাশাপাশি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানানো হয়। এর উদ্যোক্তা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ক্যান্টিনে স্থাপন করা হয় ছাত্রদের যোগাযোগ কেন্দ্র।

একদিকে জনসভার প্রস্তুতি, অন্যদিকে গোটা বাংলাদেশেই উত্তাল আন্দোলন-বিক্ষোভে রীতিমতো অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বাঙালির চোখেমুখে একই প্রত্যাশা- পাকিস্তানি দখলদারদের হটিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ছিনিয়ে আনা। আর সেই লক্ষ্য পূরণেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির দামাল ছেলেরা সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

মার্চ মাস বীর বাঙালির জীবনে ঐতিহাসিক 'অগ্নিঝরা মার্চ' হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে এবং থাকবে। একাত্তরের সেই আগুনঝরা, রক্তঝরা সেই বসন্ত এসেছিল সময়ের প্রয়োজনে। বাঙালিকে নিয়েছিল তার পরম কাঙ্খিত, স্বপ্নের স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। এই মার্চ বাঙালির অবিমিশ্রিত অনুভূতির মাস। রক্তে ভেসে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার মাস এই মার্চ। অগ্নিঝরা এই মার্চ, রোদনভরা বসন্ত আমাদের।

৭ মার্চের ভাষণ জন-জাগরনের এক ম্যাজিক

মাজহার মান্নান

কালজয়ী সেই ভাষণ আজ ঐতিহাসিক নথি
অনন্তকাল বাঙালি চেতনায় জুগিয়ে যাবে গতি
মানতে পারেনি বঙ্গবন্ধু শোষণ জুলুমের ঘানি
জন সমুদ্রে শোনালেন তাই অমর কবিতাখানি

'' এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।''

বঙ্গবন্ধু বেঁচে নেই তবে তার সেই বজ্রকণ্ঠ বেঁচে আছে এবং অনন্তকাল বেঁচে থাকবে সেটা। ৫২ বছর আগে জাতির জনকের সেই অনন্য ভাষণটি আজ সমগ্র বিশ্বের একটি বড় সম্পদ এবং একটি ঐতিহাসিক নথি। মাত্র ১৮ মিনিটের এবং ১১০৮ শব্দের সেই ভাষণটি শোষক গোষ্ঠীর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলো এবং বিশ্ব বিবেককে জাগিয়ে তুলেছিল। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণটির যেমন রয়েছে রাজনৈতিক মূল্য ঠিক তেমনি রয়েছে এর তাত্বিক, নৈতিক, আদর্শিক, কাব্যিক এবং নান্দনিক মূল্য। কাব্যিক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ সেই ভাষণটি একদিকে শোষকদের সাজানো বাগানকে তছনছ করে দিয়েছিলো, অন্যদিকে শোষিতের হৃদয়ে গোলাপ ফুটিয়েছিলো এবং শিকলমুক্ত হতে স্বপ্ন দেখিয়েছিলো। এটি এমনই একটি ভাষণ যেটা বারবার শোনার পরেও শোনার আকাংঙ্খা থেকে যায় এর কাব্যিক ছন্দ, শব্দ চয়ন, ভাষার মাধুর্য, বহুমাত্রিকতা এবং অলংকরনের জন্য। ভাষণের প্রতিটি শব্দই শোষিত মানুষের মনবাসনার এক জীবন্ত বহিঃপ্রকাশ। শব্দ বিন্যাস, বাচনিক কাঠামো এবং নান্দনিক উপস্থাপনার জন্য ভাষণটি অমরত্ব লাভ করেছে। দীর্ঘ ২৩ বছর চেষ্টা করেও পাক শাসকেরা যে কণ্ঠটিকে রোধ করতে পারে নি সেই কণ্ঠটি কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়কে জয় করেছিলো। মহান নেতার কণ্ঠে উচ্চারিত মাত্র ১১০৮ শব্দ মুক্তিযুদ্ধ ঘটিয়েছিলো, সাহস আর শক্তির সঞ্চার করেছিলো বাঙালির হৃদয়ে। কি যাদুকরী শক্তি ছিলো ঐ শব্দ গুলিতে? একটি ভাষণ সকল বাঙালিকে একই মঞ্চে সমবেত করেছিলো যেখান থেকে শুরু হয়েছিলো গেরিলা যুদ্ধ। ভাষণটি বাঙালির আবেগের জায়গাটিকে স্পর্শ করেছিলো প্রবলভাবে যে কারণে তারা বুকের তাজা রক্ত দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিলো রাজনীতির সেই মহাকবির জন্য যেখানে দাঁড়িয়ে কবি তার ইপিক রচনা করবেন। কবির সেই ঐন্দ্রজালিক কণ্ঠটি শোনার জন্য প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ চাতক পাখির মত অপেক্ষা করছিলো মঞ্চের চারপাশ ঘিরে। কখন আসবে সেই কবি যিনি আশার বাণী শোনাবেন এবং যার কাব্যখানি দুই যুগের শোষণের কবর রচনা করবে। কবি নির্মেলুন্দগুনের সেই লাইন গুলি মনে পড়ে যায়-

'' সেদিন পলকে দারুন ঝলকে তরীতে উঠিলো জল
হৃদয়ে লাগিলো দোলা
জনসমুদ্রে জাগিলো জোয়ার সকল দুয়ার খোলা
কে রোধে তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন
তার অমর কাব্যখানি।

বিশ্বের যত খ্যাতনামা ভাষণ রয়েছে সেগুলির সবই ছিল লিখিত, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণটি ছিল অলিখিত। কথার জাদুকর, বাগপটু, অনলবর্ষী বক্তা বঙ্গবন্ধু খুব সাবলীলভাবে সহজাত ভঙ্গিতে যে কথাগুলি সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন সেটা বাঙালিদের মাঝে দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করেছিলো, আর সেই দায়িত্ববোধটি ছিলো নরক যাতনা থেকে লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে মুক্ত করা। বাঙালিদের কাছে তখন ভারী কোন অস্ত্র ছিলো না যুদ্ধ করার মত, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণটি যুদ্ধ ময়দানে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসাবে ভূমিকা রেখেছিলো। যুদ্ধ মাঠে মনবল চাঙ্গা রাখার জন্য সেই ভাষণটি টনিক হিসাবে কাজ করেছিলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বজ্রকণ্ঠ অনুষ্ঠানটি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা আর সাহস যুগিয়েছে যুদ্ধ চলাকালীন ৯ টি মাস। একটি মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে করতে হয়, শত্রুদের মোকাবেলার রণকৌশল কি, যুদ্ধ ময়দানে অবিচল থাকতে হয় কিভাবে, অধিকার কিভাবে আদায় করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ের দিক নির্দেশনা রয়েছে ভাষণটিতে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি আজ শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের বৃহৎ রিসোর্সে পরিনত হয়েছে। প্রচুর গবেষণা হয়েছে ভাষণটিকে নিয়ে। এ পর্যন্ত ১৩ টি ভাষায় ভাষণটি অনুদিত হয়েছে যার ফলে বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষ এটি শোনার এবং পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তার ভাষণের সবটুকু জুরে অনেক বার্তা রয়েছে। তবে সেগুলির মধ্যে ' এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' অংশটি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ চরণটি দ্বারা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন, মুক্তির কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেন। বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে এমন একটি ডাক শুনতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যখন ভাষণ দেয়ার জন্য মঞ্চে উঠেন তখন উপস্থিত লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হয় --

'' দেশ বাঁচাতে অস্ত্র ধর
বাংলাদেশকে স্বাধীন কর।''

বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল খুবই পরিপাটি মার্জিত, পরিশালিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। রাজনৈতিক শিষ্টাচারের সীমার মধ্যে থেকেই ভাষণটি ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ যেন এক দাবানল। বঙ্গবন্ধু ভাষণটি এমন ছান্দোসিকভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে নিউজউইক ম্যাগাজিন তাকে রাজনীতির কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। ২০১৭ সালে ৩০ অক্টোবর ইউনেসকো ভাষণটিকে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের উচ্চ আদালত কালজয়ী এই ভাষণটিকে শিক্ষার সকল স্তরের পাঠ্য বইতে সংযুক্ত করতে নির্দেশনা জারি করেছে। শিশু, কিশোর এবং যুবকেরা এই ভাষণটি শুনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারবে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিতে তার স্বীয় দর্শন, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বের কৌশল, রাজনৈতিক প্লান, দূরদর্শীতা, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, ইচ্ছাশক্তি, জনগণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি, ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। আর এ কারণেই এই ভাষণটি সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলো, এক কাতারে সামিল করতে পেরেছিল, মোটকথা একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিলো। বঙ্গবন্ধু সাধারণ জনগণের আবেগ নিয়ে কখনই খেলতেন না, তিনি জনগণের আবেগকে মর্যাদা দিতেন। নিজের অনুভূতিকে গণ অনুভূতির সাথে একাত্ম করতে পেরেছিলেন যেটা তার ভাষণে স্পষ্ট। ভাষণে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন '' আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে, রক্তের দাগ এখনো শুকায় নাই। আর সেই রক্তের উপর দিয়ে হেটে আমি সাধারণ এ্যাসিম্বেলিতে যোগ দিতে পারি না। জনগণ আমাকে সেই অধিকার দেয় নাই।'' বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্ব আইকন, নেতৃত্বের জাদুকর, এবং ইতিহাসের এক বিরাট মহীরুহ। তিনি ছিলেন সৎ, বলিষ্ঠ, অদম্য, দুর্বার, নির্লোভ, মুক্তির দিকপাল, মহাকান্ডারি, এবং মানবতাবাদের ক্যানভাসে গণতন্ত্রের দিশারি। তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা, এক বিরাট বটবৃক্ষ, বাতিঘর এবং স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রবল ঝড়। সাত কোটি বাঙালির প্রাণের প্রদীপ বিশ্ববরেণ্য এই নেতা ছিলেন দেশপ্রেমের এক মূর্ত প্রতীক। তিনি মানুষের মুক্তি চেয়েছেন। ক্ষমতার প্রতি লালায়িত ছিলেন না আর এটা প্রমাণিত হয়েছে তার সেই ভাষণে। '' আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি।''বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন ভিশনারি লিডার যিনি গণ মানুষের মন পড়তে পারতেন, বুঝতে পারতেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষনটি ছিলো সর্বজনীন, মানবতাবাদের এক মস্ত দৃষ্টান্ত। এমন ভাষণ বিশ্বে বিরল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি যখন শুনি তখন

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টি। ৭ মার্চের ভাষণের পর বাঙালিরা ১৮ দিন সময় পেয়েছিলো যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই ভাষণটিই ছিলো যোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, বড় স্বপ্ন।

মনে পড়ে যায় মার্টিন লুথার কিং এর '' আই হ্যাভ এ ড্রিম' ভাষণটি এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ভাষণটি। কিউবা নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রশংসা করে বলেছিলেন - তার ভাষণটি একটি অনন্য ভাষণ এবং একটি অনন্য দলিল। নেনসল ম্যান্ডেলা এই ভাষণের প্রশংসা করে বলেছিলেন, এটি বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ধাবিত করেছিলো। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। তার কালজয়ী সেই ভাষণকে মেগনাকার্টা অব বাংলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ২৫০০ বছরের সেরা ভাষণ নিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে বই প্রকাশ করা হয়েছে এবং উক্ত বইয়ের ২০১ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি স্থান পেয়েছে এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম শিরোনামে। টাইম ম্যাগাজিন ১৯৯৭ সালে বলেছিলো, বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছিলো, ভাষণটি ছিলো বাঙালির স্বাধীনতার মৌলিক ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে ২৩ বছরের শোষণ, অত্যাচার ও জুলুমের চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, '' জীবন দিয়ে আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছি, ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে জয় লাভ করেও গদিতে বসতে পারি নাই, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছিলো, ১৯৬৬ সালের ৬ দফার আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, ১৯৬৯ সালে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান আমাদের শাসনতন্ত্র ও গণতন্ত্র দিতে চেয়েছিলেন, সেক্ষেত্রেও আমাদের সাথে প্রতারনা করা হয়েছে।'' বঙ্গবন্ধু অত্যান্ত দক্ষতার সাথে এবং দূরদর্শীতার সাথে তার ভাষণটি উপস্থাপন করেছিলেন যেন পাক সরকার তাকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রমাণ করতে না পারে। ধারাবাহিক সংগ্রামের এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছিলো বঙ্গবন্ধুর ভাষণে। ইতিহাসের এই মহাবীর হিমালয়ের মত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, যা ভেদ করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক মিথ্যাচারকে ঘৃণা করতেন। তিনি সব সময় ন্যায্য কথা বলতে পছন্দ করতেন। এই মহান নেতা ছিলেন স্পষ্টভাষী। তিনি বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ অধিবেশনে বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান বারবার মিথ্যাচার করেছেন। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, '' যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তবে তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।'' বঙ্গবন্ধু এ্যাসেম্বেলিতে যোগদান করে সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বলতে চেয়েছিলেন, গণতন্ত্রের কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হুঁশিয়ারি উচ্চারন করেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্থানের কোন মেম্বার যদি আসে তবে তা কষাইখানায় পরিনত হবে। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। আর বাংলার জনগণ যখন মালিক হবার চেষ্টা করেছে তখন স্বৈরাচারেরা বুকে গুলি চালিয়েছে। তিনি ভাষণে বলেন, '' আমাদের টাকা দিয়ে যে অস্ত্র কেনা হয়েছে বহিঃশত্রু মোকাবিলা করার জন্য সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বাংলার নিরীহ মানুষের উপর।'' বঙ্গবন্ধু সেদিন মঞ্চে ১৮ মিনিটি ছিলেন। নিজের মনের কথাগুলি এবং জনগণের কথাগুলি সাবলীল ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। তবে তার ভাষণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল - তিনি শুধু ভাষণ দিয়ে যান নি, জনগণের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করেছেন। ভাষণে তিনি বলেন, '' আমার উপর কি তোমাদের বিশ্বাস আছে?'' লক্ষ লক্ষ হাত নেড়ে জনগণ জানালো তাদের শতভাগ বিশ্বাস আছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি মুক্তিযুদ্ধের একটি মাস্টার প্লান দিয়েছিলো। তিনি প্রতিটি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছিলেন এবং যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে বলেছিলেন। তিনি বলেন, '' আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।'' ১/২ লাইনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল ঘোষণা করেছিলেন আর এ কারণেই ভাষণটি অনন্য। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে দুই বার গুরুত্বপূর্ণ লাইনটি (এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম) উচ্চারন করেছেন। ভাষণের প্রথম ধাপে এবং শেষ ধাপে তিনি এই লাইনটি উচ্চারণ করে এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে মুক্ত হতে হলে লড়াই করতে হবে, যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনতে হবে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনা ছিল। সেগুলি হল- ১. মার্শাল ল প্রত্যাহার করে নেয়া ২. আর্মিদেরকে প্রত্যাহার করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া ৩. সকল হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত নিশ্চিত করা ৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তিনি তার ভাষণে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু এতে গরীব মানুষ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেই নির্দেশনাও দিয়েছিলেন। এমন ভারসাম্যপূর্ণ ভাষণ বিশ্বে সত্যি বিরল। এই ভাষণে তিনি জনগণকে ' তোমরা' সম্মোধন করেছেন। একজন বড় মাপের জাতীয় নেতার পক্ষেই এমনটি করা সম্ভব। জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি তার প্রতিপক্ষকেও মার্জিতভাবে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রেখে সম্মোধন করেছেন। শব্দ চয়ণে তিনি ছিলেন অত্যান্ত যত্নবান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টি। ৭ মার্চের ভাষণের পর বাঙালিরা ১৮ দিন সময় পেয়েছিলো যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই ভাষণটিই ছিলো যোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, বড় স্বপ্ন। ''রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো'' - এই চরণটি উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের স্পিরিটকে আরো বেশি বেগবান এবং শাণিত করেছেন। লড়াকু সৈনিকেরা স্বাধীনতা নিয়েই ঘরে ফিরবে এমনই স্পিরিট প্রতিফলিত হয়েছে এই চরণে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি বাঙালির মুক্তির পথ দেখিয়েছিলো। তাই বাঙালির অস্তিত্বের মাঝেই এই ভাষণটি বেঁচে থাকবে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত CDPAP - এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস নিলে আপনিও পেতে পারেন প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

অনুপ্রেরণা এবং অন্তর্ভুক্তি

তামান্না হোসেন

শীত বাড়ি যাচ্ছে।

দিন বড় হচ্ছে।

কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকারের যে চাদরটা ছড়িয়ে থাকতো তা আর নেই।ভোরেও কাটছে কুয়াশা। দেখা যায় আলোর রেখা।দিনের আলোরও সাশ্রয়ও হবে এই সপ্তাহেই।

আবার এই সপ্তাহেই বিশ্ব নারী দিবস।

দিবসের তো শেষ নেই। এরি মাঝেই বিশেষ কিছু কিছু দিবস ভালোলাগায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।কিছুই করা হয় না। তবুও আছে এই রকম একটা দিবস,সেটাই ভালোলাগা। ভালোবাসা দিবস,মা দিবস, বাবা দিবস..

জায়গা করে নিয়েছে বহু আগে থেকেই। আজকাল যুক্ত হয়েছে আরও অসংখ্য দিবস। এর মাঝে ভাইবোন দিবস, বোন দিবসটা মনেতে আবির ছড়ায়। ভাইবোন প্রিয় সেটা প্রিয়তর হয় সেই দিনটাতে। বোনের জন্য যে অনুভুতি ভালোবাসা তার জন্য তো আর দিবস লাগে না.. তবুও। ভালোবাসার আবেশ।

নারী দিবসের জন্ম তো সেই কবেই। যার পূর্বনাম ছিলো আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস।সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ হিসেবে এই দিবস উদযাপন করে থাকেন।বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারী দিবসের প্রধান লক্ষ্য এক এক রকম হয়।কোথাও নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধাই উদযাপনের মুখ্য বিষয় হয়।আবার কোথাও মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি বেশী গুরুত্ব পায়।

এই দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘন্টা নিদিষ্ট করা,কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা।সেই মিছিলেও চলে সরকার লেঠেল বাহিনীর দমন -পীড়ন।

জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে, সোশাল ডেমোক্রাট নারী সংঘটনের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হলো।ক্লারা ছিলেন রাজনীতিবিদ,জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। সময়টা ১৯০৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন।১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন।এ সম্মেলনেই ক্লারা জেটকিন প্রতি বৎসর ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দান করেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম - অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে।দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা ।অতপর ১৯৭৫ সালে ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জাতিসংঘ দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহবান জানায়।এর পর থেকে সারা পৃথিবী জুড়েই পালিত হচ্ছে দিনটি নারীর সম অধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনব্যাক্ত করার অভিলাস নিয়ে।

কিন্তু বৈষম্যমুলক সমাজ ব্যাবস্থায় নারী আজও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। পাশবিক সহিংসতাতো আছেই।ঘরে বাইরে কোথাও নারী নিরাপদ নয় আজও।এটার জন্য দেশের বিদ্যমান আইনও দায়ী। নারী সমাজের পক্ষ থেকে এই বৈষম্যর জন্য যে আন্দোলন তা স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন উপেক্ষিত রয়েই গেছে।নারী পুরুষের হার সমানুপাতিক। শতকরা ৬৫% নারী আয় করে কিন্তু পুরুষের তুলনায় পারিশ্রমিক পায় ১৬% কম।১০০ ভাগের মধ্য মাত্র ১ ভাগ নারী সম্পতির মালিক।উন্নয়নশীল দেশে ৬০ কোটি নারী আজও দারিদ্র্য সীমার নীচে। উন্নত দেশেও ২০ থেকে ২৫ শতাংশ নারী দরিদ্র।বিশ্বের অশিক্ষিত জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশই নারী।আর ৭০% নারী দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। আর আমাদের দেশে সামগ্রিক আয়ের ৭৬% আসে পোশাক খাত থেকে যেখানে সিংহভাগই নারী কর্মী। আর সেই নারীরাই নিগৃহীত নির্মম ভাবে। বাড়িতে,গাড়ীতে,কর্মস্থলে। যে শংকা থেকে এক শতাব্দীরও আগে থেকে রচিত হয়েছিল দিবস তা আজও পুন্যতা পায়নি।

১৯৪৯ এ ফরাসী লেখিকা বুদ্ধিজীবি দার্শনিক সিমোন ডি বিউভোইর (Simone De Beauvoir) লেখেন The Second Sex. সেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেন নারী কে, নারী কি। নারীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি দুটি আক্ষ্যা (টার্ম) প্রদান করেন একটি সেক্স আর একটি হল জেন্ডার। তিনি জানান, সেক্স হল দেহগত বৈশিষ্ট্য আর জেন্ডার, এক সামাজিক নির্মান। আর এই নির্মানে প্রধান ভুমিকা পুরুষের। পুরুষ তার নিজের প্রয়োজনে, আধিপত্য কায়েম রাখতে, নারীকে প্রায় সর্বস্তরে অবদমিত করে ধীরে ধীরে নারীকে নির্মান করেন।তিনি আরও বলেন, নারী জন্মায় না,নারীকে তৈরী করে। আর এই নির্মানের প্রধান কারিগর পুরুষ।

> নারীবাদ মানেই পুরুষ বাদ নয়। পুরুষ নারী এক সাথেই পথ চলবে।নারী পুরুষের সমতাই কাম্য।নারী দিবস মানে নারীর অধিকার আদায়ের দিবস। নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন, সুশাসন,শিক্ষা, উপার্জন, নিরাপত্তা। যত গুলো সুচক আছে নারীর সফলায়নে সেই সুচকগুলো কি স্পর্শ করেছে?

অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসা কুসংস্কার মুক্ত, আত্মমর্যাদা সমন্ন, সচেতন, শিক্ষিত স্বনির্ভর এই নারীই পারে নারী পুরুষের সমতা বিধানের, সম মর্যাদার ভিত্তিতে মানব সভ্যতার নুতন ইতিহাস রচিত করতে।পুরুষের মতই নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করার অধিকার অর্জনের মাধ্যামে নুতন বিশ্বে দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম এই নারী।

নারীর অধিকার অর্জনের লড়াইএ পুরুষ যদি সঠিক চিত্রটি দেখতে না পায়,নারী পুরুষের মধ্য সামাজিক ক্ষমতার অসম বিন্যাসের সুত্রটি যদি পুরুষ খুঁজে না পায়,নারীর অবদমন,নির্যাতনের পাশে নিজেকে যদি সমান অনুভুতি সম্পন্ন হিসেবে পুরুষ যদি উপলব্ধি করতে না পারে..

নারীর আগে নয় নারীর পাশে যদি পুরুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তা হবে মানুষ হিসেবে পুরুষেরও লজ্জা...তা হবে দু:খজনক।

আমি এক শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি জানো ওমেন্স ডে কবে? সে অবাক হলো। আমাকে উল্টো জিজ্ঞেস করে কি হয় এই দিনে?

ম্যামোগ্রাম করে? যাক, তবুও সচেতন আছে কিছুটা। শান্তি পেলাম। সোমালিয়ান মহিলা বলেন,শুনেছি এই দিনটার কথা। আর জানি না কিছুই। এক কৃষাঙ্গ মহিলার সাথেও আলাপ চালাতে চেষ্টা করলাম। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা সবাই জানি তাদের পুর্ব পুরুষদেরকে শেকল পরিয়ে শেকড় উপরিয়ে আনার সেই নির্মমতার কথা।তারা যে আজও নিদারুণ বৈষম্যের শিকার কি ভাবে সে? আজও প্রায় সব অফিসেই ফ্রন্ট ডেস্ক এ শ্বেতাঙ্গ নারীরাই

অগ্রগন্য।যোগ্যতা অধিক তবুও কৃষাঙ্গ নারী চাকরী পায় না। পেলেও বেতনের তারতম্য। কৃষাঙ্গ নারী এক প্রকার হাল ছেড়ে দিয়েই বলে.. জীবন আমার। সেটাকে চালিয়ে নেয়াতেই আমার আনন্দ। কোন দিবসেই আমার আমিকে প্রতিস্থিত করতে পারবে না আমি নিজে যদি সংগ্রাম না করি।নারী দিবস কি আমি জানি না। আইন প্রনেতারা যদি ন্যায় বিচারক না হউন, তাদের ভিতর যদি মানব প্রেম না থাকে তাহলে কোন দিবসেই সফল হবে না। হতাশ সে। ল্যাটিন আমেরিকার মেয়েরা একদমেই নির্বিকার। বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি। একজন শুধু বললো.. সেদিন কি মেয়েরা ভায়োলেট কালার পরবে।

আমিও তা হলে সেই কালারের ড্রেস পরবো। আমি ভাবি.. হেসে খেলে জীবনটা যাক চলে যাক।

২০২৪ সালের ১১৩ তম এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ইন্সপায়ার এন্ড ইনক্লুশান। অনুপ্রেরণা আর অন্তর্ভুক্তি। উৎসাহর সাথে অন্যকে অন্তর্ভুক্ত করা। যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। তিন রঙ নিয়ে নারী দিবস।বেগুনি ন্যায়ের,সবুজ আশার আর সাদা বিশুদ্ধতার।

নারীবাদ মানেই পুরুষ বাদ নয়। পুরুষ নারী এক সাথেই পথ চলবে।নারী পুরুষের সমতাই কাম্য।নারী দিবস মানে নারীর অধিকার আদায়ের দিবস।নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন, সুশাসন,শিক্ষা, উপার্জন, নিরাপত্তা। যত গুলো সুচক আছে নারীর সফলায়নে সেই সুচক গুলো কি স্পর্শ করেছে? সেই সুচক যেনো আর পিছিয়ে না থাকে। নারী বান্ধব আইন করা এবং সেটা শক্ত ভাবে যেনো প্রয়োগ হয়।নারীকে সমান মর্যাদায় দেখা নারীর আয়কে পুরুষের সহযোগি আয় হিসাবে গ্রহন করাতে সচেষ্ট হতে হবে শক্ত ভাবে।নারীর বিচরন যেনো হয় সহজ।এই পথ মসৃন ছিলো না তখনও,এখনও। বর্তমানকে গ্রহন করাই আধুনিকতা।নারী দিবস মানে অনাধুনিক কাজ না করা।

নারী দিবসের মত পুরুষ দিবসও আছে। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯ নভেম্বার এই পুরুষ দিবস পালন করা হয়। পুরুষের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা এই দিবসের মুল প্রতিপাদ্য।বিশ্বের ৬০টি দেশে এই পুরুষ দিবস পালন

করা হয়।।যদিও এই দিবসটি এখনও জাতি সংঘের অনুমোদন পায়নি।

"রুখে যাক নারীর প্রতি অবজ্ঞা
এই হউক নারী দিবসের প্রতিজ্ঞা"...
এবং
আমরা নারী, আমরাই পারি।

বিশ্বের সকল নারীকে শেকল ভেংগে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় তৈরিতে আরও শক্তি প্রয়োগ হউক এই শুভাশিষ সদা সময়।

আন্তজার্তিক নারী দিবসে নারী পুরুষ সবাইকেই শুভেচ্ছা।

অনামীর চিঠি

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে অনেক স্বামী বিদেশে থাকেন, তাঁদের স্ত্রীরা দেশে থাকেন। প্রায়শ: এনিয়ে সমস্যা হয়, যা স্বাভাবিক। একটি অবিবাহিত মেয়ে যতটা নিজেকে সংরক্ষিত রাখে, একজন বিবাহিতা রমণী, যিনি রক্তের আস্বাদ লাভ করেছেন, তিনি ততটা নাও থাকতে পারেন। এজন্যে আমাদের দেশে আগে মহিলা হোষ্টেলে অবিবাহিত মেয়েদের সাথে বিবাহিতদের জায়গা হতোনা। এবার একটি চিঠি পড়া যাক, চিঠির স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

প্রিয়:

জীবনে সবচাইতে বড় ভুল করে ফেলেছি। আমার পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, চাইলেও এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। আমার একটা ভুলের জন্যে তোমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছি। আমার জন্যে তোমার অনেক অপমান-লাঞ্ছনা সইতে হবে। আমি সবকিছু বুঝেও অবুঝ হয়ে গেছি। শুধু একটি কথাই বলবো, আমার মত মেয়েকে ভুলে যেও। তুমি তোমার জীবনটাকে নুতন করে সাজাও, আর আমার ছেলেটাকে আদর-স্নেহ দিয়ে বড় করে তোল। আমার ছেলের কাছে আমি যে অন্যায় করেছি এর ক্ষমা নেই, আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিনা। আমার বুকের মধ্যে জমাট করা অপরাধ আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, খাবে, আমি ছেলেটাকে বড্ড ভালবাসি। তবু আমাকে ওকে ছেড়ে থাকতে হবে শুধু আমার ভুলের মাশুল গুনতে। আমার ছেলে আমাকে ছাড়া থাকবে, হয়তো একদিন মা-কে ভুলে যাবে, হয়তো ঘৃণা করবে। তুমি আমাদের ছেলেটাকে একটু আদর করো। সবসময় বকাঝকা করোনা, ও সহ্য করতে পারবে না। আমার ছেলের জন্যে একটা নুতন মা এনে দিও, যাতে আমার মত খারাপ মা-কে ও ভুলে যায়!

আমি তোমা থেকে কখনো কষ্ট পাইনি। তুমি সবসময় আমাকে খুশি রাখতে চেয়েছো। আমি খুশি থাকতে পারিনি। তোমার হৃদয় জুড়ে শুধু আমাকে রেখেছিলে। আমি যখন এ ঘর ছেড়ে চলে যাবো, আমার এ চিঠি যখন তুমি পড়বে, হয়তো তুমি আমায় ঘৃণা করবে, ঘরে থাকলেও হয়তো তুমি বের করে দেবে। সবার চোখ আমায় ঘৃণা করবে। আমি সবার চোখে ঘৃণা হয়ে থাকতে চাইনা। আমার জীবনে আর একজন এসেছে, যে আমাকে বোঝার চেষ্টা করে। আমায় পছন্দ করে, ও যখন কথা বলে আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। তুমি আমার দু'চোঁখে নয়নতারা-র মত হয়ে থাকবে। তোমার অনেক কিছু আমার ভালো লাগে, যেমন কথা বলার ষ্টাইল। তোমার কথা আমার মনে স্মৃতি হয়ে থাকবে। আজ খুব মিস করছি, বাড়ীর রাসপূজা-টাকে। বিয়ের পর তুমি পাশে নাই, আমার মনে হতো আমার জীবন থেকে সবকিছু চলে যাচ্ছে। আমি আমার স্বামীর ভালো চাই, এখনো চাই। আর এই ভালো চাইতে চাইতে আমি নিজের ভালোটুকু হারিয়ে ফেলছিলাম। নিজের শখ-আহ্লাদ, হাসি-খুশি বিসর্জন দিয়েছিলাম।

একটা জিনিস বড্ড কষ্ট লেগেছে, কেউ আমাকে বোঝার চেষ্টা করেনি, তুমিও চেষ্টা করোনি। আমি কি চাই, আমি কিসে খুশি তা কেউ জানতে চায়নি। আমি খুশি থাকতে চেয়েছিলাম, কোথাও ঘুরতে যাওয়া, একসাথে বসে খাওয়া, এসব ছোট্ট ছোট্ট খুশি। কিন্তু আমার কপালে তা জুটেনি। তাই নিজেকে সরিয়ে নিলাম। ধরে নিও, তোমার জীবনে আমার মত মেয়ে আসেনি। বাবু, আমার মন চাইছে না, এঘর, আমার সাঁজানো সংসার ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তবু আমাকে যেতে হচ্ছে। আমি তোমাকে অনেক ঠকিয়েছি। আর পারবো ন। তোমার সামনে আমার চেহারাটা নিয়ে যেতে আমি পারবো না।

তোমার মত ভালোমানুষকে আমার মত খারাপ চেহারাটা দেখাতে পারবো না। আরো কষ্ট পেয়েছিলাম, তোমার মা-বাবা থেকে, ওঁরা হয়তো আমাকে কম পছন্দ করতো, ঠিকমত কথাবার্তা বলতো না। আমি কাজ করতে পারলে ভালো, না পারলে খারাপ। আমি ওঁদের ওপর রাগ-অভিমান করতাম, আবার সব ভুলে যেতাম। আমাকে খোঁজার চেষ্টা করোনা, আমি নিজেও জানিনা আমি কোথায় যাচ্ছি। যাচ্ছি ভালবাসার টানে। ভালবাসা এমন একটা জিনিস যা হৃদয়পিন্ডে গোলাপের কাঁটার মত লেগে থাকে। আমি ভালবাসাটাকে আঠার মত ধরে রাখতে চাই। প্রেম মানুষের জীবনে একবারই আসে, প্রথম প্রেম ভোলা যায়না, তাই আমিও তোমাকে কখনো ভুলবো না, ভুলতে পারবো না।

তুমি তোমার জীবনটা-কে সুন্দর করে সাজাও। তুমি আমার ছেলের জন্যে একটা নুতন মা এনে দিও। মনে করো এটি আমার জীবনে তোমার কাছে শেষ চাওয়া। আশা করি আমার চাওয়াটা পূরণ করবে। আমার ছেলেটাকে মা হারানোর ব্যথা অনুভব করতে দিওনা। আমার ছোট্ট ছেলেটাকে অনেক বড় করে তুলবে।

ইতি: তোমার সবচাইতে খারাপ একটা বউ এবং তোমার সন্তানের মা।

ধরা যাক, হতভাগ্য এ স্বামীর নাম আকাশ। হতভাগিনী স্ত্রী'র নাম অনামী। বাংলাদেশে কোন এক গ্রামে বসবাস। স্বামী কর্মসূত্রে মধ্যপ্রাচ্য থাকেন, স্ত্রী শ্বশুর বাড়িতে। অনেকদিন পর স্বামী বাড়ী আসছে। সবাই খুশি। অনামী খুশি হতে পারছে না, কেমন যেন একটা সংশয়, সঙ্কট। অনামী ভেবে পাচ্ছেনা, কি করবে। স্বামী বিদেশে থাকে, যৌবন তো বসে থাকে না, অনামী ভুল করে। স্বামীর জায়গা নেয় জয়ন্ত। এ এক কঠিন অবস্থা। অনামী কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়, স্বামী আসার একদিন আগে এ চিঠি লিখে গৃহত্যাগ করে। আকাশ ফিরে এসে চিঠি পড়ে আকাশ থেকে পড়ে, মুহূর্তে তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কান্নায় ভেঙ্গে পরে এ চিঠি সে তাঁর এক বন্ধুকে দেয়। বন্ধু শিবেন চিঠি পড়ে মুষড়ে যায়, লিখে: ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার আমার বন্ধু স্বামীটি। স্ত্রী সন্তান ছেড়ে পরকীয়া প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গেছে, রেখে গেছে সন্তান ও একটি চিঠি।

অনামির চিঠি'র আরো কিছু অংশ উঠে আসে, আকাশ-জয়ন্ত কথোপকথনে। জানা যায় আরো অনেক অজানা কথা। অনামী বলেছে, আমার বিয়ে হয়েছে ছয় বছর। সময়টা অনেক হলেও স্বামীর সঙ্গ তেমন একটা পাইনি। আমার তো চাহিদা আছে? আমার চাওয়া-পাওয়াকে তুমি কখনো মূল্য দাওনি। আমি চেষ্টা করেছি আমার সকল চাওয়া পাওয়াকে গলা টিপে হত্যা করতে, পারিনি। আমারো ইচ্ছে হতো তোমার সাথে বেড়াতে যেতে, স্বামী-সন্তান নিয়ে দূরে কোথাও একান্ত সময় কাটাতে। তা তো হয়নি, এমনকি তুমি ফোনেও আমায় তেমন সময় দাওনি। আমার মনের এই আকুলতা তুমি বোঝোনি, কিন্তু একজন বুঝে, সে আমার প্রশংসা করতো, সঙ্গ দিতো। আমি পারিনি নিজেকে ধরে রাখতে। আমি নষ্ট হয়ে গেছি। কোন মুখ নিয়ে আমি তোমার সামনে দাঁড়াবো? আমি পাপী, সন্তানের সামনে মা হিসাবে দাঁড়ানোর অধিকার আমার নেই। তাই চলে গেলাম 'তাঁর' সাথে। তোমাকে খুব মিস করবো। আমায় ক্ষমা করে দিও। তোমার অভাব আমায় নষ্টা বানিয়েছে। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আমার সন্তানকে দেখো, ওর সামনে মাতৃত্বের দাবী নিয়ে দাঁড়ানোর সাহস আমার নেই? ছেলে যখন বড় হয়ে জানবে তার মা নষ্টা হয়ে গেছে, তখন মরা ছাড়া আমার কোন গতি থাকবে না। আমার জীবনে নুতন সাথীকে নিয়ে পাড়ি দিলাম অজানার উদ্দেশ্যে। আমায় ভুলে যেও।

বন্ধু জয়ন্ত 'পরকীয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছে। বুদ্ধদেব গুহ পরকীয়া সম্বন্ধে বলেছিলেন, ভালবাসা উদ্বৃত্ত হলে তা অন্যকে দেয়াই যায়। পরকীয়া অনেকটা খোলা বারান্দার মত, ঘর হচ্ছে বিবাহ, বারান্দা হচ্ছে পরকীয়া। ঘরে থাকতে একঘেঁয়ে লাগলে একটু বারান্দায় বেরোনো যায়, একটু মিষ্টি হাওয়া গায়ে লাগানো, চাঁদ-তাঁরা দেখা? রাত বাড়লে আবার ঘরে ঢুকে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বউ হচ্ছে 'ঘড়া' বা কলসী, যখন খুশি জল খাওয়া যায়। আর পরকীয়া হলো, সমুদ্র, যেখানে অবগাহন করা যায়। কথাগুলো হুবহু নয়, কিন্তু সমার্থক। পরক্রীয়া একটি ব্যাধি। প্রায় সব পুরুষ এ রোগে আক্রান্ত হতে ইচ্ছুক। অনামী'র পরকীয়া ঠিক সেরকম নয়। বাঘ মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে নাকি উন্মাদ হয়ে উঠে? অনামী বিয়ের মজা পেয়েছিলেন, স্বামী নেই, অন্য পুরুষ তাঁর জীবনে আসে। খুব কি অন্যায়? অনামী তাঁর স্বামী-পুত্রকে ভালবাসে, তাই স্বামীকে সে ঠকাতে চায়নি। ইচ্ছে করলে অনামী চেপে যেতো পারতো, মিথ্যার বেসাতি দিয়ে স্বামীকে ভোলাতে চেষ্টা করতে পারতো। তা করেনি। আকাশের বোঝা উচিত ছিলো, দেহের চাহিদা আছে, স্ত্রী'র শখ-আহ্লাদ আছে, টাকার নেশায় আকাশ হয়তো তা ভুলে গিয়েছিলো। স্ত্রীকে খুশি রাখতে হয়, তাঁকে সন্মান ও মূল্য দিতে হয়, সময় তো দিতেই হয়? তাকে বুঝতে দিতে হবে, আপনার জীবনে সে অপরিহার্য, মূল্যবান।

যৌনতা অপরিহার্য বটে। শুধু সেক্সের জন্যে সবাই পরকীয়া করেনা। স্ত্রীকে বুঝতে শিখুন, অবশ্য, 'স্ত্রীয়াশ্চ চরিত্রম দেবা না জানন্তি, কুত মনুষ্যাঃ'। স্ত্রীকে বুঝবেন কিভাবে! পরকীয়া নানাবিধ কারণে হয়ে থাকে, তবে স্বামী বছরের পর বছর বিদেশে থাকে, বউ নিরামিষ থাকবে, ব্যাপারটা অন্যায়! প্রিন্স চার্লস রাজা হবার জন্যে সত্তর বছর অপেক্ষা করেছেন; রক্তের স্বাদ পাওয়া বিবাহিতা স্ত্রী-পুরুষ সম্ভবত: অতটা ধর্য্যশীল হবেন না? যাঁরা বিয়ে করেননি, বা রক্তের স্বাদ পাননি, তাঁদের কথা ভিন্ন। প্রিন্সেস ডায়না'র সবই ছিলো, তবে বিবাহিত জীবনে অসুখী ছিলেন, তিনি পরকীয়া করেছেন। সমরেশ মজুমদার বলেছেন, 'ভালবাসা হলো বেনারসী শাড়ির মত, ন্যাপথালিন দিয়ে যত্ন করে আলমারিতে তুলে রাখতে হয়, একে আটপৌরে ব্যবহার করলেই সব শেষ'। আকাশ সম্ভবত: অনামীকে আটপৌরে শাড়ীর মত ব্যবহার করেছেন। (ঢাকার বইমেলা ২০২৪-এ লেখকের বই 'সমালোচনা থেকে)।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

সংসদে জি এম কাদের
নির্বাচনের ফলাফল কোথাও কোথাও পূর্বনির্ধারিত ছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জি এম কাদের

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিন ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে সংসদে জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের)। এর মধ্যে একটি ধরন তাঁর মতে এমন—'কোথাও কোথাও ইলেকশন যেভাবেই হোক ফলাফল একটা পূর্বনির্ধারিত ছিল এবং শিট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বিরোধীদলীয় নেতার এ বক্তব্যে সংসদে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সরকারি দল ও অধিকাংশ স্বতন্ত্র এমপি প্রতিবাদ করেন। এরপর জি এম কাদেরের বক্তব্য চলাকালে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ করে যান তাঁরা। সংসদে গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনা এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে জি এম কাদের বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়েছে তিন ধরনের ইলেকশন হয়েছে।

কোনো কোনো এলাকায় সবগুলো সুষ্ঠু ইলেকশন হয়েছে। সেখানে কোনো ডিস্টার্বেন্স হয়নি। সাধারণত প্রতিযোগীতাহীন ইলেকশন হয়েছে। সেখানে কোনো শক্ত প্রার্থী ছিল না। সেখানে সরকারের সদিচ্ছা ছিল। শতভাগ সুষ্ঠু হয়েছে। তবে উপস্থিতি কম ছিল।'

নির্বাচনের দ্বিতীয় ধরনটা জি এম কাদের বর্ণনা করেন এভাবে—'আরেকটা হয়েছে ফ্রি স্টাইল। সেখানে মাসল পাওয়ার এবং মানি অবাধে ব্যবহার করা হয়েছে। সেটার মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখল করা হয়েছে।' সরকারি দলের ও অধিকাংশ স্বতন্ত্র এমপি এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে থাকলে জি এম কাদের হেসে বলেন, 'এটা নাও হতে পারে।'

জি এম কাদের বলেন, যদি সব দল নির্বাচনে আসে, বাধাশূন্যভাবে ভোট হয়, সেখানে ১৫ শতাংশ ভোট হলেও তা গ্রহণযোগ্য। আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ সব বড় দল নির্বাচনে অংশ নিলে এ মুহূর্তে ৯০-৯৫ শতাংশ ভোট পড়বে।

জালালাবাদ ভবনের দায়িত্ব ট্রাস্টির হাতে

সাধারণ সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন একটি ভবনকে এখন দুই ভাগে বিভক্ত। শাহীন কামালী এবং মইনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ৪ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম জালালাবাদ ভবন। এই ভবনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় ট্রাষ্ট্রির হাতে। সংশোধন করা হয় সংগঠনের গঠনতন্ত্র।

ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৪ এর স্থলে ৮ জন করা হয়। এবং ৮ জনের মধ্য থেকেই চেয়ারম্যান করা হবে একজনকে। এ ছাড়াও বিগত সাধারণ সভায় (বদরুল-রোকন) সাবেক সভাপতি সৈয়দ শওকত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামসহ জালালাবাদবাসীকে অপমান করার জন্য ক্ষোভ এবং নিন্দা জানানো হয়। সাধারণ সভায় বদরুল-রোকন কমিটি কর্তৃক কবরের জমি বিক্রির জন্য নিন্দা জানানো হয়। সেই সাথে ভবনকে নিয়ে অপরাজনীতি এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। একই সাথে ভবনের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়। সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ তাদের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদের পরিচালনায় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ট্রাষ্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ওহিদুর রহমান মুক্তা, ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমান, সাবেক সভাপতি এমন এ কাইয়ুম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হেলিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বেইলি রোড়ে অগ্নিকান্ডে নিহত আতাউর রহমান শামীমসহ অন্যান্যের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। কামাল আহমেদসহ জালালাবাদের আরও যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা কাজী কাইয়ূম।

অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম তার রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সভায় উপস্থিত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মার্চ মাস বাঙালী জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিকও গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই মাসেই লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে রচিত হয়েছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দুই লক্ষাধিক মা-বোন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সকল মহান ব্যক্তিবর্গকে।

তিনি উল্লেখ করেন, কার্যকরি কমিটির প্রথম সভায় আমরা গঠনতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে জালালাবাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নিয়ে আমরা একটি বোর্ড অব টাষ্টি গঠন করি। (১) ওহিদুর রহমান মু ক্তা (সিলেট), (২) আব্দুল মুকিত চৌধুরী মারুফ (সুনামগঞ্জ), (৩) সৈয়দ ফজলুর রহমান (হবিগঞ্জ) ও (৪) সৈয়দ জুবায়ের আলী (মৌলভীবাজার)।

তিনি উল্লেখ করেন আমাদের বৃহত্তর সিলেটের কৃতিসন্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেনের সাথে জালালাবাদ ভবনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তিনি জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভিজিটর বুকে নিউইয়র্ককে জালালাবাদ ভবন ক্রয় একটি ঐতিহাসিক অর্জন বলে মন্তব্য করেন। এছাড়াও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনেকর বিগত দিনের কার্যক্রমগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম - মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার শামসের নগর হসপিটালের জন্য ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান করি। "ছায়াতল বাংলাদেশ" অসহায় ও পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে। তাদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান করি।

মানসিক ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সেমিনার, নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশী কুইন্স ছাত্র ফোরামের সাথে মতবিনিময় বৃহত্তর সিলেটের কৃতিসন্তান গ্রীস, মালটা ও আলবেনিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ সাথে মতবিনিময়।

পরিবেশ সংক্রান্ত বৈশ্বিক প্রতিবাদে নাগরিক সমাবেশ

বিশেষ প্রতিনিধি

জীবাশ্ম জ্বালানির নয় বরং আমাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা চেয়ে পৃথিবীব্যাপি ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩মার্চ পর্যন্ত গ্লোবাল উইক অফ অ্যাকশন-এর সাথে একাত্মতা পোষন করে ১ মার্চ শুক্রবার সকালে ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) ও ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ কক্সাবাজারের পেকুয়া, কুতুবদিয়া ও বরগুনার তালতলীতে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক প্রকল্পগুলোতে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থায়নকারী ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে কিংবা অপরিচ্ছন্ন জ্বালানি ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নের ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণ করতে কাজ করে এই বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো।

কক্সবাজারের পেকুয়াতে আয়োজন করা হয় সাইকেল র্য়ালি ও নাগরিক সভা। সকাল ৮ টায় শুরু হওয়া সাইকেল র্য়ালি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ হওয়ার পর মহেশখালী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংলগ্ন এলাকায় একটি নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই নাগরিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পেকুয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হাসেম, মূল প্রবন্ধ তুলে ধরেন পরিবেশ কর্মী দেলওয়ার হোসাইন, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পেকুয়া আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ নাঈমুল করিম,নারী নেত্রী নুরুন নাহার নুরী, সারমিন সুলতানা, শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ হোসাইন। এ সময় চকরিয়া সাইকেল রাইডার এসোসিয়েশন (সিআরএ) এর টিম লিডার নাঈমুল ইসলামসহ টিম লিডার আবদুল্লাহ আল নোমান, মোঃ রাকিবুল হাসান, মিনারসহ পেকুয়া আইডিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সাইকেল রাইডে অংশগ্রহণ করেন। সাইকেল র্য়ালি শেষে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন শারীরিক কসরত প্রদর্শন করেন।

কক্সবাজারের কুতুবদিয়া উপজেলায় ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) ও ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এবং কুতুবদিয়া দ্বীপ সুরক্ষা আন্দোলন (কেডিএস) এর যৌথ উদ্যাগে নাগরিক সমাবেশ ও সাইকেল র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০ টায় আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের বায়ু বিদ্যুৎ এলাকা থেকে র্যালি শুরু হয়ে ধুরুং বাজার প্রদক্ষিণ করে শেষে কুতুবদিয়া উপজেলা পরিষদের সামনে এসে বেলা ১২ টার সময় এক নাগরিক পথসভায় অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত পথসভায় ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এর আহবায়ক এম,শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সদস্য সচিব শাহেদুল ইসলাম মনির এবং যুগ্ম সাদস্য সচিব মাষ্টার মিজানুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা কুতুবদিয়া উপজেলা প্রতিনিধি (সিনিয়র) সাংবাদিক এম এ হাছান কুতুবী, দৈনিক দেশবিদেশ পত্রিকা কুতুবদিয়া উপজেলা প্রতিনিধি এসকে লিটন কুতুবী, যুগ্ম আহবায়ক, মাষ্টার আমিনুল হকসহ সংগঠনের সদস্যরা।

বরগুনার তালতলীতে আজ সকাল ১০টায় সাইকেল র্যালি শুরু হয় এবং র্যালি শেষে একটি সচেতনতা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যাতে স্থানীয় পরিবেশ কর্মীরা স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন সার্জন সাখাওয়াত হোসেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. এ জেড এম শাখাওয়াত হোসেন শাহীন আর নেই। ৪ মার্চ মানিকগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এভারকেয়ার হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তার গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর সদরে। ওই দিন সকালে মানিকগঞ্জের ভাটবাউর এলাকায় একটি বাস তাকে বহনকারী প্রাইভেটকারকে ধাক্কা দিলে তিনি আহত হন। পরে তাকে প্রথমে মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও পরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় পাঠানো হয়।

ডা. শাখাওয়াত হোসেন ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার এ জেড এম সাজ্জাদ হোসেনের বড় ভাই।

শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম

ঢাকা ডেস্ক

৩ মার্চ, রোববার বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে গার্ড অব অনারে ঢাকা জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি মোস্তফা আব্দুল্লাহ আল- নূর সংগ্রামের উপস্থিতিতে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। জানাযা সম্পন্ন শেষে মিরপুর মুক্তিযোদ্ধা কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফনের করা হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের সময় তাঁর কফিন জাতীয় পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে তার উপর পুষ্পর্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এরপর পুলিশ বাহিনীর চৌকস দল তাকে সশস্ত্র সালাম প্রদান করেন। এসময় বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে।

প্রয়াত এই বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) ড. মুহাম্মদ সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, রোকেয়া হল অ্যালামনাই, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফীন সিদ্দিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফি আহমেদ ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ। আরো শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার প্রমুখ।

২৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সময় দুপুর দেড়টায় নিউ ইয়র্কের ফ্লাশিং হসপিটালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বলে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কমরেড রফিক ১৯৫২ সালের ১ এপ্রিল ঢাকা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে তিনি ১৯৭১-এ ফার্স্ট ব্যাচে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের ট্রেনিং নিয়েছিলেন আসামের হাফলং-এ। ট্রেনিং শেষে তিনি কামরুল আলম খান খসরুর গ্রুপে পলিটিক্যাল কমিশনার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের অবস্থান ছিল ডেমরা এলাকায় এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ঢাকা শহর। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তিনি ছিলেন জাসদের একনিষ্ঠ সংগঠক। তিনি গণকণ্ঠের সাংবাদিক ছিলেন।

সন্দ্বীপে আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা ডেস্ক

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সারিকাইত ইউনিয়নের দরিদ্র জেলেদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় বঙ্গোপসাগরে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে শত শত জেলে পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি রোববার বিকেলে সন্দ্বীপ সারিকাইত ৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের পুত্র বাংলাদেশ রেলওয়ে পাকশী সহকারি বাণিজ্যিক কর্মকর্তা ফারহান মাহমুদ আদিব।

উপস্থিত ছিলেন মিরাজুল মাওলা রিজভী, আনোয়ার হোসেন, মো. শিহাব উদ্দিন, মুকুল মেম্বার, কাজী শাহাব উদ্দিনসহ অনেকে।

আতাউর রহমান শামীমের মৃত্যুতে শোক

উত্তর আমেরিকা অফিস

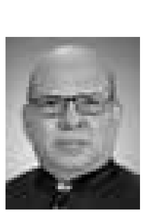

এডভোকেট আতাউর রহমান শামীমের (৬৩) মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকায় বেইলী রোডের কফি শপে অগ্নিকান্ডে তার মৃত্যু হয়। এতে শামীম সহ ৪৪ জন মানুষ মারা যায়। আতাউর রহমান শামীম ১ যুগেরও বেশি সময় নিউইয়র্কে বসবাস করেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রথম কমিটির দফতর সম্পাদক ছিলেন। নিউইয়র্কে থাকাকালে তিনি সাংবাদিকতা পেশার সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি কাজ করেছেন সাপ্তাহিক প্রবাসী ও সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকায়। তিনি সাপ্তাহিক গণবাংলা পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

২০০১ সালে রাজনীতি ও আইন পেশায় কাজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে চলে যান। তিনি সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় জড়িত ছিলেন। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নও পেয়েছিলেন।

আতাউর রহমান শামীমের স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে নিউইয়র্কেই বাস করেন। ২ সপ্তাহ আগে তারা বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছেন। শামীমের ৫ ভাই নিউইয়র্কে বসবাস করেন।

মরহুম শামীমের ভাগনে মইনুর রহমান স্বপন জানান, মামা বন্ধুদের নিয়ে কফি শপে ঢুকে ছিলেন। আগুনে পুড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আমরা ৪ ঘন্টা পর জানতে পারি। তার মরদেহ তখন ঢাকা মেডিক্যালে ছিল।

শামীমের জন্মস্থান মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে। তিনি কুলাউড়া আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শুক্রবার বিকেলে কুলাউড়া শহরে স্থানীয় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শ্রীপুরে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

নাশকতার মামলা

আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা হাফিজ কারাগারে

ঢাকা অফিস

হাফিজ উদ্দিন

রাজধানীর গুলশান থানায় নাশকতার মামলায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সাবেক এমপি মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী ২১ মাসের সাজাপ্রাপ্ত এ আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সকালে আদালতে হুইল চেয়ারে করে উপস্থিত হন হাফিজ। আইনজীবীর মাধ্যমে তিনি আত্মসমর্পণ করে আপিলের শর্তে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

তবে মেজর হাফিজ অসুস্থ হওয়ায় কারাবিধি অনুযায়ী কারা কর্তৃপক্ষকে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে এবং প্রথম শ্রেণির কয়েদির মর্যাদা দিতে নির্দেশ দেন। আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেজর হাফিজের আইনজীবী তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ।

মামলার সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর পুলিশের কাজে বাধা ও ভাঙচুরের অভিযোগে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর এবং মেজর (অব.) মো. হাফিজ উদ্দিন আহমেদসহ তিনজনকে ২১ মাসের কারাদণ্ড দেন আদালত।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামি হলেন সাবেক বিএনপি নেতা ও বিএনএমের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) মো. হানিফ।

তবে এ মামলায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে আপিল করে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী। মেজর হাফিজ শারীরিক অসুস্থতার জন্য দেশের বাইরে চিকিৎসাধীন থাকায় এতদিন আদালতে উপস্থিত হননি। সম্প্রতি দেশে ফিরেই তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন।

ঐতিহ্যের বাঙালি খাবার, পছন্দ ভিনদেশিদেরও

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চিড়া, মুড়ি, মোয়া, গুড়—বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সব খাবার। এসব খাবারের কথা বললে মনে পড়ে চিরাচরিত বাঙালি গ্রামের কথা। মার্কিন মুল্লুকে এসব খাবার হয়তো স্বপ্নের মতো! তবে বাঙালির এসব খাবার দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসে নিউইয়র্কেই প্রস্তুত হচ্ছে এসব খাবার। ‘মিনা ফুডস’ নামক এক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে এখন নিউইয়র্কের বড় বড় শপিংমলেও মিলছে বাঙালি এসব খাবার। আবার কেউ চাইলে প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট থেকেও এসব খাবার অর্ডার করতে পারবে।

জানা গেছে, ২০২১ সালে কেবল ৫ জন কর্মচারী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে শেয়ার্ড কমার্শিয়াল কিচেনে ৩ দিনের জন্য পাঁচটি আইটেম প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানটি। এরপর কেটে গেছে প্রায় ৩ বছর। এ যাত্রায় প্রতিষ্ঠানটি এখন আরও পরিণত আরও সমৃদ্ধ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ৪০টির অধিক পণ্য রয়েছে। যেগুলোর বেশিরভাগই বাঙালির ঐতিহ্যকে ধারণ করে। অন্যভাবে বললে এসব খাবারের জন্মই বাংলাদেশে!

৪ মার্চ, সোমবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে কোম্পানিটি এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। যেখানে কোম্পানি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রেসিডেন্ট রিফাতি ফারুক এবং সিইও মেহবুব সরকার কোয়েল।

সংবাদ সম্মেলনে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট রিফাতি ফারুক বলেন, আমরা প্রায়ই বিদেশি খাবারের সাথে পরিচিত হই। আমাদের দেশেও বিদেশি খাবারের প্রচলন আছে। আমরা চেয়েছি ভিনদেশিরে ডাইনিং টেবিলে আমাদের দেশিয় খাবার পৌঁছে দিতে। আজকে আমাদের প্রতিষ্ঠান অনেক বড়। আমেদের বেশ কিছু চাটনি ঐতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেয়েছে। আমরা এর সংখ্যা আরও বাড়াতে কাজ করছি।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য বাঙালি খাবারগুলো বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া। আসন্ন রোজায় আমরা ঢাকার চকবাজারের বিখ্যাত জিলাপি প্রস্তুতের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এছাড়া আমাদের চনাচুর, ঝালমুড়ি, রুটি, কেক, ঘি, মধু, খাজা ইতিমধ্যে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

কোম্পানির সিইও মেহবুব সরকার কোয়েল বলেন, আমরা যাত্রা শুরু করি দেশিয় খাবারের প্রতি নিজেদের আবেগ এবং ভালোবাসার জায়গা থেকে। বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ সকলের কাছে শ্রেষ্ঠ মানের খাদ্য পণ্যে পৌঁছে দিতে আমাদের টিম নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, মিনা ফুডস-এ আমাদের লক্ষ্য শুধু খাবার বানানো বা বাজারজাত করা নয়, আমরা চেষ্টা করি এই প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সাথে সংযোগ গড়ে তোলা এবং আমাদের বাংলাদেশি খাবারের পণ্যের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে উদযাপন করা। মিনা ফুডস সব সময়ই খাবারের গুণমানের প্রতি সতর্ক থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

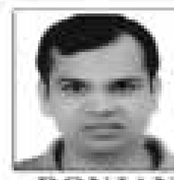
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালির ব্যাথা, মাজার ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা রগের ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে ঘরে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

এশিয়ান ফুড ফেয়ারের জমকালো দুই অনুষ্ঠান

সাউথ ফ্লোরিডা

বিগত তিন মাস ধরে এশিয়ান ফুড ফেয়ার নিয়ে ২ সংগঠনের প্রস্তুতির টান টান উত্তেজনা ছিল।

জুয়েল সাদত

সাউথ ফ্লোরিডার আকর্ষনীয় এশিয়ান ফুড ফেয়ারের দুটো অনুষ্ঠান সুষ্ট ভাবে মার্চের ২ ও ৩ তারিখ আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ তম এশিয়ান ফুড এন্ড কালচারাল শো ও ২৮ তম এশিয়ান এক্সপো ফুড এন্ড এন্ড কালচারাল শো অনুষ্ঠিত হল। দুটোরই হোস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা একই নামের দুটো সংগঠন।

বিগত তিন মাস থেকেই এশিয়ান ফুড ফেয়ার নিয়ে ২ টা সংগঠনের প্রস্তিতির টান টান উত্তেজনা ছিল।

সাধারন প্রবাসীরা নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে চরম উৎকন্ঠায় ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় ২৬ টি এশিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যাল বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার একক নেতৃত্বে সফল ভাবে সম্পন্ম হওয়ায় পুরো আমেরিকা জুড়ে ফোবানার পর বেশ জনপ্রিয় ইভেন্টে পরিনত হয়েছিল। করোনাকালীন সময়ে ২০১৯ সালে এশিয়ান ফুড ফেয়ার ক্যানসেল হবার পর ২৬ তম আসরটি হতে পারেনি। তারপর চার বছর করোনার কারনে ও অর্থনৈতিক মন্দার কারনে এশিয়ান ফুড ফেয়ার হতে পারেনি।

এই সময় নেতৃত্বের কোন্দল ও অর্থনৈতিক কিছু অনিয়ম, আভ্যন্তরিন মনোমালিন্য ও স্বেচ্ছাচারিতার কারনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা দুটো ভাগ হয়ে যায়।

এর একটির নেতৃত্বে চলে আসেন কমিউনিটির জনপ্রিয় মুখ এম রহমান জহির ও আশরাফ। অপরটির নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম এর এমরান ও এবিএম মোস্তফা। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার মুল নেতৃত্ব দুই পক্ষই দাবী করতে থাকেন। এই বিভাজন চলে আসে ২০২১ সাল থেকেই। ২০২৩ সালে এম রহমান জহির এশিয়ান ফুড ফেয়ারের মুল ভেন্যু সাউথ ফ্লোরিডার ফেয়ার গ্রাউন্ড এ ২৭ তম এশিয়ান এক্সপো ফুড এন্ড কালচারাল শো করে তাক লাগিয়ে দেন। বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। সেই সময় এমরান ও মোস্তফা অনুসারীরা ও মিরারমার নামক স্থানে এশিয়ান ফুড ফেয়ার করেন। এবার ২৮ তম এশিয়ান এক্সপো ফুড এন্ড কালচারাল শো এম রহমান জহির এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় ২ ও ৩ মার্চ। ঠিক একই সময় মায়ামীর মিরানমারে এমরান গ্রুপরাও ২৯ তম এশিয়ান ফুড ফেয়ার করেন। দুটো অনুষ্ঠান ভিন্ন জায়গায় হওয়াতে লোক সমাগম হয়। তবে সাউথ ফ্লোরিডা ফেয়ার গ্রাউন্ড এর ভেন্যু টা ২৮ বছর থেকে হওয়াতে সেখানে ছিল উপছে পড়া ভীড়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী (২-৩ মার্চ) সাউথ ফ্লোরিডা ফেয়ার গ্রাউন্ডে ২৮তম এশিয়ান এক্সপোর আনুষ্ঠিানক উদ্বোধন হয়েছে ২ মার্চ শনিবার। মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী আ, ম, ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী।

৩ মার্চ ২৮ তম এশিয়ান এক্সপো ফুড এন্ড কালচারাল শো র দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় ২ টায়।

২৮ তম এশিয়ান এক্সপো ফুড এন্ড কালচারাল শোতে ছিল রকমারি খাবার, রাত গভীর হতে থাকে খাবারের দোকানের ভীড় বাড়তেই থাকে। নানা দেশের মুখরোচক খাবার ও কাপড়, গহনার স্টলে ইদের কেনাকাটা করতে থাকেন প্রবাসীরা।

২ দিনের মিলনমেলা গেটটুগেদার চলতে থাকে নানা শহরের প্রবাসীদের। ছিল মেডিক্যাল টীম ও টিকেট কাউন্টার ও সিকিউরিটির ব্যবস্থা।

এই প্রতিবেদকের সাথে নানা পেশার ও নানা সিটির নাগরিকদের কথা হয়। অনেকেই এশিয়ান ফুড ফেয়ার একক ভাবে আবার ফিরে আসার আশা পোষন করেন। ভেন্ডর শেলী জসিম জানান, আগে এশিয়ান ফুড ফেয়ারে ১০/১৫ হাজার লোক হত, ভাল ব্যবসা হত। এখন এটা কমে এসেছে। আয়োজকদের অন্যতম কবি সরকার হারুন জানান, কিছু ছাড় দিলে এই বিভাজন কমিয়ে আনা সম্ভব। সাউথ ফ্লোরিডার পুরোনো বাসিন্দা গায়ক জাহেদ নুর জানান অনেক নতুন সংগঠক সাউথ ফ্লোরিডায় আছেন, যারা কাজ করতে চায়। তাই হয়ত এই দুটো ফেয়ার চলমান থাকবে, তবে ভিন্ন সময়ে করলে এটার নেগেটিভ প্রভাব কম পড়বে।

১১৯ কোটি টাকা কর দিতে হবে ড. ইউনূসকে

ঢাকা অফিস

গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ১১৯ কোটি টাকা কর পরিশোধের রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত ৭টি কর রেফারেন্স মামলা নিস্পত্তি করে বিচারপতি খুরশীদ আলম সরকার ও বিচারপতি সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন।

২০১১ সাল থেকে পরবর্তী ৫ পাঁচ বছরের জন্য তাঁকে এই অর্থ পরিশোধ করতে হবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন।

রায়ের বিস্তারিত তুলে ধরে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'উনি (ইউনূস) যে আয়করের যে রিটার্ন জমা দেন। এতে তিনি যে খরচগুলো দেখান সেটার প্রামানিক দলিল যদি উনি দেখাতে না পারেন তখন তার খরচটা বাতিল করে দেওয়া হয়। এটা ইনকামের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। তিনি (ইউনূস) কিছু দলিল দিয়েছিলেন এটা ট্যাক্স অথরিটি গ্রহণ করেন নি। সেই খারিজের বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে যান কাস্টমসের কাছে, পরে যান আপিলের কাছে। সবগুলো পর্যায়ে হেরে যাওয়ার পর তিনি হাইকোর্টে আসেন।'

মেয়রের উপদেষ্টার বাড়িতে এফবিআইয়ের অভিযান

নিউইয়র্ক সিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের একজন শীর্ষ উপদেষ্টার মালিকানাধীন দুটি বাড়িতে হঠাৎ তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই।

২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোরে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা সিটির মেয়রের উপদেষ্টার মালিকানাধীন দুইটি বাড়িতে অভিযান শুরু করে। অভিযানটি কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। মেয়রের এই উপদেষ্টার নাম উইনি গ্রিকো। তিনি অ্যাডামসের প্রাক্তন তহবিল সংগ্রহকারী। বর্তমানে মেয়রের এশিয়ান বিষয়ক পরিচালক হিসাবে কাজ করছেন।

তল্লাশির বিষয়টি এফবিআইয়ের একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তাদের সদস্যরা দুটি ব্রঙ্কস ঠিকানায় সকালে অভিযান চালিয়েছে। ঠিকানা দুইটি উইনি গ্রিকোর মালিকানাধীন।

গ্রিকোর প্রতিবেশীরা জানান, ফেডারেল এজেন্টরা সকাল ৬ টার দিকে একই ব্লকে অবস্থিত দুটি বাড়িতে অনুসন্ধান শুরু করে। তারা বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে এলাকায় অবস্থান করে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন।

সিটি হলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, মিসেস গ্রেকো ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রশাসনিক ছুটিতে রয়েছেন।

এদিকে ঠিক কী কারণে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে তা স্পষ্ট করেনি এফবিআই। তবে অ্যাডামস ও গ্রিকোর বিরুদ্ধে বিদেশী প্রভাবের অভিযোগসহ মেয়রের প্রচারণার রাজনৈতিক তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে এফবিআই তদন্ত করছে। এই তদন্তের অংশ হিসেবে তল্লাশি অভিযান চালানো হতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

এই তদন্তের অংশ হিসাবে এফবিআই গত বছরের ২ নভেম্বর অ্যাডামসের প্রধান তহবিল সংগ্রহকারী ব্রায়ানা সাগস ও মেয়রের অফিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রটোকল পরিচালক রানা আব্বাসেযর বাড়িতে অভিযান চালায়। চার দিন পরে মেয়র ম্যানহাটনে একটি অনুষ্ঠান থেকে থেকে বের হওয়ার সময় এফবিআই তার থেকে ফোন এবং একটি আইপ্যাড বাজেয়াপ্ত করে।

সোস্যাল মিডিয়ার অপপ্রচারণা ঠেকাতে চাই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা

এবিপিসির সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কস্থ 'আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' (এবিপিসি)র সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কন্সাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে তথ্যের যে অবাধ-নির্বিচার প্রবাহ সেটি একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বড় ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজের জন্যে। এ অবস্থায় যারা প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাউজে রয়েছেন, যারা পেশাগতভাবেই সাংবাদিকতার সাথে জড়িত আছেন, তারা সাংবাদিকতাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে চর্চা করবেন, সত্য এবং প্রকৃত তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন, সে প্রত্যাশা আমাদের। নাজমুল হুদা বলেন, প্রতি সপ্তাহে বেশ কটি পত্রিকা বের হয় নিউইয়র্ক থেকে, এছাড়া ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমেও প্রতিদিনই দেশ, বিদেশ, প্রবাসীদের সংবাদ দেখতে পাই, একটি প্রতিবিম্ব দেখতে পাই চলমান সময়ের। এজন্যে সাংবাদিকগণের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা।

নাজমুল হুদা আরো বলেন, তবে সাংবাদিকতা পেশাটি একটি চ্যালেঞ্জিং পেশাও বটে। আমরা আশা করছি নিউইয়র্কের পেশাজীবী সাংবাদিকরাও বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক তথ্য আরো বেশী বেশী পরিবেশন করবেন।

বিশেষণ সম্মানীত অতিথির বক্তব্যে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের হেড অব চ্যান্সেরি মো. শোয়েব আব্দুল্লাহ বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শতপ্রতিকূলতার মাঝেও আমরা যে এগিয়ে চলেছি, সেখানে প্রবাসীদের অবদান অপরিসীম-তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি আশা করছি, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী সাংবাদিকরা সেই সাফল্যগাথাকে আরো বেশী করে প্রচার করবেন। একইসাথে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্পর্ক আরো জোরদার কল্পেও গণমাধ্যমের ভ'মিকা শক্তিশালী হবে বলে আশা করছি।

এ সময় ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ও খ্যাতনামা এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, সোস্যাল মিডিয়ার এই যুগে সঠিক সংবাদ পাওয়াটি খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পেশা নিয়েও এমন কিছু সংবাদ চলে যায়, যার কোন ভিত্তি থাকে না, বিব্রতবোধ করতে হয়। কারণ, যারা সত্যিকার অর্থে সাংবাদিক নন-তারা এমন সব কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন, যাকে সহজ-সরল মানুষেরা সঠিক বলে মনে করেন। পরবর্তীতে খটকা লাগলে আমাদের কাছে ফোন করেন উদ্ভট ঐসব তথ্য সম্পর্কে জানতে। সে কারণে যারা সাংবাদিকতায় শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েছেন, তাদেরই দায়িত্ব হচ্ছে অপসাংবাদিকতাকে রোধ করার।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ বলেন, কম্যুনিটি এখন সমৃদ্ধ। এই কম্যুনিটির সংবাদকে এই ক্লাবের সাংবাদিকরা দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সাথে পরিবেশন করছেন।

নিউইয়র্কে সম্মাননা পেল শাহীন হাওলাদার

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সম্মাননা পেল বিজনেস পোস্টের নিজস্ব প্রতিবেদক শাহীন হাওলাদার।

২৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন উডসাইডে গুলশান টেরেসে 'আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' (এবিপিসি)র উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এর কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদার কাছ থেকে তিনি এ সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

এবিপিসি' র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের হেড অব চ্যান্সেরি মো. শোয়েব আব্দুল্লাহ , ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ, প্রবাসের শক্তিমান কবি ও কলামিস্ট ফকির ইলিয়াস, নিউ হ্যামশায়ার স্টেটের রিপ্রেজেনটেটিভ আবুল খান, পেনসিলভেনিয়ার মিলবোর্ন সিটির মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব,স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদেরি কিবরিয়া, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের এশিয়ান উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান,) সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার সম্পাদক শাহনেওয়াজ, বাংলাদেশ প্রতিদিনের (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ) নির্বাহী সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসারসহ প্রমূখ।

শাহীন হাওলাদার এর আগে তিনি গ্লোবাল ইয়ুথ পার্লামেন্টের "গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২৩" এবং "মাদার তেরেসা গোল্ডেন এ্যাওয়ার্ড-২০২৩" পেয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সামজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এর পক্ষ থেকেও তাকে নানা সম্মাননা প্রদান করা হয়।

শাহীন হাওলদারের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি ছাত্রজীবন থেকেই। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স সম্পন্ন করে সাংবাদিকতা পেশাকেই ক্যারিয়ার জীবনের প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আঞ্চলিক পত্রিকা দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে যুক্ত ছিলেন, সাপ্তাহিক, অনলাইন ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় যুক্ত থেকে বর্তমানে ডাটা সাংবাদিকতাকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের আর্থিক খাতে তার অসংখ্য প্রতিবেদন রয়েছে।

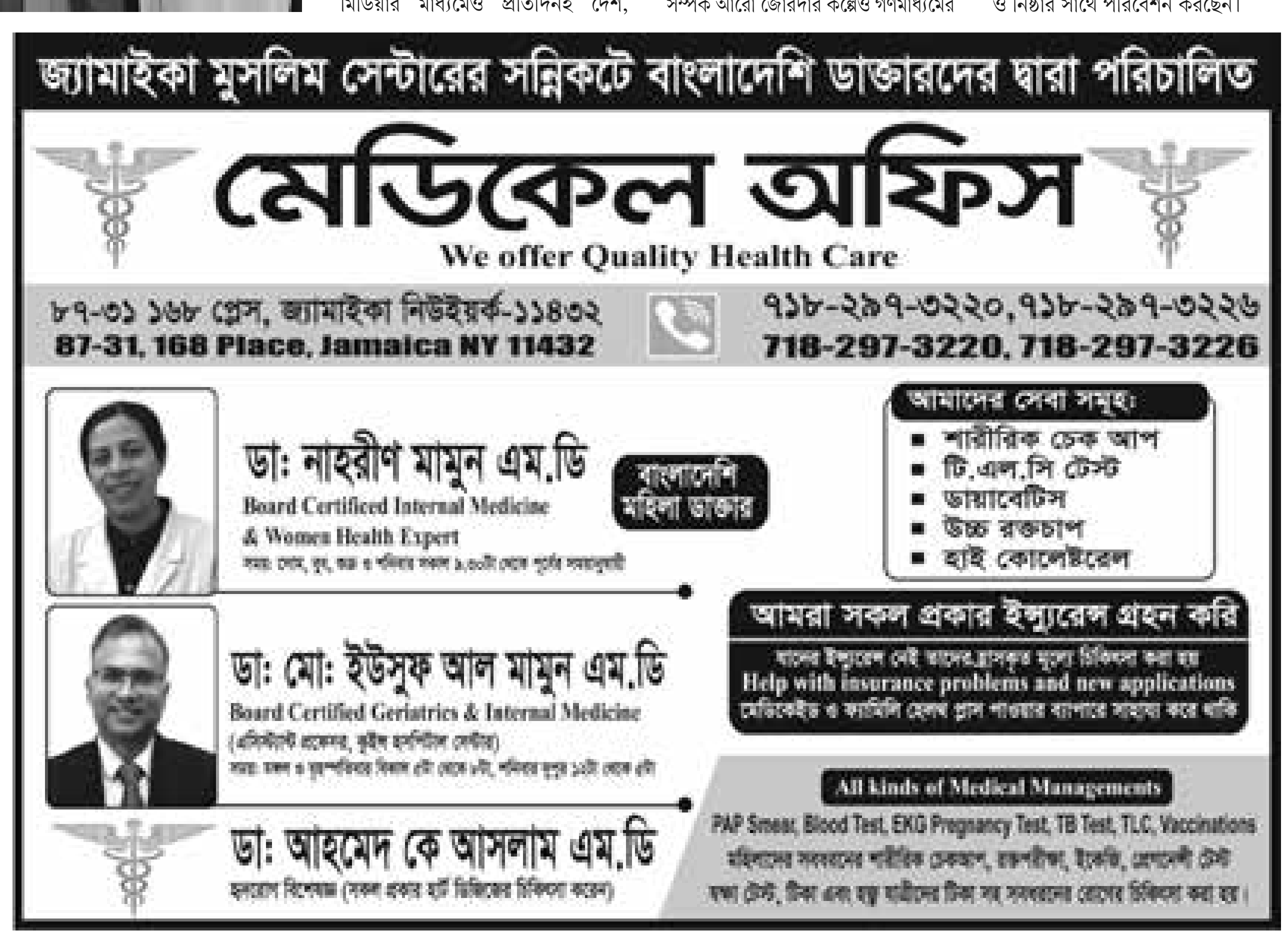

ফওজিয়া করিম ফিরোজ আইডব্লিউওসি পুরস্কারের জন্য মনোনীত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ফওজিয়া করিম ফিরোজ ২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক নারী সাহসিকতা (আইডব্লিউওসি) পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন!

আগামী ৪ মার্চ সোমবার হোয়াইট হাউজে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক আন্তর্জাতিক নারী সাহসিকতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তাদের এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এবং ফার্স্ট লেডি ঝিল বাইডেন ঐ অনুষ্ঠান আয়োজন করছেন। আজ শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী সাহসিকতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত অন্যান্যরা হলেন - আফগানিস্তানের বেনাফসা ইয়াকুবি, বেলারুশের ভোলহা হারবুনোভা, বসনিয়া-হারজেগোভিনার আজনা জুসিক, মায়ানমারের মাইন্টজু উইন, কিউবার মার্থা বিটরিজ রোক ক্যাবিলো, ইকুয়েডরের ফাতিমা কোরোজো, গাম্বিয়ার ফাতৌ বালডি, ইরানের ফারিবা বালৌচ, জাপানের রিনা গোনোই, মরোক্কোর রাবহা এল হাইমার এবং উগান্ডার আগাথার এটিউহেয়ার।

ফওজিয়া করিম ফিরোজ

ফওজিয়া করিম ফিরোজ একজন বাংলাদেশী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। মিসেস ফিরোজ বর্তমানে তার নিজস্ব ল চেম্বারের প্রধান এবং ফাউন্ডেশন ফর ল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এফএলএডি) এর চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার নেতৃত্বে, এফএলএডি একটি রায়ে জিতেছিল যে ২০১৫ সালের গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত ছিল। মিসেস ফিরোজ ব্যক্তিগতভাবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের পক্ষে তাদের নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩,০০০ মামলা দায়ের করেছেন এবং বাংলাদেশ স্বাধীন গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ফেডারেশন (বিআইজিইউএফ) এবং গৃহকর্মী নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন। মিসেস ফিরোজ এর আগে ২০০৭-২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি এসিড সারভাইভারস ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি। গত ২০২৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন যৌন হয়রানির মামলা পর্যালোচনা এবং আদালতে তা সুপারিশ করার জন্য ফিরোজকে আদালতের পাঁচ সদস্যের কমিটিতে নির্বাচিত করে।

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের আইডব্লিউওসি অ্যাওয়ার্ড বিশ্বজুড়ে সেই সকল নারীদের স্বীকৃতি দেয়া হয় যারা শান্তি, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতা ও সমতা এবং নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের পক্ষে ওকালতি করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সাহস, শক্তি এবং নেতৃত্ব প্রদর্শন করে থাকেন। আর তাদের সকল কর্ম-বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে প্রায়শই ব্যক্তিগত ঝুঁকি এবং আত্মত্যাগ। গত ২০০৭ সালের মার্চ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ৯০টি দেশের ১৯০ জনেরও বেশি নারীকে আইডব্লিউওসি পুরস্কারের স্বীকৃতি দিয়েছে। বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশনগুলো তাদের নিজ নিজ আয়োজক দেশ থেকে একজন সাহসী মহিলাকে মনোনীত করে এবং দফতরের সিনিয়র কর্মকর্তা কর্তৃক প্রার্থী চূড়ান্ত ও অনুমোদিত হয়। আইডব্লিউওসি অনুষ্ঠানের পর পুরস্কারপ্রাপ্তরা স্বশরীরে লস অ্যাঞ্জেলেসের ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর লিডারশিপ প্রোগ্রাম (আইভিএলপি) ও অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। যেখানে তারা বিশ্বজুড়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষে আমেরিকান প্রতিপক্ষের সাথে কৌশল ও ধারণার বিষয়ে সম্পৃক্ত হবেন।

আবারো সম্মাননা পেলো ডব্লিউইউএসটি!

ভার্জিনিয়া

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াস্থ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অগ্রসরতার নতুন নতুন ধাপ পার করছে। মিলছে নতুন স্বীকৃতি ও সম্মাননা। সবশেষ ভার্জিনিয়া স্টেট অ্যাসেম্বলিতে বিশেষ স্বীকৃতি ও সম্মাননা পেলো এই বিশ্ববিদ্যালয়। যার মালিকানায় রয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান আইটি ও শিক্ষা উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ। এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটে সম্মাননা ও স্বীকৃতি পায় ডব্লিউইউএসটি। তখন ৪০ জন সিনেটরের পক্ষ থেকে সাইটেশন পাবার পর এবার জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে ভার্জিনিয়ার ১০০ সদস্যের হাউজ অব ডেলিগেটসে বিশেষ সম্মাননা পেলো ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-ডব্লিউইউএসটি।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার ভার্জিনিয়ার রাজধানী শহর রিচমন্ডের অ্যাসেম্বলি হলে ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট সেভেনের ডেমোক্র্যাট ডেলিগেট ক্যারেন কিইস গামাররা তার উপস্থাপনায় তুলে আনেন এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রসঙ্গ। জানান, চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ ও প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্কে নেতৃত্বে ডব্লিউইউএসটি অগ্রসরতার কথা। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগানিয়া অবদান রাখার জন্য সম্মাননা প্রস্তাব তোলেন ক্যারেন কিইস গামাররা। তার উপস্থাপনা শেষ হতে স্পিকার ডন স্কটের নেতৃত্বে ১শ ডেলিগেটস ও গ্যালারিতে উপস্থিত সকল অতিথিগণ তুমুল করতালির মাধ্যমে সম্মননা জানান ডব্লিউইউএসটিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ ও প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্কের নেতৃত্বে ১৩সদস্যের এই প্রতিনিধি দল এসময় অ্যাসেম্বলি হলে উপস্থিত ছিলেন।

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

KARNAFULLY TAX SERVICES INC
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইন্‌ক

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Tax Returns Amendment
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2s, Pay Checks,
- Pay stubs, Sales Tax, Quarterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership (LLC/SMLLC)

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | NOTARY PUBLIC | IRS ENROLLED AGENT | Tax Preparation fee pay by Cradit card

Office Hours: Monday - Saturday 10:00am - 8pm

Representation taxpayers IRS & State tax audit
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Members: NATP | Member of AICPA | naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights
Ph: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

JAMAICA OFFICE
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY 11432
Ph: 929-399-2004
929-399-2007
Fax:929-399-2030

karnafullytax@yahoo.com | www.karnafullytax.com

আপনি কি ট্যাক্স ফাইল করেছেন?

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

ProtectionPlus
$1 MILLION
TAX AUDIT DEFENSE™

We are Top 500 intuit Company

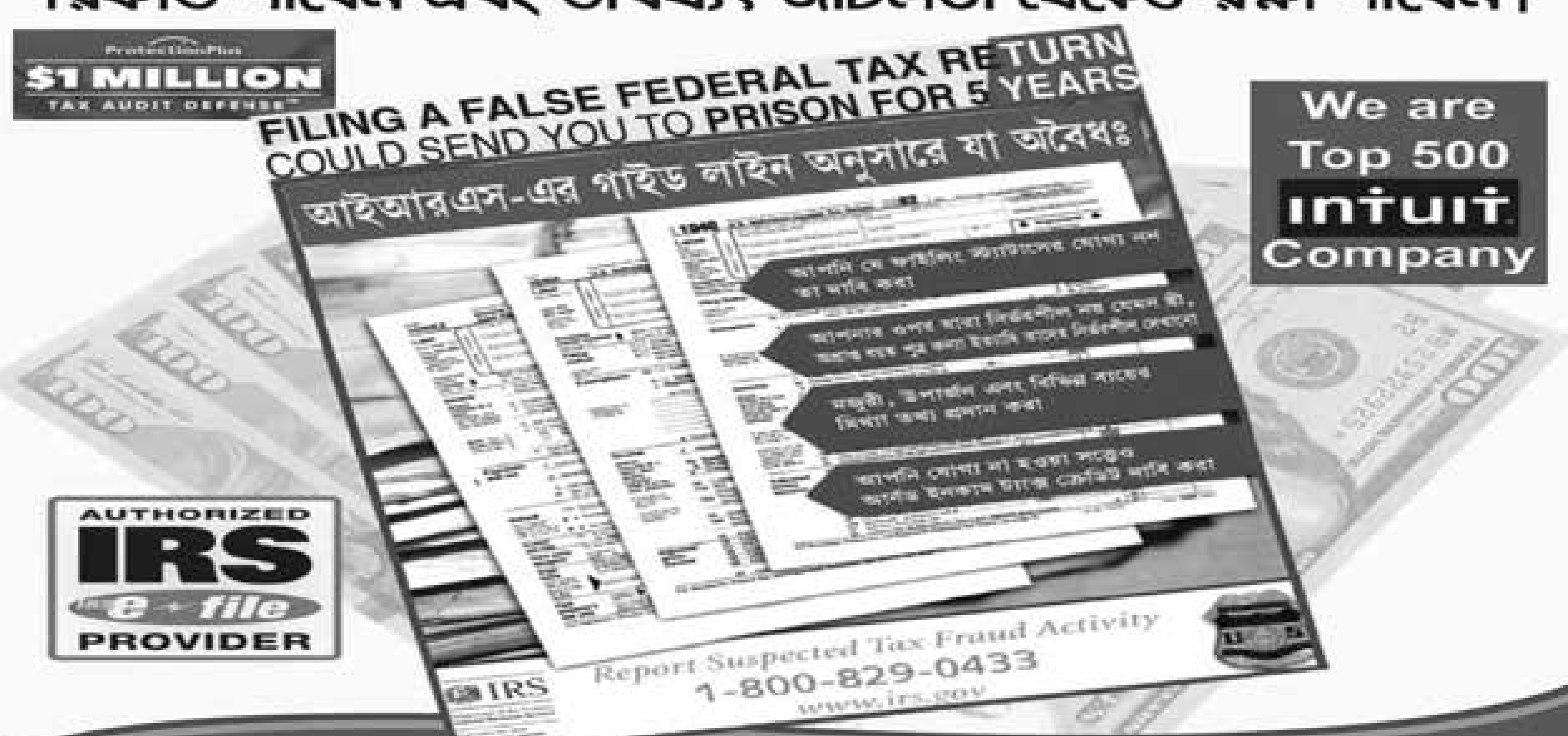

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
148-45, Hillside Ave. Ste: 203C
Jamaica, NY 11435
Phone: 516-366-9025
347-837-7378

ব্রংক্স
1445 Unionport Road, Bronx, NY
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

সিডিপ্যাপ রক্ষায় দৃঢ় অবস্থানে সিনেটর মাইকেল জিনারিস

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট এর ডেপুটি মেজরিটি লিডার সিনেটর মাইকেল জিনারিস সিডিপ্যাপ (কনজুমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল এসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম) রক্ষায় তার দৃঢ় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। তিনি ২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার ও সিডিপ্যাপ সেবা প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের জ্যাকসন হাইটস সার্ভিস সেন্টার ও কর্পোরেট অফিস পরিদর্শনকালে একথা বলেন। সিনেটর জিনারিস সকালে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর কার্যালয়ে পৌঁছলে সেখানে তাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশি কমিউনিটির মাঝে প্রথম হোম কেয়ার সেবার সংযোগকারী গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি সিনেটরকে ৭২-২৮ জ্যাকসন হাইটস নীচতলায় বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর বিভিন্ন বিভাগ ও সেবা পরিসর ঘুরে দেখান। পরে সিনেটর জিনারিসকে নিয়ে যান ৭২-২৬ জ্যাকসন হাইটস-এর দোতলায় প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট অফিসে। সেসময়

জয় বাংলাদেশ মিডিয়া ইনক্ অফিসে অতিথির হাতে সদ্য প্রকাশিত ইংরেজি সাময়িকী দ্য বে ওয়েভ এর প্রথম সংখ্যা তুলে দেন সম্পাদক ও প্রকাশক আবু জাফর মাহমুদ। সেসময় সিনেটর সদ্য প্রকাশিত বাংলা সাময়িকী ‘জয় বাংলাদেশ’ ও সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণরত জেবিটিভি’র কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তার সঙ্গে ছিলেন সিডিপ্যাপ রক্ষায় জন্য প্রধান আন্দোলনকারী স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের নিযুক্ত লবিষ্ট এড কেলি। সেসময় বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারসহ এজেডএম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার বিকল্প নেই: গিয়াস আহমেদ

শেখ শাহজাহানকে সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মূলধারার রাজনীতিক বাংলাদেশী-আমেরিকান শেখ শাহজাহান নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড-১ এর ইমিগ্রেশন বিষয়ক সাব কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ায় বৃহত্তর ঢাকাবাসী তাকে সংবর্ধিত করেছে। এ উপলক্ষ্যে রোববার (৩ মার্চ) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের মামা'স পার্টি হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। খবর ইউএনএ'র।

ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের ইমিগ্রেশন চেয়ারম্যান শেখ শাহজাহানকে সংবর্ধনা

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আজহারুল হক মিলান এবং দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট রাজনীতিক মোহাম্মদ বাসেত রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ কামাল হোসেন। এরপর আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত শেখ শাজাহান-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক-লেখক সাঈদ তারেক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন, মোশাররফ হোসেন সবুজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আমীন মেহেদী, সৈয়দ আকিকুর রহমান ফারুক, আরিফ আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন।

সভায় গিয়াস আহমেদ বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের জন্য আমাদেরকে মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার বিকল্প নেই। সেই সাথে সকল নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ জরুরী। কেননা, ভোট প্রয়োগের মধ্য দিয়েই প্রমানিত হয় কোন এলাকায় কোন কমিউনিটি কত শক্তিশালী। আর কমিউনিটি বোর্ড থেকে শুরু করে সিটি, ষ্টেট, ফেডারেল সরকার/প্রাশাসন সংশ্লিস্ট এলাকার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে থাকে। আর তাই শেখ শাহজাহানের মতো যদি আমরা বিভিন্ন কমিউনিটি বোর্ডেও দায়িত্ব নিতে পারি তবে সহজেই আমরা আমাদের কমিটির জন্য ভালো সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারবো। তিনি বলেন, আমেরিকায় মুসলিম কমিউনিটির বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। এবিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, কমিউনিটির বিভেদ-বিভক্তি আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশী-আমেরিকান মোর্শেদ আলম যখন প্রথম নির্বাচন কলেন তখন আমরা দলমত বিবেচনা না করে তাকে সংবর্ধিত করেছি। তাতে আমাদের কালো ক্ষতি হয়নি, বরং লাভ হয়েছে।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের 'রিসাইটেশন অব অনার' পেলো এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টর উদ্যোগে বাংলাদেশ হেরিটেজ ডে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ৫ মার্চ মঙ্গলবার বরো হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আব্দুল মুকিত চৌধুরী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির কল্যাণ আর মানবতার সেবায় অবদান রাখার জন্য এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক-কে বরো প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডনবান-এর পক্ষ থেকে 'রিসাইটেশন অব অনার' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। সংগঠনের পক্ষে অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করেন সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন। এসময়

সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী ও দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য ফয়সল আহমেদ প্রমুখ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৩১ মার্চ রোববার আল আমীন মসজিদে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এই মাহফিলে প্রবাসী বাংলাদেশীরা আমন্ত্রিত।

PREMIUM SUPERMARKET

حلال HALAL

Feb 26 - Mar 31, 2024

Promo Code : PSP60

Ramadan Special Sale

- SALE $19.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $10.99/EA — 10 LB — LAXMI EXTRA LONG BASMATI RICE
- SALE $12.99/EA — 10 LB — THREE RIVERS BASMATI RICE
- SALE $12.99/EA — 20 LB — LAXMI CHAKKI ATTA
- SALE $12.99/EA — 1 GALLON — OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
- SALE $11.99/EA — 5 LTR — FUTURA SUNFLOWER OIL
- SALE 2/$6.99 — 1 LTR — RAJDHANI MUSTARD OIL
- SALE $2.99/EA — 24 OZ — MEHERBAN CUP DATES
- SALE $12.99/EA — 900G — ANCHOR MILK POWDER
- SALE 2/$4.00 (LIMIT 2) — 26.5 OZ — EACH $2.49 — ROOH AFZA
- SALE $3.99/EA — 3 LTR — MEHERBAN JUICE
- SALE $11.99/EA — 58.9 OZ — TANG
- SALE 3/$5.00 — 1 LTR — SUPER FRESH MANGO JUICE
- SALE 2/$5.00 — 850 G — LAXMI KESAR MANGO PULB
- SALE 3/$5.00 — OVIJHAT MURI
- SALE 2/$5.00 — 2 LB — LAXMI THICK POHA
- SALE $3.99/EA — 1 KG — MAGGI HOT N SWEET SAUCE
- SALE 2/$5.00 — 400 G — LAXMI FRIED ONION
- SALE $3.99/EA — 24 OZ — LAXMI GINGER / GARLIC / MIX PASTE
- SALE $7.99/EA — 900 G — VITAL LOOSE TEA
- SALE 3/$3.00 — 26 OZ — RED CROSS SALT

Ramadan Kareem

Time Table For Ramadan 1445, March - April 2024

DAY	RAMADAN	MONTH	STOP EATING	FAJR JAMAT	SUNRISE	ZUHR	ASR	MAGHRIB IFTAR	ISHA
THE FIRST 10 DAYS ARE FOR MERCY									
MON	01	MAR 11	05:54	06:09	07:14	01:06	05:13	06:58	08:14
TUE	02	MAR 12	05:52	06:07	07:13	01:06	05:14	06:59	08:15
WED	03	MAR 13	05:51	06:06	07:11	01:06	05:15	07:00	08:16
THU	04	MAR 14	05:49	06:04	07:09	01:06	05:16	07:01	08:17
FRI	05	MAR 15	05:47	06:02	07:08	01:05	05:16	07:02	08:18
SAT	06	MAR 16	05:46	06:01	07:06	01:05	05:17	07:03	08:19
SUN	07	MAR 17	05:44	05:59	07:04	01:05	05:18	07:04	08:20
MON	08	MAR 18	05:42	05:57	07:03	01:04	05:19	07:05	08:22
TUE	09	MAR 19	05:40	05:55	07:01	01:04	05:20	07:06	08:23
WED	10	MAR 20	05:39	05:54	06:59	01:04	05:21	07:07	08:24
THE SECOND 10 DAYS ARE FOR FORGIVENESS									
THU	11	MAR 21	05:37	05:52	06:58	01:04	05:21	07:08	08:25
FRI	12	MAR 22	05:35	05:50	06:56	01:03	05:22	07:10	08:26
SAT	13	MAR 23	05:33	05:48	06:54	01:03	05:23	07:11	08:27
SUN	14	MAR 24	05:32	05:47	06:53	01:03	05:24	07:12	08:29
MON	15	MAR 25	05:30	05:45	06:51	01:02	05:24	07:13	08:30
TUE	16	MAR 26	05:28	05:43	06:49	01:02	05:25	07:14	08:31
WED	17	MAR 27	05:26	05:41	06:48	01:02	05:26	07:15	08:32
THU	18	MAR 28	05:24	05:39	06:46	01:01	05:27	07:16	08:33
FRI	19	MAR 29	05:23	05:38	06:44	01:01	05:27	07:17	08:35
SAT	20	MAR 30	05:21	05:36	06:43	01:01	05:28	07:18	08:36
THE LAST 10 DAYS ARE TO BE FREE FROM HELL FIRE									
SUN	21	MAR 31	05:19	05:34	06:41	01:00	05:29	07:19	08:37
MON	22	APR 01	05:17	05:32	06:39	01:00	05:30	07:20	08:38
TUE	23	APR 02	05:15	05:30	06:38	01:00	05:30	07:21	08:39
WED	24	APR 03	05:14	05:29	06:36	01:00	05:31	07:22	08:41
THU	25	APR 04	05:12	05:27	06:35	12:59	05:32	07:23	08:42
FRI	26	APR 05	05:10	05:25	06:33	12:59	05:32	07:24	08:43
SAT	27	APR 06	05:08	05:23	06:31	12:59	05:33	07:25	08:44
SUN	28	APR 07	05:06	05:21	06:30	12:58	05:34	07:26	08:46
MON	29	APR 08	05:04	05:19	06:28	12:58	05:35	07:27	08:47
TUE	30	APR 09	05:03	05:18	06:26	12:58	05:35	07:28	08:48

First Day & Last Day of Ramadan Depend on Moon Sighting

Ramadan calendar collected from Jamaica Muslim Center

- SALE $3.49/EA — 4 LB — LAXMI KALA CHANA / MASOOR DAL / CHANA DAL
- SALE 2/$7.00 — 4 LB — MEHERBAN BESAN
- SALE $2.99/EA — 4 LB — LAXMI RICE FLOUR
- SALE $3.99/EA — 4 LB — PREMIUM BRAND BROWN SUGAR
- SALE 5/$5.00 — 15 OZ — HOBBI CHICK PEAS
- SALE 2/$3.00 — TEER HALEEM MIX
- SALE 2/$3.00 — REHMAT-E-SHREE PHENNI
- SALE $8.99/EA — 7 OZ — LAXMI GREEN CARDAMOM
- SALE $5.99/EA — 4 LB — LAXMI JUMBO PEANUT
- SALE $5.99/EA — 800 GM — LAXMI GOLDEN RAISIN
- SALE $6.99/EA — 800 GM — LAXMI ALMOND WHOLE
- SALE $9.99/EA — 800 GM — LAXMI CASHEW WHOLE
- SALE 2/$14.99 — 25 PCS — FAMILY PACK KAWAN PARATHA
- SALE $5.99/EA — 14 PCS — KARACHI DELIGHT JUMBO NAN
- SALE $19.99/EA — 2.6 LB BOX — AL SAFA CHICKEN / BEEF SAMOSA
- SALE $4.99/EA — 400 G — KARACHI DELIGHT BUN KABAB
- SALE 2/$5.00 — 10 PCS — KARACHI PUFF PASTRY
- SALE 3/$5.00 — 300 G — KAWAN SPRING ROLL PASTRY SHEET

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

টিএলসি ইন্স্যুরেন্স !! টিএলসি ইন্স্যুরেন্স
কার সার্ভিস, ব্লাক কার, ইয়েলো ক্যাব এবং প্রাইভেট কার
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স করি
DMV রেজিস্ট্রেশন ও TLC inspection সহ Other Services দেয়া হয়
ট্যাক্সি লিমোজিন ইনস্যুরেন্স (TLC) রেনুয়েলের জন্য যোগাযোগ করুন মেগা ইনস্যুরেন্স
বোকারেজ এ । এখানে বিনামূল্যে কোটেশান প্রদান করা হয়
MEGA insurance
BROKERAGE
212-721-0001
HOTLINE SERVICE
RAJIB AHMED
President & CEO
32-47 57 Street, Woodside, NY 11377
www.megainsurance.nyc

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK
AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

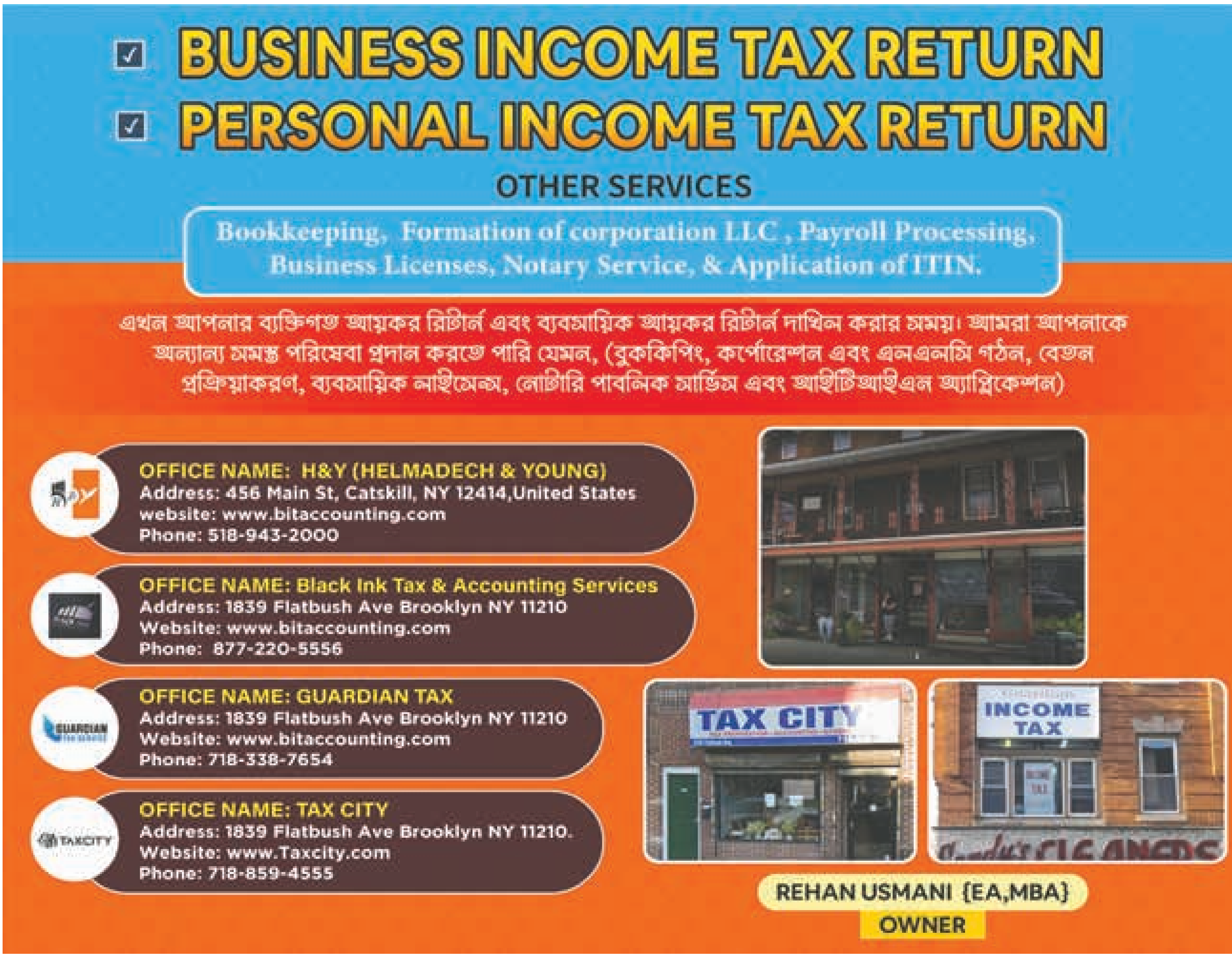
BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN
OTHER SERVICES
Bookkeeping, Formation of corporation LLC , Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.
এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)
OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000
OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654
OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555
TAX CITY
INCOME TAX
REHAN USMANI (EA,MBA)
OWNER

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মি পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মি পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন 'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610

1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার	শনিবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা	সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা	সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

কমিউনিটির বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে রোটারী ক্লাবের কিছু সময়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার জামাইকার কুইনসে "রোটারী ক্লাব অফ হোপ নিউ ইয়র্ক" আয়োজন করেছিল একটি আড়ম্ভরপূর্ন অনুষ্ঠানের যেখানে কমিউনিটির বয়োজ্যেষ্ঠ কিছু ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়।ভালবাসা আর সম্মানের প্রতিক স্বরূপ উপস্থিত ক্লাব সদস্যরা নিজ হাতে অতিথি বয়োজ্যেষ্ঠদের গলায় পড়িয়ে দেন লাল এবং সাদা রঙের উলের মাফলার।টিভি পর্দায় প্রদর্শন করা হয় অনুপ্রেননামুলক কথা, "ইউ আর নট ওলড, ইউ আর আওয়ার গোলড, এইজ ইজ জাসট এ নাম্বার", "উই লাভ ইউ, উই ভেলউ ইউ, রোটারিয়ানস আর উইথ ইউ"। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সম্মানে সকলে দারিয়ে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি"। ক্লাব প্রেসিডেন্ট কাজী আহমেদের মা, প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক কাজী শফিকউদ্দিন খাদেমের স্ত্রী, একাশি বছর বয়সি হাসনা শফিক ১৯৫২ সালে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে হয়ে পড়েন আবেগাপ্লুত। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট রওনক আহমেদ মঞ্চে ডেকে নেন ক্লাব সদস্য আতিকুর রহমানকে যার বাবা একজন ভাষা সৈনিক, প্রয়াত মুস্তাফিজুর রহমান। আতিকুর রহমান তার বাবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তুলে ধরেন কিভাবে যুবক বয়সে মিছিলরত অবস্থায় একজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হলে তাকে সাইকেলে তুলে নিয়ে সর্বোশক্তি দিয়ে পেডেল চেপে ঢাকা মেডিকেল কলেজহাসপাতালে পৌছে দেন মুস্তাফিজুর রহমান। রওনক আহমেদের বাবা, তিরাশি বছর বয়সী দলিল আহমেদ, রোটারী ক্লাব অফ হোপ নিউ ইয়র্কের পক্ষ থেকে একটি "বাইসাইকেল শোপিস" তুলে দেন আতিকুর রহমানের হাতে, ভাষা সৈনিক, প্রয়াত মুস্তাফিজুর রহমানের সাহসিকতার স্বীকৃতি এবং মরণোত্তর সম্মাননা স্বরূপ। উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠদের আনন্দ দেবার প্রয়াসে আয়োজন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক পর্ব, মিউসিকেল পিলো খেলার প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরনি এবং সেই সাথে ছিলো মধ্যাহ্ন ভোজন ও চায়ের আয়োজন। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ক্লাব প্রেসিডেন্ট কাজী আহমেদ এবং ক্লাব সেকরেটারী পারভেজ সোহেল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট রওনক আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে কেক কেটে রোটারী ইন্টারন্যাশনালরে ১১৯তম জন্মদিন উদযাপন করেন। সেই সময় ক্লাব সদস্যরা করতালির মাধ্যমে এবং একে অপরকে কেক খাইয়ে দিয়ে আনন্দে মেতে উঠেন। উপস্থিত সদস্যরা ছিলেন নাহিদ জামান, সোয়েব খান, আতিকুর রহমান, সাজ্জাদ হোসেন সানতুনু, ফয়সাল মাহমুদ, আরিফ আহমেদ, মোহাম্মদ বাবর, আব্দুল্লাহ তারেক মোহাম্মদ এবং মারসা চৌধুরী। ক্লাব প্রেসিডেন্ট কাজী আহমেদ একটি স্লাইড শো উপস্থাপন করে ক্লাবের বাৎসরিক কর্মকান্ড সকলের কাছে তুলে ধরেন। ক্লাবটির কর্মকান্ড দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অতিথিবৃন্দদের মধ্য থেকে কেও কেও আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট রওনক আহমেদ সকল অতিথিবৃন্দদের, ক্লাব সদস্যদের এবং তাদের পরিবার ও বন্ধুদের যাদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সফল হয়েছে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং রোটারী ইনটারনেশনালের সাথে থাকার অনুরোধ করে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি করেন।

রাশিয়ার দুই জেনারেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

উত্তর আমেরিকা

রাশিয়ার সেনাবাহিনীর দুই শীর্ষ পর্যায়ের কামান্ডারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ ঘটানোর অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে এ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক এই আদালত।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, তাঁরা হলেন—লেফটেন্যান্ট জেনারেল সের্গেই কোবিলাশ (৫৮) ও নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল ভিক্টর সোকোলভ (৬১)। আইসিসি জানিয়েছে, ইউক্রেনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সঙ্গে এই দুই কমান্ডার জড়িত ছিলেন। তাঁদের অধিনস্ত সেনারাই এসব হামলা চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে রুশ সেনারা।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | EUROPE | BANGLADESH
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

গয়েশ্বরের মন্তব্য
ইফতারে বরই খাওয়া লাগলে আপেল-আঙুরের দোকান বন্ধ করেন

ঢাকা অফিস

সম্প্রতি ইফতারে আঙুর-আপেলের পরিবর্তে বরই-পেয়ারা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তাঁর এমন পরামর্শে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেছেন, আপেল-আঙুর দিয়ে ইফতার করা যদি দরকার না হয়, তাহলে আপেল-আঙুরের দোকান বন্ধ করেন।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৮তম কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরাম এই সভার আয়োজন করে। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, কে কেমনে ইফতার করবে সেটা তার ব্যাপার। আর সাধারণ মানুষকে যদি বরই দিয়ে ইফতার করতে হয়, তাহলে ঢাকা শহরে যত আপেল-আঙুরের দোকান আছে, তা বন্ধ করেন।

চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এ লড়াইয়ের শেষ কোথায় তা এখনো আমরা নির্ধারিতভাবে বলতে পারছি না। ১৬ বছর ধরে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি না এগিয়ে যাচ্ছি। অনেক নেতা-কর্মী আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন। অনেকে গুম-খুনের শিকার হয়েছেন। তার পরেও আমাদের যে চলার গতি গণতন্ত্র উদ্ধারের, সেই গতিটা থেমে নেই।’

শামসুজ্জামান খান

আশরাফ আলী

আব্দুর রাজ্জাক

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ’র নতুন কমিটি গঠিত

সভাপতি পদে শামসুজ্জামান পুনঃমনোনীত, টনি সাধারণ সম্পাদক রাজ্জাক কোষাধ্যক্ষ

সালাউদ্দিন আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন ‘টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক’র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। আগামী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫) জন্য গঠিত সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সভাপতি পদে মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান পুনরায় মনোনীত এবং মোহাম্মদ আশরাফ আলী টনি সাধারণ সম্পাদক ও মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন। সোসাইটির সাধারণ সভায় অলোচনার ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে মনোনীত করা হয়।

সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ কিং কাবাব রেষ্টুরেন্টে ৩ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় ‘টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ’র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান। সভা পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ। সভায় বিদায়ী কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তা সহ অর্ধ শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী উপস্থিত ছিলেন বলে সভা সূত্র জানায়।

সভায় বিগত দিনের কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচনা ছাড়াও অগামী দিনের কর্মকান্ড বিশেষ করে নতুন কমিটি গঠন এবং ইফতার পার্টি ও বনভোজন আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫) জন্য গঠিত সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে তিনজনকে মনোনীত করা হয় এবং পরবর্তীতে আলোচনার ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

ইমিগ্র্যান্টদের জন্য দুঃসংবাদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাকিয়ে আছে শুধু আমেরিকাই নয়, সারা বিশ্ব।

জনমত জরিপে এরমধ্যেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। নির্বাচনি প্রচারণায় আমেরিকার জনগণকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে ' মহান আমেরিকাকে আবারও মহান' করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাঠ গরম করে রেখেছেন। নির্বাচিত হলে এক ডজনের বেশি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবেন ট্রাম্প। তার অগ্রাধিকার এজেন্ডাগুলো নিয়ে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। জনগণকে ইতিমধ্যে দেয়া ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হলে মার্কিন সমাজ বদলে যাবে এবং দ্বিতীয় দফা ট্রাম্পের আমেরিকা বিশ্বের কাছেও কতটা ভিন্ন হয়ে উঠবে, এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।

ইমিগ্রেশন থেকে শুরু করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পারিবারিক দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য স্পেশাল প্রসিকিউটার নিয়োগের কথা বলেছেন ট্রাম্প। আমেরিকায় নতুন ১০টি সিটি নির্মাণ সহ বাজারে ইলেকট্রিক গাড়ি বাধ্যতামূলক চালানোর উদ্যোগকে পিছিয়ে নেয়ার কথা বলেছেন ট্রাম্প।

তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির অগ্রভাগে রয়েছে ইমিগ্রেশন নিয়ে কড়াকড়ি অবস্থান গ্রহণ করা।

ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারণার শীর্ষে রয়েছে ইমিগ্রেশন।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর থেকে মার্কিন ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা কার্যত ভেঙ্গে পড়েছে। দক্ষিণের সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে লোকজনের ক্রমাগত প্রবেশ পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলেছে। ট্রাম্প বলেছেন, এসব সন্দেহভাজন গ্যাং মেম্বার, ড্রাগ ডিলার এবং কার্টেল মেম্বারদের ধরে ফেরত পাঠানো হবে। তিনি বলেছেন, সরকারি সব বিভাগের সমন্বয় করে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিতাড়ন প্রক্রিয়া তিনি শুরু করবেন।

ইসরাইল ও হামাসের যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে ট্রাম্প বলেছেন, হামাসের প্রতি সংবেদনশীল লোকজনের ভিসা বাতিল করা হবে। এমনকি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা হামাসের সমর্থনে এগিয়ে আসবে , তাদের বিতাড়িত করা হবে।

আমেরিকার রক্ষণশীল শ্বেতাঙ্গদের কাছে ইমিগ্রেশন ইস্যু নিয়ে চরম ভীতি বিরাজ করছে। এমনকি অভিবাসী গ্রুপগুলোও চায় না, ইমিগ্রেশনের নামে অব্যবস্থাপনা চালু থাক। সর্বশেষ গত মাসে অভিবাসন সংস্কার নিয়ে কংগ্রেসের একটি যৌথ উদ্যোগ ভেস্তে গিয়েছে রক্ষণশীলদের কারণে। ইমিগ্রেশন নিয়ে আমেরিকার চরম হতাশার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, নির্বাচিত হলে তার অগ্রাধিকার কাজ হবে ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণ করা।

ট্রাম্প বলছেন, নির্বাচিত হলে তিনি আদম এবং মানব পাচারে জড়িত কার্টেলদের তল্লাশি করে বিতাড়ন করবেন। আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘাপটি মেরে থাকা বামপন্থিদের তিনি অপসারিত করবেন। শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতাকে রাজ্য পর্যায়ে নিয়ে আসার কথা বলেছেন তিনি। শিক্ষা কারিকুলামে চলমান উদারনৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে আমেরিকার ঐতিহ্য অনুযায়ী রক্ষণশীলতার ভাবাদর্শকে প্রাধান্য দেয়া হবে বলে ট্রাম্প বলেছেন।

চালু থাকা ওবামা কেয়ার বাতিল করা হবে। লিঙ্গ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারি অর্থ ব্যয় করার পদক্ষেপ নেবেন বলেও নির্বাচনি প্রচারণায় বলেছেন ট্রাম্প। আমেরিকার সাথে পশ্চিমা অন্যান্য দেশের বন্ধুত্বও ভিন্ন হয়ে উঠবে। ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় আসলে আন্তর্জাতিক সব উদ্যোগে সবাইকে সমানভাবে অর্থ সহযোগিতা করতে হবে।

ট্রাম্প বলেছেন, যারা অর্থ সহযোগিতা দিয়ে পাশে থাকবে না, সেসব দেশকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা এগিয়ে যাবে না। পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে ট্রাম্প বর্তমান মার্কিন অবস্থান থেকে ফিরে আসবে। পরিবেশ বান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ি ব্যাপকভাবে চালু করার জন্য বর্তমান প্রশাসনের অবস্থান আর অব্যাহত থাকবে না। ট্রাম্প বলেছেন, ইলেকট্রিক গাড়ি ব্যাপকভাবে প্রচলন করার নামে আমেরিকার গাড়ি উৎপাদন শিল্প ধ্বংস করে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

নভেম্বর মাসের নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই আলোচনার শীর্ষে চলে আসছে দ্বিতীয় দফা ট্রাম্পের আমেরিকা কেমন হবে? 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' স্লোগানে আমেরিকার ঐক্যবদ্ধ রক্ষণশীলদের কাছে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত উদারনৈতিকদের পরাজয় ঘটবে আগামী নির্বাচনে, এমন বাস্তবতাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ট্রাম্পকে নির্বাচনে নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরপরই ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কে পোস্ট করেছেন: ‘আমেরিকার জন্য বড় বিজয়!!!’

এই আদেশের ফলে কলোরাডো, ইলিনয়, মেইনে এবং অন্য কোথাও দলীয় মনোনয়নের দৌড়ে এগিয়ে থাকা ট্রাম্পকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটল। ২০২০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে পরাজয় প্রত্যাখ্যান করে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে আক্রমণ করে ট্রাম্পের সমর্থকেরা। এতে তিনি উসকানি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগেই তাঁকে এবারের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার আইনি লড়াই চলছিল।

কলোরাডোর সেক্রেটারি অব স্টেট জেনা গ্রিসওল্ড আদালতের সিদ্ধান্তে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প কলোরাডোর ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারিতে একজন যোগ্য প্রার্থী। যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের পরে গৃহীত সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর প্রয়োগ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া প্রথম কোনো মামলা ছিল এটি। এই সংশোধনীতে একটি বিধান যুক্ত করা হয়, যার ভিত্তিতে ‘বিদ্রোহে জড়িত’ সাবেক কোনো কর্মকর্তা আবার আগের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।

কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট প্রথম এ ধরনের একটি রায়ে বলেছিল যে, সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধানের ৩ নম্বর ধারা ট্রাম্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ ক্যাপিটল হিল আক্রমণে তিনি উসকানি দিয়েছিলেন। এর আগে কোনও আদালত প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর জন্য এই ধারা প্রয়োগ করেনি।

বিচারপতিরা সোমবার তাঁদের আদেশে বিদ্রোহ সম্পর্কিত রাজনৈতিক ইস্যুটি এড়িয়ে গেছেন।

বেঞ্চের নয়জন বিচারপতিই ট্রাম্পকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে চারজন বিচারপতি কংগ্রেসের ক্ষমতা প্রশ্নে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, কোনো প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য কংগ্রেসের এখতিয়ার বলে দেওয়াটা আদালতের জন্য বাড়াবাড়ি।

একের পর এক অগ্নিকাণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জিজ্ঞাসা এ ব্যাথা কি প্রশমিত হবে যদি না দেশে সুশাসন ফিরে না আসে।

গ্রিন কোজির ট্রাজেডি কেন ঘটলো

ডেভলাপার আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের বানানো এ ভবন যার নাম গ্রিন কোজি কটেজ। ২০১৩ সালে এ ভবন বানানো হয়েছে। ভবনে দুটি সিঁড়ি থাকার কথা থাকলেও ছিল একটি সেই একটি সিঁড়িতে রাখা হয়েছিল এলপিজি সিলিন্ডার । আগুনের ঘটনার পর তাই সিঁড়ি দিয়ে তেমন কেউ নামতে পারেন নি। দুঃখজনক হলেও সত্য হচ্ছে ভবনটির ছাদ পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ। সেখানেও ছিল রেস্টুরেন্ট। আগুন নিভানোর কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। যার কারনে এলপিজির আগুন সহজে আট তলা ছাদ পর্যন্ত চলে যায়।

গ্রিন কোজি কটেজ কি একটি । ঢাকা শহরে এমন ভবন হাজারো অধিক। কত আছে কেউ জানে না। এক হিসেবে দেখা গেছে ঢাকায় ভবন আছে তিন থেকে চার লাখ। যারমধ্যে অবৈধ হচ্ছে এক লাখের বেশি। অর্থাৎ রাজউকের কোন অনুমতি ছাড়া নিমার্ণ করা হয়েছে। সম্প্রতি এমন একটি অনুমোদন বিহীন ভবন নিমার্ণ করা হচ্ছিল রাজধানী রামপুরায়। সেই ভবনের ব্যাপারে একজন অভিযোগ দিয়ে উল্টো বিপাকে পড়েছে। ওই অভিযোগকারী এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, অভিযোগে সব তথ্য বিশেষ করে অবৈধ ওই ভবনের ছবি রাজউকের কর্মকর্তারা জমির মালিকের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। এখন তিনি পরিবার নিয়ে বিপাকে আছেন। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীতে ভবন নির্মানে কোন শৃঙ্খলা আসবে বলে কেউ মনে করে না।

জানা গেছে, ঢাকাকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৭১ সালে। এর আগে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানী, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী হয়। তখন থেকে রাজধানীতে নির্মাণ হতে থাকে ভবন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজধানীকে ঘিরে উন্নয়ন হতে থাকে। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এলোপাতাড়ি বাড়তে থাকে ভবনের সংখ্যা। ১৯৫০-৬০ সালের মধ্যে এ শহর বিভিন্ন সামাজিক, জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রপন্থি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এরপর ১৯৬২ সাল থেকে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডিআইটি) ঢাকার উন্নয়নে কাজ শুরু করে। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে ঢাকা এবং এর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর দ্রুত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিআইটির প্রশাসনিক ও আইনগত কাঠামোর সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে টাউন ইমপ্রুভমেন্ট (সংশোধনী) আইন ১৯৮৭-এর মাধ্যমে ডিআইটি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষতে রূপান্তরিত হয়। শুরু থেকে ঢাকা উন্নয়নের জন্য কাজ করলেও ভবনের পরিসংখ্যান নেই তাদের কাছে।

রাজউক সূত্রে জানা যায়, ডিটেইল এরিয়া প্লানের (ড্যাপ) অধীনে রাজধানীর আশপাশের এলাকায় প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক ভবন রয়েছে। তবে এসব ভবনের তালিকা রাজউকের কাছে নেই। এ ছাড়া ২০১০ সালে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার, আশুলিয়া কেরানীগঞ্জসহ কয়েকটি এলাকার অংশবিশেষ ড্যাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব এলাকা রাজউকের আওতায় এলেও এখন পর্যন্ত সেখানে কোনো কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি সংস্থাটি। এসব এলাকার বাসিন্দাদের রাজউকের অনুমোদন নিয়ে ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ভবন নির্মাণসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করছেন। আবার অনেকে অনুমোদন ছাড়াই ভবন নির্মাণ করছেন। ফলে এসব এলাকা রাজউকের আওতায় এলেও কী পরিমাণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে তার কোনো তালিকা রাজউকের কাছে নেই। তবে স্থানীয় নথিপত্র অনুযায়ী ড্যাপের আওতাধীন এলাকার মধ্যে নারায়ণগঞ্জের ডিএনডি এলাকায় প্রায় দেড় লাখ ভবনসহ নারায়ণগঞ্জ জেলায় দুই থেকে আড়াই লাখ, গাজীপুর জেলায় প্রায় দুই লাখ, সাভার-আশুলিয়া ও কেরানীগঞ্জে প্রায় এক থেকে দেড় লাখ ভবন রয়েছে। এসব ভবন নির্মাণে নকশার অনুমোদন রয়েছে কি না, মানসম্মত কি না তা রাজউকের জানা নেই। ফলে তিন বছর আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং অনুমোদন ছাড়াই নির্মিত এসব এলাকার ভবনগুলো ব্যবহার উপযোগী কি না তার মান পরীক্ষার উদ্যোগ নেয় রাজউক।

অভিযানে কি কাজ হবে

আগুনের সেই ভয়াবহ ঘটনার পর সিটি কপোরএরশন, রাজউক, পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস গত কয়েক দিনে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) নগরীর মোট ৫০০ বেশি হোটেল-রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়েছে। মামলা হয়েছে ১০টির বেশি। ডিএমপি রেস্তোরাঁগুলোয় অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে। ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম ও অপারেশনস) ড. খ. মহিদ উদ্দিন বলেন, ‘মহানগরীর যেখানেই নাগরিকদের জন্য কোনো জায়গা, ভবন বা এলাকা অনিরাপদ মনে হবে, সেখানে পুলিশ অভিযান চালাবে।’

তবে এ অভিযানে দেশর রেষ্টুরেস্ট ব্যবসাকে ধংস করার পায়ঁতারা বলে দাবি করেছেন রেস্তোরা মালিকরা। তারা বলেন, রেস্তোরাঁ শিল্পের ওপর রাষ্ট্রীয় জুলুম চলছে। যখন কোনো ঘটনা ঘটে তখনই নেমে আসে এই জুলুম। অন্য সময় কোনো অভিযান হয় না। দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসা পরিচালনা করতে হয় বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব ইমরান হাসান। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সংকট সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। তার হস্তক্ষেপ না হলে বেকারি শিল্পের মতো রেস্তোরাঁ শিল্পও ধ্বংস হবে। গত বুধবার এক প্রেস বিফিং করেন তারা।

এদিকে, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) ও বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) যৌথভাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে বলা হয়, সারা দেশে গত ৯ বছরে প্রায় ২ লাখ অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ১ হাজার ৫১ জন নিহত এবং আহত হয়েছে ৩ হাজার ৬০৬ জন। এসব অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে অননুমোদিত অবৈধ ভবন, অবৈধ ভূমি ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর তদারকির অভাব।

এ সময় বাসযোগ্য নিরাপদ নগরায়ণ গড়ে তুলতে তিনটি সংগঠন ১১ দফা দাবির কথা জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পড়েন বাপার সহসভাপতি ও স্থপতি ইকবাল হাবিব। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘এখনো আমরা একটি নিরাপদ এবং অভিঘাত-সহনশীল নগরী গড়ে তুলতে পারিনি। নগরে সংঘটিত অগ্নিদুর্যোগ আজ বিপর্যয়ে রূপ নিয়েছে।’

নেতানিয়াহুকে সরানোর মার্কিন ইঙ্গিত!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো।

উল্লেখ্য, বেনি গ্যান্টজকে বিবেচনা করা হয় নেতানিয়াহুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। ডেমোক্র্যাট প্রশাসন মনে করে, নেতানিয়াহুর আপত্তি উপেক্ষা করে এই ইসরাইলি নেতার সাথে কমলা হ্যারিসের বৈঠক করাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, কমলা হ্যারিস এবং মার্কিন প্রশাসনের অন্য সিনিয়র কর্মকর্তারা ক্রমবর্ধমান হারে স্পষ্টভাবে গাজায় মৃত্যু বাড়তে থাকায়, নিরীহ ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের ব্যাপারে তাদের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।

গ্যান্টজের সাথে বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে হ্যারিস বলেন, 'প্রেসিডেন্ট এবং আমি শুরু থেকেই একই নীতিতে রয়েছি। ইসরাইলের নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে। তবে খুব বেশি ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিক এবং নিরীহ লোক নিহত হয়েছে। আমাদের সেখানে আরো বেশি সাহায্য পাঠানো দরকার। আমাদের পণবন্দীদের বের করে আনা দরকার। এবং এটাই আমাদের নীতি হিসেবে বহাল থাকবে।

বৈঠকের পর ওয়াইট হাউস থেকে প্রকাশ করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'ভাইস প্রেসিডেন্ট পণবন্দীদের নিয়ে চুক্তির উপর জোর দেন, এবং “আলোচনায় ইসরাইলের গঠনমূলক” ভুমিকাকে স্বাগত জানান।'

কামালা হ্যারিস প্রস্তাবিত চুক্তিকে মেনে নেয়ার জন্য হামাসের প্রতি আহবান জানান, যার মাধ্যমে পণবন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে ছয় সপ্তাহ যুদ্ধবিরতি এবং সারা গাজায় মানবিক সহায়তা ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বেনি গ্যান্টজ রাফায় কোন সামরিক অভিযান নিয়ে ভাবার আগে সেখানে একটি গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত মানবিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলাপ করেন।'

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট গাজার মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে এবং উত্তর গাজায় একটি ত্রাণ বিতরণ কনভয় ঘিরে মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

গাজায় মানবিক সাহায্যর সরবরাহ বাড়ানোর জন্য এবং তার নিরাপদ বিতরন নিশ্চিত করার জন্য ইসরাইলকে অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট আহবান জানান।

অনেক ব্যাপারেই নেতানিয়াহুর মতো একই ধরনের কট্টর মনোভাব পোষণ করেন গ্যান্টজ। তবে তিনি কিছু ব্যাপারে আপস করতে আগ্রহী বলে বেশ খোলামেলাভাবেই জানিয়েছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে গাজায় আরো বেশি ত্রাণ সহায়তা পাঠানো।

ফলে কমলা হ্যারিস-গ্যান্টজ বৈঠকটি ইসরাইলের প্রতি মার্কিন নীতির প্রতিফলন হতে পারে বলে অনেকে মনে করছে।

উল্লেখ্য, নেতানিয়াহুর জাতীয়তাবাদী লিকুদ পার্টি জানিয়েছে, ওয়াশিংটনে বৈঠক করার ব্যাপারে গ্যান্টজ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেননি। তার ওয়াশিংটন সফরের ব্যাপারে নেতানিয়াহু কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। আর এতে ইসরাইলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার নেতৃত্বের মধ্যে ফাটল বিস্তৃত হয়েছে বলেই অনেকে মনে করছে।

এদিকে গ্যান্টজ কেবল কমলা হ্যারিসের সাথেই নয়, তিনি হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জ্যাকজ সুল্যিভান, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সমন্বয়কারী ব্রেট ম্যাকগুর্ক, সিনেটের মাইনরিটি নেতা মিচ ম্যাককনেলের সাথেও বৈঠক করেছেন। আজ মঙ্গলবার তার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনের সাথে বৈঠক করার কথা রয়েছে।

গাজা যুদ্ধ নিয়ে বেশ চাপে আছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অনেক ডেমোক্র্যাট ইসরাইল তোষণের জন্য তাকে অভিযুক্ত করে তাকে ভোট না দেয়ার কথা ঘোষণা করছে। ফলে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তার পরাজয়ের শঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন জনমত জরিপে দেখা যায়, ইসরাইলে যদি আজ নির্বাচন হয়, তবে গ্যান্টজ জয়ী হবেন। তিনি অনেক ব্যাপারে মধ্যপন্থী। তবে তিনিও নেতানিয়াহুর মতো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

অনেকে মনে করছে, গ্যান্টজ যেকোনো সময় মন্ত্রিসভা থেকে বের হয়ে যাবেন। তখন নতুন নির্বাচন দিতে বাধ্য হবেন নেতানিয়াহু। ফলে গ্যান্টজ প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য, অক্টোবরে তিন সদস্যের নেতানিয়াহুর যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় গ্যান্টজ যোগ দেয়ার পর থেকেই মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করছেন যে নেতানিয়াহু কিংবা প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের চেয়ে গ্যান্টজের সাথেই সহজে আলোচনা করা যায়।

ওয়াশিংটনে আলোচনাকালে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং রাফায় হামলা না চালানোর ব্যাপারে মার্কিন নেতৃত্বের সাথে কোনো কথা গ্যান্টজ বলেছেন কিনা তা জানা যায়নি।

কার পক্ষে স্বতন্ত্র ভোটাররা?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা হোয়াইট হাউসে প্রবেশের পরিণাম কী হতে পারে এবং আমেরিকার পরিবারগুলো কী পরিস্থিতিত মোকাবেলা করতে হতে পারে, এ নিয়ে আমরা ভোটারদের সতর্ক করে দিচ্ছি।" টিজে ডাকলো আশা প্রকাশ করেন নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে, বিবেকবান স্বতন্ত্র ভোটাররা ততই নড়েচড়ে উঠবেন এবং শেষপর্যন্ত দেশের স্বার্থেই তারা জো বাইডেনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবেন।

উপদেষ্টা টিজে ডাকলো বলেছেন, সুইং স্টেটের স্বতন্ত্র ভোটার এবং যেসব স্বাধীন ভোটার দলীয় অবস্থান পরিবর্তন করে ভোট দিয়ে থাকেন, সেব্য সুইং ভোটার এখনও নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন। তারা নীরবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন এবং নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসতে থাকলেই এসব ভোটারদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন।

২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেন স্বতন্ত্র ভোটারদের চেয়ে অন্তত ১০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। যদিও এখন সে পরিস্থিতি নেই। গুরুত্বপূর্ণ সব জরিপে দেখা যাচ্ছে স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যেও জো বাইডেন পিছিয়ে পড়েছেন।

গত জানুয়ারি মাসে মেসেঞ্জার। হ্যারিস জরিপে দেখা গেছে স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্প অন্তত ১১ পয়েন্টে জো বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে জনমতে ৪৬ শতাংশ এবং বাইডেনের পক্ষে ৩৫ শতাংশ ভোটারের সমর্থন আছে বলে দেখা গেছে। স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে ২০ শতাংশ লোকজন বলেছেন, তারা এখনো মনস্থির করেননি। ২০২০ সালে জো বাইডেন স্বতন্ত্র ভোটারদের কাছে ট্রাম্পের চেয়ে ১০ শতাংশ এগিয়ে ছিলেন জনমতে। ২০১৬ সালে অবশ্য স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে প্রকাশ্য সমান সমান দুই ভাগ দেখা গিয়েছিল। ২০১৬ সালের নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের পক্ষে স্বতন্ত্রদের ভোট পড়েছিল ৪২ শতাংশ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে পড়েছিল ৪৩ শতাংশ স্বতন্ত্র ভোটারদের ভোট। স্বতন্ত্রদের মধ্যে অল্প ভোটের ব্যবধানের কারণেই সুইং স্টেটগুলোতে হিলারি ক্লিনটন হেরেছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে তার পরাজয় ঘটেছিল।

ডেমোক্র্যাট শিবির থেকে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে মামলা নিয়ে তেমন কোন রাজনৈতিক হামলা করা হচ্ছে না। ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদরা মনে করছেন, ট্রাম্পের ব্যক্তিগত মামলা নিয়ে তাদের প্রচারণাকে ট্রাম্প নিজের পক্ষে নেয়ার প্রয়াস চালাবেন। রাজনৈতিক হয়রানির জন্য তাঁকে একের পরও এক মামলা দেয়া হচ্ছে, এ কথা ট্রাম্প শুরু থেকেই বলে আসছেন। রাজনৈতিক প্রচারণায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার দেয়া ইমিগ্র্যান্ট ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দেয়া বক্তৃতা। গর্ভপাতসহ নারীদের নিয়ে তার বক্তৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গ অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রথম দিনেই কঠোর হবেন, এমন ঘোষণাকে প্রচারণার সামনে আনা হচ্ছে। দ্বিতীয় দফা নির্বাচিত হলে ট্রাম্প একজন স্বৈরাচারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়ে উঠবেন, এমন কথাই ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত প্রচারণায় বলা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পক্ষে প্রচারণায় নেমে ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন ট্রাম্পকে একহাত নিয়েছেন। গত শুক্রবার আটলান্টার এক প্রচারণা সভায় তিনি ট্রাম্পকে নারী অধিকার বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তিনি নিজে নারীদের সম্মানের অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন উল্লেখ করে জিল বাইডেন বলেছেন, ট্রাম্প নানাভাবে আমেরিকার নারীদের অবদমন করার চেষ্টা করে আসছেন। এখন গর্ভপাত নিয়েও তিনি নারীদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

কেন্দ্রীয় নেতা সাঈদ ও ইলিয়াস দায়িত্ব পেলেন যুবদলের কমিটি গঠনের

উত্তর আমেরিকা অফিস

কেন্দ্রীয় দুই নেতা আবু সাঈদ আহমেদ ও ইলিয়াস খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যুবদলের যুক্তরাষ্ট্র শাখার ষ্টেট কমিটি গঠন করে যুবদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে। এর আগে কেন্দ্রীয় যুবদল ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের কমিটি বিলুপ্ত করে এবং বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ-কে কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পদ মর্যাদায়) এবং ইলিয়াস খান-কে সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে মনোনীত করে।

আবু সাঈদ

ইলিয়াস খান

২ মার্চ শনিবার যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোনায়েম মুন্নার সঞ্চালনায় এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সভায় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদমর্যাদা) আবু সাইদ আহমেদ (যুক্তরাষ্ট্র) ও সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইলিয়াস খান (যুক্তরাষ্ট্র) কে যুক্তরাষ্ট্রর বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যুবদলের ষ্টেট কমিটি গঠন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। একই সাথে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সকল ষ্টেট কমিটি সমুহের প্রস্তাবনা কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মিল্টন গত ২৮ মে ২০২৩ তারিখ জাতীয়তাবাদী যুবদল যুক্তরাষ্ট্র শাখার কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। বিগত ১৭ বছর (২০০৬-২০২৩ ইং) ধরে জাকির-সাঈদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের কমিটি পরিচালিত হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের বিদায়ী কমিটির মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়। বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন যথাক্রমে জাকির এইচ চৌধুরী ও আবু সাঈদ আহমদ।

ড. সুফিয়ান খোন্দকার আর নেই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

খ্যাতিমান পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ এবং উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের অহংকারের মানুষ ড. সুফিয়ান খোন্দকার (৭৮) ৩ মার্চ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নানিল্লাহে—-রাজেউন)। হার্ট এটাকে আক্রান্ত হয়ে কুইন্সস্থ মাউন্টসিনাই হসপিটালে তিনি মারা যান।

মরহুম খোন্দকার ১৯৪৬ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় জন্মগ্রহন করেন। ১৯৭৬ সাল থেকে বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি কুইন্সের হলিসে থাকতেন। কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ সুফিয়ান খোন্দকারের মৃত্যুর খবরে বাংলাদেশিদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খোন্দকার সুফিয়ান স্ত্রী, ২ সন্তান হাসান ও নবানসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে বহু ব্যক্তি ও সংগঠন শোক ও সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

বাসা ভাড়া
৩ বেড রুম, ২ ফ্লোর এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউইয়র্ক। বাংলা গুসারী, মসজিদ, বাস স্টোপ সবকিছু অতি নিকটে। (929) 328-5042

বাসা ভাড়া
বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

বাসা ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের আকর্ষনীয় এলাকায় এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের কোলাহলের কেন্দ্রবিন্দু জ্যাকসন হাইটসে (35-35 75th St Unit 105, Jackson Heights, NY 11372) এপার্টম্যান্ট বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতা, মালিকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: 917-257-3580

সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া
সানি সাইডে 46 st এবং 50 এভিনিউতে স্টিট লেভেলে সেমি বেইজমেন্ট এ অধুমপায়ি পরিবারের কাছে ৩ বেড, বাথ, কিচেন লিভং ভাড়া দেয়া হবে। বিলসহ $2000 যোগাযোগ 917-562-1368

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক
লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক
কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন
জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

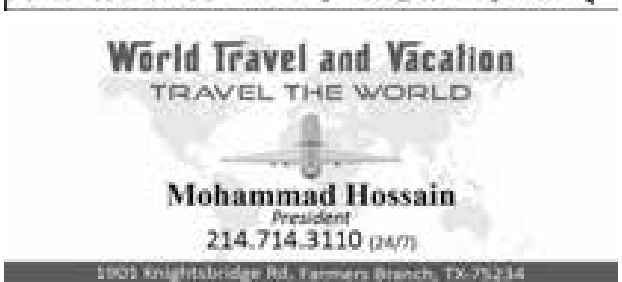

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক
পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া
সানিসাইডে ৪৬ ষ্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে(মাঝারী)একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে। $৯০০ (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট,কিচেন শেয়ার।মোবাইল :৯৭০৮১৭৭৬৫৭

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

ন্যানি আবশ্যক
কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে.

পাত্র চাই
কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক
"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা
আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বেইজমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি
ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগ সহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক
সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই
পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই
নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক
শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই
সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই
একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে
অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই
পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং
দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়
মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

গাজায় ত্রাণ পাঠানোর ঘোষণা বাইডেনের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বিমান থেকে গাজায় ত্রাণসহায়তা ফেলবে । ১ মার্চ শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁর এই ঘোষণা এমন এক সময়ে, যার মাত্র এক দিন আগেই ত্রাণ সংগ্রহ করতে সমবেত হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি গুলিবর্ষণে ১১২ জন নিহত হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জর্ডান, ফ্রান্সসহ আরও কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে গাজায় বেশ কয়েক দফা বিমান থেকে ত্রাণসহায়তা ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এই সাড়া একটু দেরিতেই এল। বাইডেন ত্রাণসহায়তা ফেলার ঘোষণা দিলেও তা কবে নাগাদ ফেলা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহের শেষ নাগাদ এই কার্যক্রম শুরু হতে পারে।

শুক্রবার বাইডেন সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আমাদের আরও বেশি কিছু করতে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও কিছু করবে।’ তিনি জানান, সাগরপথে গাজায় ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিতে একটি

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

মেরিটাইম করিডর স্থাপনের বিষয়ে ভাবছে তাঁর দেশ।

একই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কারবি বলেছেন, ‘গাজায় প্রবাহিত সহায়তা মোটেও যথেষ্ট নয়।’ এ সময় তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে বিমান থেকে ত্রাণ ফেলা একটি টেকসই প্রচেষ্টা হয়ে উঠবে।’ তিনি জানান, মার্কিন সেনাবাহিনী সামরিক বাহিনীর জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার ফেলতে পারে।

এর আগে ২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে উত্তর গাজার একটি ত্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত ফিলিস্তিনিরা ‘হুমকি তৈরি করেছে’ ধারণা থেকে গুলি চালায় ইসরায়েলি সৈন্যরা। স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী এএফপিকে বলেছেন, গাজা শহরের পশ্চিম নাবুলসি গোলচত্বরে ত্রাণের ট্রাকের দিকে খাবারের জন্য মরিয়া হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে। সেই সময় এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বলেছে, উত্তর গাজা উপত্যকায় ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গাজার বাসিন্দারা ট্রাকগুলো ঘিরে ফেলে এবং সরবরাহ করা ত্রাণ-সামগ্রী লুট করে। ঘটনার সময় ধাক্কাধাক্কি ও পদদলিত হয়ে কয়েক ডজন গাজাবাসী আহত হয়েছে। এ ঘটনা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

পরে ইসরায়েলি একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপিকে বলেছে, লোকজন এমনভাবে ইসরায়েলি বাহিনীর কাছাকাছি এসেছিল; যা সৈন্যদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে তাজা গুলি ছুড়ে হুমকি মোকাবিলা করা হয়েছে।

ইসরায়েলের ডিফেন্স ফোর্সের (আইডিএফ) একজন কর্মকর্তা বলেছেন, ফিলিস্তিনিরা ত্রাণবাহী গাড়ির কাছাকাছি চলে আসায় ইসরায়েলি সেনারা গুলি করতে বাধ্য হয়েছে।

ক্যাব এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

৫ মার্চ, মংগলবার সন্ধ্যায় ক্যাব এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির নতুন কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউনট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মো: মনিরুজামান এর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন আটলান্টিক সিটির কাউন্সিল সহসভাপতি কলিম শাহবাজ।

এছাড়া উপস্হিত ছিলেন কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, কাউন্সিলওম্যান এট লারজ স্টিফেনি মার্শাল, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, বিএএসজে সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা প্রমুখ।

সভায় আলোচনায় অংশ নেন

বেলাল হোসেন, শেখ আমিন, বেলালউদদীন, মোঃ আলমগীর প্রমুখ ।

উক্ত সভায় বক্তারা নিউ জারসি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্যাক্সি ক্যাবের বীমা সংক্রান্ত ব্যয় কমানোর জন্য জোর দাবী জানান। এছাড়া তাঁরা সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ।

সংগঠনের সম্মানিত সদস্যরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহনের মাধ্যমে সভা সফল করায় সংগঠনের সভাপতি মো: মনিরুজজামান সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ইউএসবিসিসিআই আয়োজন করতে যাচ্ছে রিয়েল এস্টেট এক্সপো-২০২৪

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে বরাবরই ব্যাতিক্রম এবং সফল উদ্যোগ নিয়ে সুনাম অর্জন করেছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রানের সংগঠন ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স। এবার নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট সেক্টরে সবচেয়ে বড় এক্সপো আয়োজন করতে যাচ্ছে এই সংগঠনটি। আর এক্সপোর শিরোনাম মর্টগেজ ডিপোট টিম বেইলি প্রেজেন্টেড ইউএসবিসিসিআই রিয়েল স্টেট এক্সপো ২০২৪। আগামী ১৮ মে তারিখে নিউইয়র্কের স্বনামধন্য লাগুরডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে এই এক্সপো’র আয়োজনের তারিখ নির্ধারন করা হয়েছে। এক্সপো উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এইসব তথ্য জানান সংগঠনের ডিরেক্টর শেখ ফরহাদ।

এই এক্সপোতে এজেন্ট, ব্রোকার, বিনিয়োগকারী, ক্রেতা এবং বিক্রেতা সহ বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের রিয়েল এস্টেট পেশাদারদের একত্র করার লক্ষ্য ইউএসবিসিসিআয়ের। সবার আন্তরিক চেষ্টায় একটি সফল এক্সপো হতে যাচ্ছে বলে জানান এক্সপো’র চেয়ার ইসমাইল আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫০টির বেশী এক্সিবিটর এবং ১০০টির বেশী পেশাদার ব্যাক্তিগন এই এক্সপোতে উপস্থিত থাকবেন বলে প্রত্যাশা আয়োজকদের। এই চমৎকার আয়োজনে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ যেমন, এজেন্ট, আইনজীবি, স্থপতি, ব্যাংকার, ব্রোকার, শিক্ষাবিদ উপস্থিত থাকবেন। এতে একে অন্যের সাথে সৌহার্দ বিনিময়ের দারুন সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের জন্য এই এক্সপো দারুন সহায়ক হবে বলে মনে করছেন সংগঠনের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ।

চমৎকার এই এক্সপো’র নতুন ধারান, উদ্ভাবনী কৌশল, পর্যাপ্ত মিডিয়া কাভারেজ অবশ্যই অতিথিদের ভিন্ন কিছু জানার সুযোগ করে দিবে। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন আহাদ এন্ড কোম্পানির সিইও আহাদ আলী সিপিএ। এই আয়োজনের পাশে থাকতে পেরে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা জানান মর্টগেজ ডিপোটের সিইও তারিক বেইলি।

অনুষ্ঠানে নিজেদের ব্রান্ড উপস্থাপনের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এই এক্সপো কমিউনিটিতে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। সংবাদ সম্মেলনে ইউএস বিসিসিআইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট রুম্মান বিরতিজ, ডিরেক্টর বদরুদ্দোজা সাগার, ডিরেক্টর রফিক খান, এটর্নি সাফি চৌধুরী, এটর্নি হাসান মালিক, মিডব্রোক ফিনান্সিয়াল মর্টগেজ ব্যাংকার্স কর্পোরেশনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ভিক্টর আন্দ্রেডসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এক্সপো’তে ৫টি প্যানেল থাকবে, যারা বিভিন্ন বিষয়ে অতিথিদের সামনে উপস্থাপন করবেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো যেমন, রিয়েল এস্টেট শিল্পের বিভিন্ন দিক, এআই প্রযুক্তি, স্মার্ট বিনিয়োগ, শরীয়া আইনের মাধ্যমে নৈতিক বিনিয়োগসহ আরো বিভিন্ন বিষয় থাকবে।

এক্সপোথে থাকবে রিয়েল এস্টেট শিল্প বিশেষজ্ঞগন, যাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জ্ঞান অর্জনসহ নানা দিকে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকছে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

MONEY TRANSFER
মানি ট্রান্সফার
বিদেশ থেকে বৈধ
পথে টাকা পাঠানোর
সহজ উপায়
2.5% Incentive
Highest Rate
No Fees
bKash
Notary Public
$$$$
Successful Transfer
SEND
৳৳৳৳
Payment Received
RECEIVED
Fast, Secure &
Reliable Remittance
DHAKA BANK LIMITED
SBAC
JAMUNA BANK
SIBL
UCB
Contact Us
718-406-9745
We Are Authorized Agents
World Tours & Travel
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

UP TO 10% Discount
on Flight Booking
Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK
Emirates
QATAR
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
Book Online
www.globaltravelbd.com
• All domestic & international flights any country
• No extra charge for credit card
• No hidden charges
• 24/7 customer support
US: 718-406-9745
BD: 01810140650
World Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
24/7 Hotline: 718-406-9745

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে ‘ফুড ব্যাংক’ এর আয়োজন করা হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ২৭০৯, ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত ‘বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার’ এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ‘ফুড ব্যাংক’ এর কার্যক্রম চলে।

ফুড ব্যাংক’ কার্যক্রম এর আওতায় টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন এই 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে “কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি”। আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ জো ওডোনগু এবং আনডার শেরিফ মারিও সুয়ারেজ ‘ফুড ব্যাংক’ কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন।তাঁরা বিএএসজের মহতী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদদীন পাঠান, আমিন খান, আফিয়া নাসরিন প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।

আবারো মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে হুতিদের হামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লোহিত সাগরে দুটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। মঙ্গলবার গোষ্ঠীটির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি এক বিবৃতিতে বলেন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে দুটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করে ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। একটি টেলিভিশন বক্তৃতায় তিনি বলেন, মার্কিন নৌবাহিনীর দুইটি ডেস্ট্রয়ার লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করা হয়েছে।

নাজরিনের ছবি জায়গা পেলো অস্কারে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নাজরিন চৌধুরী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ-আমেরিকান চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেত্রী, ৯৬তম অস্কারে চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারে সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য বিভাগে মনোনীত হয়েছে তাঁর পরিচালিত ‘রেড, হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু’।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস রাজ্যের র‍্যাচেল নামে এক সিঙ্গেল মায়ের গল্পকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি। ওয়েট্রেস পেশার ওই নারী তার দুই সন্তান নিয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা নিয়ে এগিয়েছে কাহিনি। ওই রাজ্যে গর্ভপাত নিষিদ্ধ থাকায় তিনি অন্যত্র গিয়ে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এর জন্য তাকে টাকা জোগাড় করতে হয়। এমন ঘটনাগুলোর মধ্যে তিনি কিছু হৃদয়বিদারক সত্যের সম্মুখীন হন, যা তার জীবনের গতিপথকে পরিবর্তন করে দেয়।

সারা ম্যাকফারলেনের সহ-প্রযোজনায় এ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন হলিউড অভিনেত্রী ব্রিটানি স্নো।

নাজরিন একাধারে চিত্রনাট্যকার, অভিনেত্রী, লেখক, নাট্যকার ও টেলিভিশন প্রযোজক।

নাজরিন চৌধুরী

অ্যামাজন প্রাইমের ‘জ্যাক রায়ান’ সিরিজের একটি, বিবিসি ওয়ানের ‘ইস্টএন্ডারস’ সিরিজের দুইটি, এএমসি চ্যানেলের ‘ফিয়ার অ্যান্ড ওয়াকিং ডেড’ সিরিজের আটটি পর্ব লিখেছেন তিনি। এ ছাড়া বেশ কিছু টিভি অনুষ্ঠানের চিত্রনাট্যকার হিসেবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

বাংলাদেশি মা-বাবার সন্তান নাজরিন চৌধুরীর বেড়ে ওঠা ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিম লন্ডনে। তিনি কিংস কলেজ লন্ডনে বায়োমেডিকেল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং ডাক্তার হওয়ার জন্য বিএসসি অনার্সসহ স্নাতক পাশ করেন। কিন্তু অবশেষে একজন লেখক হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেন তিনি।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জর্জিয়া

মনজিলুর রহমান

পিঠা বাংলাদেশের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাজার বছর আগ থেকেই কৃষকের ঘরে হেমন্তের ফসল উঠলে তৈরি হতো পিঠা। এ ধারাবাহিকতা চলতো শীতকাল পর্যন্ত। একসময় বাঙালির যে কোনো উৎসব আনন্দে মিশে থাকতো রকমারি পিঠা। তবে আজ তা অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। নতুন প্রজন্মের কাছে এ সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন জর্জিয়া সোশ্যাল অ্যান্ড কালচার অর্গানাইজেশন আয়োজন করে এ ‘পিঠা উৎসব’ সাথে বাড়তি বিনোদন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।

২ মার্চ শনিবার বিকেল ৪ টা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত জর্জিয়ার জনপ্রিয় ভ্যানু বার্কমার হাই স্কুল অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন সংগঠনের সভাপতি জাব্বার মোহন ও সাধারণ সম্পাদক উত্তম দে।

নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সুবিধা

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিসেস (DSS) এর কমিশনার মলি ওয়াসো পার্ক ৪ মার্চ, সোমবার এক ঘোষণায় এসব কথা জানিয়েছেন।

গত গ্রীষ্মে ৪৬ হাজার-এর বেশি ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ্লিকেশন এবং ৪ হাজার-এর বেশি স্ন্যাপ আবেদনগুলি যথাসময়ে প্রক্রিয়াকরণের জন্য মুলতুবি ছিল। স্টাফিং, প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়ার উন্নতিতে অ্যাডামস প্রশাসনের বিনিয়োগের কারণে মামলার ব্যাকলগ যথাক্রমে ৯৭ এবং ৯০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে, শহরটি স্ন্যাপ এবং ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট এর জন্য ৬ লাখের বেশি আবেদনপত্র প্রক্রিয়া করছে। ফেডারেল প্যান্ডামিক-সম্পর্কিত সহায়তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর শহরটি রেকর্ড সংখ্যক অ্যাপ্লিকেশনের সম্মুখীন হয়। দ্রুত এই অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়া করার জন্য এবং নিম্ন আয়ের নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলির অ্যাক্সেস সহজ করতে একটি রোবাস্ট প্ল্যান স্থাপন করে। DSS-ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং SNAP আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য জানুয়ারী, ২০২৩ সাল থেকে প্রায় ১ হাজার নতুন কর্মী নিয়োগ করেছে। সেই সাথে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দ্বিগুণ করেছে এবং সুবিধার জন্য আবেদন করা সহজ করতে দূরবর্তী অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়াগুলিকে উন্নত করেছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের প্রশাসন কর্মজীবী-শ্রেণির নিউ ইয়র্কবাসীদেরকে প্রথম সারিতে রাখছে এবং নিশ্চিত করছে যে তারা সময়মতো প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস পাবে। ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত নিউ ইয়র্ক সিটি হল এমন একটি শহর যা প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে আরও ভাল কাজ করে যাবে। আমাদের প্রশাসন শহরবাসীর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কাজ করে যাবে।'

DSS কমিশনার পার্ক বলেন, 'আমরা আজ রেকর্ড সংখ্যক নিউ ইয়র্কবাসীর কাছে পৌঁছেছি, এবং অ্যাডামস প্রশাসন নিম্ন আয়ের নিউ ইয়র্কবাসীদের সুবিধার অ্যাক্সেসকে শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি করেছে। আমরা সমস্ত এজেন্সি সংস্থান প্রেরণ করেছি এবং আবেদনের পরিমাণের ঐতিহাসিক বৃদ্ধিকে মোকাবেলা করার জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সংখ্যক অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়া করার প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করেছি৷ প্রযুক্তিগত উন্নতি, কর্মী নিয়োগে বিনিয়োগ, এবং কৌশলগত প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে, DSS ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং স্ন্যাপ সুবিধার জন্য প্রক্রিয়াকরণ বিলম্বকে দূর করার পথে রয়েছে। উপরন্তু, এজেন্সি ভবিষ্যতে, পূর্বে না শোনা কেসলোডগুলি পরিচালনা করার জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত।'

নিহত জাহাঙ্গীর আলী সাজু

শেষ পৃষ্ঠার পর

গেছে। তায়াসুকা আয়মান ও গোলাম চৌধুরী দুজনেরই প্রত্যেকের ৫০ হাজার ডলার বন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুজনের কারো বিরুদ্ধে কোন অপরাধমূলক ইতিহাস নেই তবে আয়মানের বিরুদ্ধে কয়েকটি ট্র্যাফিক ভায়লেশান ও ক্র্যাশের রেকর্ড রয়েছে। বিবাদীরা বন্ড পোস্ট করলে তাদের একটি জিপিএস টিথার পরতে হবে এবং তাদের পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। বিচারক তাদের পরবর্তী আদালতের শুনানির জন্য ১৪ মার্চ তারিখ নির্ধারণ করেছেন বলে খবর প্রকাশ করেছে দ্যা ডেট্রয়েট নিউজ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,ওয়ারেন সিটির টেন মাইল ও রায়ান রোড এলাকায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রোববার বিকেলে এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীর আলী সাজু(৫৩) নামের এক ব্যক্তি নিহত ও অন্য দুইজন মারাত্মক আহত হন। পুলিশ অভিযোগ করে যে আয়মান একটি কালো হোন্ডা অ্যাকর্ড চালাচ্ছিলেন এবং চৌধুরী ১০ মাইলের কাছে উত্তরগামী রায়ান রোডে একটি ধূসর টয়োটা ক্যামরি চালাচ্ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে যে দুটি গাড়ি দ্রুত গতিতে ছিল, বেপরোয়াভাবে চালাচ্ছিল এবং সম্ভবত রেস করছিল।

দুটি গাড়ি টেন মাইলের কাছে আসার সময় আরেকটি হোন্ডা অ্যাকর্ড রায়ান রোডে তিনজন লোকসহ টিম হর্টনের পার্কিং লটে বাম দিকে মোড় নেয়ার সময় আয়মানের গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই জাহাঙ্গীর আলী সাজু(৫৩) নামের এক ব্যক্তি মারা যান এবং অন্য দুজন আহত হন। এরা দুজন হচ্ছেন গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত জাহাঙ্গীর আলী সাজুর ছেলে ও মেয়ে। নিহত জাহাঙ্গীর আলী সাজুর মেয়ে সানজিদা জাহাঙ্গীর মমো গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

ওয়ারেন সিটি নিবাসী প্রয়াত জাহাঙ্গীর আলী সাজু ছিলেন খুব মিশুক স্বভাবের মানুষ। তার অকাল মৃত্যুতে ওয়ারেন, ডেট্রয়েট, হ্যামট্রাম্যাক শহরের প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি ছিলেন সিলেটের একজন সফল ব্যবসায়ী। তার নামাজে জানাজা গত ২৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাদ যোহর ডেট্রয়েট শহরের নূর মসজিদ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত কয়েকদিন যাবৎ কার রেস এবং এ অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু নিয়ে ডেট্রয়েটের মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা ও সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার দ্বন্দ্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

ধারায় নেতৃত্ব দিতে থাকেন এমরান ও এ বি এম মেস্তফা। এক সময় সবাই একসাথেই ছিলেন।

কি কারনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা ভেঙ্গে গেল, তা খুঁজতে নানা কারন খুঁজে পাওয়া যায়।

অসম্ভব শক্তিশালী সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা দীর্ঘ ২৬ টি এশিয়ান ফেয়ার করে আমেরিকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

৩০০ হাজার ডলারের বাজেটে এশিয়ান ফেয়ার হত। মার্চের ২ ও ৩ তারিখ নির্ধারিত সময়ে ওয়েস্ট পাম বীচের ফেয়ার গ্রাউন্ড এ এটা হয়ে আসছিল বছরের পর বছর।

কেন বিভাজন, এটার মুল কারন ছোট খাট ভুল বোঝাপড়ার অভাব দিয়ে শুরু। নানা জন নানা কারন বলেছেন। প্রথমে শুরু নারী নামের একটি সংগঠনের অনুষ্ঠানে মহিলাদের ভিআইপিদের কে ফুল দেয়া নিয়ে। সাউথ ফ্লোরিডায়া "নারী " একটি শক্তিশালী সংগঠন আছে । সেটা তৈরী করেন নিপা জলিল। এটার সাথে সাউথ ফ্লোরিডার সব সংগঠকদের স্ত্রীরা জড়িত ছিলেন। সেখান থেকেই মুল দ্বন্দ্ব শুরু।

বর্তমানে নারীও দুটো ভাগে বিভক্ত। আরেকটি কারন ফোর্ট লডারডেল কেন্দ্রীক ও ওয়েস্ট পাম বীচ কেন্দ্রীক সংগঠকদের দ্বন্দ্ব। ওয়েস্ট পাম বীচে মিম খান ও দিপু খানের শক্তিশালী ঢাকা ক্লাব নামে একটি সংগঠন রয়েছে, এটার আবার আরেকটি গ্রুপ হয়েছে বাংলাদেশ ক্লাব।

আরেকটি কারন বলেন অনেকে, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন এর নেতৃত্ব বদলের চাপ। এম রহমান জহির ও আশরাফ এর নেতৃত্বের বিপরিতে এ বি এম মোস্তফা ও রফিকের নেতৃত্বে আসার চেষ্টা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে অনেকেই বলেন, এমরান, মোস্তফা ও দাদন ভুইয়া ফোট লডারডেল কেন্দ্রীক সংগঠক।

আবার এড.এম রহমান জহির, আশরাফ ও নুরু ওয়েস্ট পাম বীচ কেন্দ্রীক সংগঠন এবং তিনজনই খুবই শক্ত অবস্থানে।

দুটো ধারায় সম্পৃক্ত সবাই মিলিওনিয়ার ও বেশ শক্তিশালী। তাই নারী সংগঠন দিয়ে যে বিভাজন শুরু সেটা চলমান। কেউ কারও চেয়ে অর্থেনৈতিকভাবে কম না। এবার এম রহমান জহির দুটো বিদেশী স্পন্সরদের নিকট থেকে ৮০ হাজার ডলার পেয়েছেন। এশিয়ান ফুড ফেয়ারের দুটোতেই ৫০০ হাজার ডলার খরছ হয়েছে।

বিভাজনের আরও কারনের একটি হল, এশিয়ান ফুড ফেয়ারের একাউন্টে ১৪৬ হাজার ডলার ছিল, সেখান থেকে বেশ কিছু টাকা চ্যারিটীতে চলে যায়, তারপর এমরান সম্ভবত বাকী ৭৫ হাজার ডলার ফ্রিজ করেন।

তারপর এডভোকেট এম রহমান জহির ও আশরাফ এশিয়ান এক্সপো নামে এশিয়ান ফুড ফেয়ার শুরু করেন। যেহেতু সবাই বেশ সম্পদশালী তাই সংগঠন এরকমই চলমান।

এখানে ঢাকা ক্লাব, বাংলাদেশ ক্লাব, নারী সংগঠন এর দুটো ধারা চলমান। তাই বিভাজনটা বেশ বড় আকার ধারন করেছে এবং সবাই বাংলাদেশ এসোসিয়েশন টা নিজেদের বলে চালু রেখেছেন।

কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা নেই। মায়ামীর সাউথ ফ্লোরিডায় বাংলাদেশীরা ব্যবসা বাণিজ্য ভাল করছেন। তাই স্পন্সর ও সংগঠকদের অভাব নেই। অনেকের মতে এটা যে এত বছর একসাথে ছিল সেটা সৌভাগ্যের। সাউথ ফ্লোরিডায় স্টেট আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ ও এরকম মেরুকরনে আবদ্ধ।

তবে যে কোন কারনে বিভাজন, দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের দৌড় থাকতেই পারে। এশিয়ান ফুড ফেয়ার ও এশিয়ান এক্সপো আলাদা ভাবে হউক তবে যেন ভিন্ন সময় ও তারিখে হলে সবার জন্য সুবিধে বলে অনেকেই মনে করেন। এম রহমান জহির ও আশরাফ এবার নতুনদের কমিটিতে এনে চমক দেখিয়েছেন। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন নতুন সংগঠক ২৮ তম এশিয়ান এক্সপো কে সফল করে তুলেছিল। আবার এই বিভাজন মেটারও সম্ভাবনা নেই।

এম রহমান জহিরের মুল বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা ফোবানার সাথে জড়িত । এম রহমান জহির এসোসিয়েশন কে ফোবানায় রিপ্রেজেন্ট করেন।।

২০২৪ সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধায় কিছু

শেষ পৃষ্ঠার পর

২০২৪ COLA-২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে শুরু হয়েছে। সেশ্যাল সিকিউরিটি পেমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী, যদি আপনার জন্ম তারিখ প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে পড়ে, তাহলে আপনাকে মাসের দ্বিতীয় বুধবার অর্থ প্রদান করা হবে। যদি আপনার জন্মদিন মাসের ১১ এবং ২০ তারিখের মধ্যে পড়ে, তাহলে আপনাকে তৃতীয় বুধবার অর্থ প্রদান করা হবে। যদি আপনার জন্মদিন মাসের ২০ তারিখের পরে হয়, তাহলে আপনাকে চতুর্থ বুধবার অর্থ প্রদান করা হবে।

বেশি অর্থ উপার্জন করা করদাতাদের জন্য ২০২৪ সালে সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোশ্যাল সিকিউরিটি, পে-রোল ট্যাক্সের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়। ২০২৪-এর মজুরি $১৬০,২০০ থেকে $১৬৮,৬০০ বেড়েছে। নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীরা প্রত্যেকে মজুরির ৬.২ শতাংশ প্রদান করবে এবং সেল্ফ-এমপ্লয়িরা ১২.৪ শতাংশ দিবে।

কিপলিংগার ট্যাক্স টিম ব্যাখ্যা করে যে, সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স $৯,৯৩২ থেকে $১০,৪৫৩হয়েছে। সুতরাং, ২০২৪ সালে $১৬৮,৬০০ চ-এর বেশি উপার্জনকারী ব্যক্তিরা সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে প্রায় $৫২১ বেশি প্রদান করছেন যদি মজুরি বেস $১৬০,২০০ থেকে থাকে। মনে রাখবেন যে, ট্যাক্সগুলি সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্মসূচির জন্য তহবিল দেয়, যা যোগ্য প্রাপকদের অবসর, অক্ষমতা এবং বেঁচে থাকার সুবিধা প্রদান করে।

সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা পেতে উপার্জন পরীক্ষা এবং সম্পূর্ণ অবসর দরকার। যদি আপনি ২০২৪ এ সোশ্যাল সিকিউরিটির জন্য আবেদন করতে চান তবে আপনার অবসর বয়স নিয়ে FRA-এর নিয়ম সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আপনি ৬২ বছর বয়সে বেনিফিটগুলি পেতে শুরু করতে পারেন, কিন্তু আপনি যখন FRA-তে পৌঁছবেন, যা আপনার জন্ম বছর দ্বারা নির্ধারিত হয় তখন আপনি সম্পূর্ণ সুবিধার জন্য যোগ্য হয়ে উঠবেন। FRA-এর বিবেচনার জন্য https://www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/agereduction.html এই লিঙ্কে খোঁজ করতে পারেন।

সোশ্যাল সিকিউরিটি উপার্জন পরীক্ষার জন্য আপনি প্রযোজ্য যদি আপনি FRA-এর অধীনে থাকেন এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধা নেয়ার সময় কর্মরত থাকেন। আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি উপার্জন করেন, SSA সেই পরিমাণের বেশি প্রতি $২ এর জন্য $১ আটকে রাখে। ২০২৪-এর জন্য অর্থ-পরীক্ষিত সীমা হল $২২,৩২০।

মনে রাখবেন, এটি শুধুমাত্র একটি হোল্ড - আপনি যখন FRA তে যাবেন, চেকগুলি হোল্ডের গণনা করবে। এছাড়াও, এটি শুধুমাত্র অর্জিত আয়কে অন্তর্ভুক্ত করে; পেনশন প্ল্যান পেমেন্ট গণনা করে না।

সোশ্যাল সিকিউরিটির সর্বাধিক সুবিধা আপনার অবসর বয়সের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ২০২৪ সালে পূর্ণ অবসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার সর্বোচ্চ সুবিধা হবে $৩,৮২২। যদি আপনি ২০২৪ সালে ৬২ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার সর্বোচ্চ সুবিধা হবে $২,৭১০। আপনি যদি ২০২৪ সালে ৭০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন, আপনার সর্বোচ্চ সুবিধা হবে $৪,৮৭৩।

আমার জীবন দর্শন হচ্ছে মানবতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুদের অনুরোধে গান গাইতেন। পরবর্তী সময়ে বৈবাহিক সূত্রে স্বামী নৃত্যশিল্পী শহীদ উদ্দিনের একান্ত উৎসাহে একসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্য থেকে দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপর কিছু তালিম নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ ঘটে তার। সেই থেকে শুরু হয় তার সংগীত জগত, আমেরিকায় বসতি গড়বার পরে বিভিন্ন গুরুর কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ ঘটে তার। প্রথমে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত গুরু শ্রীমতী বাসন্তী পিল্লাই এর কাছে হাতে খড়ি নেন। তারপর আমেরিকায় পাড়ি দেবার পর কিছুকাল রুটি রুজির তাগিদে সময় কাটে। এরপরে উস্তাদ তপন কান্তি বৈদ্যের কাছে টানা চার বছর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ ঘটে। পরবর্তী সময়ে কিছুদিন রাজস্থানের বাঙালি শ্রীমতী সংযুক্তা সেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য উস্তাদ সাইয়েদ আলীর কাছে তালি নেবার সৌভাগ্য হয় তার। কাবেরী দাসের প্রথম ছাত্রী হিসেবে তাঁর কাছ থেকে ১৪ বছর গানের তালিম নিয়েছেন তাহমিনা শহীদ।

অদ্বিতীয় এবং অনুপম কণ্ঠের অধিকারী তাহমিনা শহীদ। তার গায়কী সুর কেবল শ্রোতাদেরই মুগ্ধ করেনি, মুগ্ধ করেছে বাংলা সংগীত জগতের দিকপাল এবং কিংবদন্তি শিল্পী প্রয়াত ভূপেন হাজারিকা, মান্না দে এবং হৈমন্তী শুক্লাকে। পেয়েছেন তাদের দোয়া ও আশীর্বাদ, আদায় করেছেন শিল্পী স্বীকৃতি। তার কণ্ঠ সঙ্গে করে নিয়ে আসে অগনিত মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা।

এ অনুভূতি সম্পর্কে তাহমিনা শহীদ বলেন, 'সেই সময়টা খুবই ভালোলাগার। আমি বাংলাদেশে আমার গানের জীবনটাকে গড়ে তুলিনি, গড়ে তুলেছি প্রবাসে। নিজেকে কখনো শিল্পী বলতে চাইনা, কিন্তু এখানের বড় বড় গুণী শিল্পীদেরকে আমি শ্রমিক শিল্পী বলি। কারণ তারা জীবিকা নির্বাহের জন্যে সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যায় এসে আমাদেরকে প্রাণমাতানো গান শুনিয়ে যান। সেই হিসাবে আমি বলবো বাংলাদেশের যে কোন শিল্পীর চাইতে এখানে আমাদের জীবনটা ভিন্ন। কারণ আমরা এখানে শুধু গান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারি না, রুটি রুজির ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তারপরেও আমি বলব, গান আমাদের প্রাণের রস, সেই শেকড় উপড়ে ফেলে আমরা বাঁচতে পারবো না। প্রবাসে আমরা শিল্পকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকি।'

তাহমিনা শহীদের প্রথম একক মৌলিক গানের সিডি প্রকাশ হয় ২০০৯ সালে, নাদিম আহমেদ এর কথা ও সুরে ১০টি গান নিয়ে। যার নাম ছিল 'সন্ধ্যা প্রদীপ আমার।' তারপর বাংলাদেশে একই গানগুলো নিয়ে 'ভাঙ্গা গড়ার খেলা' নামে সঙ্গীতার ব্যানারে অ্যালবামটি প্রকাশ হয় ২০১৩ সালে। তারপর তার আরো এলবাম এসেছে, যেমন- ঝরা সময়ের গান, তোমার লাগিয়ারে। লোকাল গীতির সংকলন 'তোমার লাগিয়ারে।' তার গানের কথা ও সুরে থাকেন গীতিকার ও সুরকার নাদিম আহমেদ।

নাদিম আহমেদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাহমিনা শহীদ বলেন, 'নাদিম আহমেদের নামের আগে আমি সবসময় স্বনামধন্য শব্দটা যোগ করি। কারণ অসংখ্য গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার। নাদিম আহমেদের সাথে এই প্রবাসে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিতি আমার। পারিবারিক বন্ধনের মতো সম্পর্ক। ২০০৫ সাল থেকে প্রায় দুই বছর যাবত উনার স্টুডিও মিডি মিউজিক থেকে আমার দশটা গান রেকর্ড হয়েছে। 'সন্ধ্যা প্রদীপ আমার'-সেটাই আমার প্রথম মৌলিক গানের সিডি। এপার বাংলা-ওপার বাংলার স্বর্ণালী যুগের জনপ্রিয় কিছু গান নিয়ে ২০১২ সালে গানের সিডি করেছিলাম। শ্রদ্ধেয় তাজুল ইমাম সেটার নাম দিয়েছিলেন 'ঝরা সময়ের গান।' তাছাড়াও বাংলাদেশের কিছু লোকগীতি করেছি, হিন্দি-উর্দু গান করার জন্যেও আমার কিছু ইন্ডিয়ান শ্রোতা আবদার করেছিল। তিনটি গান এখনও রেকর্ডিং এর অপেক্ষায় আছে।'

তাহমিনা শহীদ এরপর বাহান্নর ভাষা আন্দোলন উপলক্ষ্যে নাদিম আহমেদের লেখা ও সুরের একটি গান 'ভাষার বাগানে বাংলা ভাষা কৃষ্ণচুড়ার ফুল' গানটি দর্শকদের উদ্দেশ্যে গেয়ে শোনান।

কণ্ঠশিল্পীদের ক্ষেত্রে বলতে হয়, প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত একটি স্বরযন্ত্র কর্তৃক তার উপর বহিঃস্থ কোনো আরোপন ছাড়াই যে স্বরধ্বনি উৎপাদিত হয়, কাঙ্ক্ষিত কণ্ঠটি ঠিক তাই। তাল হল সঙ্গীতের কঙ্কাল স্বরূপ। সঙ্গীত সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয় তখনই, যখন তাল, মাত্রা, লয় সহকারে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। সংগীত জগতে তাহমিনা শহীদের কণ্ঠ এমনই এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠ যেখানে একজন সংগীত শিল্পী হিসাবে সবটাই আছে তার। একজন সংগীত শিল্পীর এ কণ্ঠ কি প্রাকৃতিকভাবেই আসে, নাকি একে তালিমের মাধ্যমে যত্ন করে শাণিত করতে হয়-এমন প্রশ্নের উত্তরে তাহমিনা শহীদ জানান, 'কেউ কেউ জন্ম নেয় প্রকৃতি প্রদত্ত কণ্ঠ সম্পদ নিয়ে। সেটিকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আরো ঘষামাজা করে শাণিত করা যায়। আবার কারো কণ্ঠস্বর তৈরি করতে হয়। আমি দশ-পনেরো বছর ধরে বাচ্চাদের গান শেখাচ্ছি। শেখাতে গিয়ে দেখেছি কিছু বাচ্চার কণ্ঠস্বর প্রথম দিনেই আমার মন ছুঁয়েছে, তাদের কণ্ঠে সুর আছে। আবার কেউ বাব-মা'র তাগিদে গান শিখতে বাধ্য হয়, তখন তাদের কণ্ঠ আমি তৈরি করে নেই।'

তাহমিনা শহীদ উচ্চাঙ্গ সংগীতের উপর ভারত থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। যার ফলে তার স্বাভাবিক সুরেলা কণ্ঠের গান আরো শুদ্ধ হয়ে উঠেছে, যা শ্রোতাদের আরও বেশি মাতোয়ারা করে। সংগীতের উপর তালিমের ক্ষেত্রে শিক্ষাগুরুদের সম্পর্কে তাহমিনা শহীদ বলেন, 'ছোটবেলায় আমার গান শেখার হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। প্রায় ১৯৬৯ সালের দিকে আমার বাবা ইউরোপ থেকে ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে এসেছিলেন। আমরা সারাদিন ধরে বাড়িতে পুরনো দিনের গান শুনতাম। আট ভাই-বোনের মধ্যে আমাকে গানগুলো খুব আকৃষ্ট করেছিল। গানগুলো শুনতে শুনতে আমি হুবহু মুখস্ত করে ফেলেছিলাম। কিছুদিন পর মা'কে হারাই, তখন ভিতরের কষ্টটা সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছিলাম। একসময় স্কুল-কলেজে বন্ধুরা আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করতো। পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে গান শিখতে ইন্ডিয়া যাই। আমেরিকায় আসার পর তপন কান্তি বৈদ্য'র কাছে একটানা চার বছর আমি শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়েছিলাম। কাবেরী দাসের প্রথম ছাত্রী ছিলাম, একটানা চৌদ্দ বছর উনার কাছে শিখেছি। সৌভাগ্যবশত তার বাবা পণ্ডিত রাম কানাই দাস'র কাছে আমার গান শেখার সুযোগ হয়েছিল। উনার কাছে গান শেখাটা আমার জন্যে একটা উজ্জ্বলতর স্মৃতি।'

এরপর তাহমিনা শহীদ তাজুল ইমামের লেখা ও সুরে রচিত 'তোমার লাগি পরদেশে বান্ধি প্রেমের গান, কোন সুদুরে রইলা বন্ধু কান্দে আমার প্রাণ' গানটি গেযে শোনান।

তাহমিনা শহীদের কিছু নতুন গান রয়েছে ইউটিউব এবং ফেসবুকে। যেমন- ভাষার বাগানে বাংলা ভাষা, কৃষ্ণচূড়ার ফুল/ ঘুম ভেঙ্গে দেখি এ অন্য সকাল/ জন্মভূমি মা! 'ঘুম ভেঙ্গে দেখি এক অন্য সকাল'-গানে তাহমিনা শহীদ কে দেখা যাচ্ছে চমৎকার এক সমুদ্রপাড়ে সূর্যের উদয়ে সোনালি সকালে বসে আছেন, ভরাট কণ্ঠে সুমধুর সুরে গাইছেন। অন্য আরেকটি গান 'জন্মভূমি মা'-তে ম্যানহাটনের কফি, কফি শপ, পথঘাটের চমৎকার দৃশ্য। এই সব গানের ভিডিও কোরিওগ্রাফিতে আছেন- টিপু আলম।

ভিডিও কোরিওগ্রাফার টিপু আলম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তাহমিনা শহীদ বলেন, ' ঘুম ভেঙ্গে দেখি অন্য সকাল-গানটি ঐ সিডির অন্যতম গান। গানটির মিউজিক ভিডিও করার জন্যে টিপু আলমের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। টিপু আলম প্রবাসের একজন প্রতিভাবান তরুণ। তিনি একজন ভাস্কর্যশিল্পী ও বটে। মিউজিক ভিডিওর উপর অভিজ্ঞতা থাকার কারণেই গানগুলো এতো সুন্দর প্রাণ পেয়েছে। সমুদ্রের পাড়ে সূর্যোদয়ের সময় আমি তানপুরা হাতে বসে থাকবো, দৃশ্যটা আমার আইডিয়ায় ছিল। জন্মভুমি মা- গানটির পিছনে একটা গল্প আছে। ইতালী প্রবাসী কোলকাতার ছেলে মনসা কর্মকার করোনাকালীন সময়ে আমাকে জানিয়েছিল যে, সে আমার গানের খুব ভক্ত। মনসা গান লেখে এবং সুর করে। তার অনুরোধেই তার লেখা এই গান আমি গেয়েছিলাম।'

অতীতের অনেক সংগীত শিল্পীরাই ঘুম ভেঙ্গে তাদের সংগীত চর্চা করতে বসতেন। কেউ হয়তো দিনভর মগ্ন থাকতেন চর্চায়। কিন্তু তাহমিনা শহীদের মতো বহু সংগীতশিল্পী আছেন যাদের ঘুম ভেঙ্গে আগে জীবিকার তাগিদে দৌড়তে হয়, তারপর আসে প্রাণের ভালোলাগা সংগীতের সময়। কর্মজীবন সংসার সামলে তারপর সংগীতের প্রতি মনোযোগ দেয়া, কঠিন কাজ। সংগীত চর্চায় এই বিষয়টি কখনো তাহমিনা শহীদের মন খারাপের কারণ হয় কিনা কিংবা মনে হয়েছে কি, কর্মজীবনের চাপ বা দায়িত্ব না থাকলে সংগীতের প্রতি সম্পূর্ণ সময়টা দেয়া যেত-এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ' তাড়নাই মূলত আমেকে গানের দিকে ধাবিত করেছিল। আমার গানের মূল চর্চা হয়েছিল সেই সময়টাতে যখন আমার বাচ্চারা ছোট ছিল এবং আমিও বাইরে কোন চাকুরি করতাম না। তখনো আমি কোন কাজে সম্পৃক্ত হইনি, সম্পূর্ণ গৃহিণী ছিলাম। ওদেরকে লালন পালন করতে করতে, সংসারের কাজ গোছানোর মধ্যেই গুরুর কাছে তানপুরা নিয়ে গান শিখেছিলাম। তারপর আমি একটানা একুশ বছর স্কুলে চাকরি করেছি। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত অবস্থায় আসলে গান চর্চা হয় না। আমার চর্চাগুলো তখন থেকেই কমতে শুরু করেছিল। আমি মনে করি, যারা ভালো গান গাইতে চায় তাদের অনেক বিশ্রাম প্রয়োজন।'

আলেচনার মাঝখানে ফরিদা ইয়াসমিন যুক্ত হোন তাহমিনা শহীদকে অভিনন্দন জানাতে। উনার অনুরোধেই লতা মঙ্গেশকরের জনপ্রিয় বাংলা গান 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে দুরের তারার পানে চেয়ে' গানটি গেয়ে শোনান তাহমিনা শহীদ।

প্রবাস জীবন সম্পর্কে তাহমিনা শহীদ বলেন, 'পরবাসেই মূলত আমাদের বেড়ে ওঠা। আমার স্বামী, আমার পরিবার এবং আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি, কোন বিবাদে না জড়িয়ে সবার সাথে বন্ধুত্ব করতে। এই পরবাসকেই আমাদের আবাস ভূমি বানিয়ে এখানেই বেঁচে থাকা, সবাইকে আত্মীয় পরিজনের মতো ভেবে চলা। এই শহরের সবাইকে আত্মীয় মনে করি আমি। বাবার উৎসাহে শৈশবে গানে অনুপ্রাণিত হয়েছি। বাংলাদেশে আমার চারটি ভাই আছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমি গান গাই। সাত ভাই-বোন থেকে আমি বিচ্ছিন্ন থাকি, তাই আমার গানেই বাংলাদেশকে ধারণ করি। আমি মানবতার পক্ষে। অনেক সংগঠনের সাথে জড়িত আছি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমার বহুবিধ কার্যক্রম আছে।'

অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি বিজড়িত বিশদ আলোচনার মাধ্যমে গুণী এই কণ্ঠশিল্পী দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রায় নব্বই মিনিট সময় দেন। সবশেষে শিল্পী নিজের পছন্দ অনুযায়ী একটি নজরুল গীতি, 'আজো মধুরো বাঁশরী বাজে, গোধূলি লগনে বুকেরও মাঝে' গেয়ে শোনান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন। কারিগরি সহযোগিতায় এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠান প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

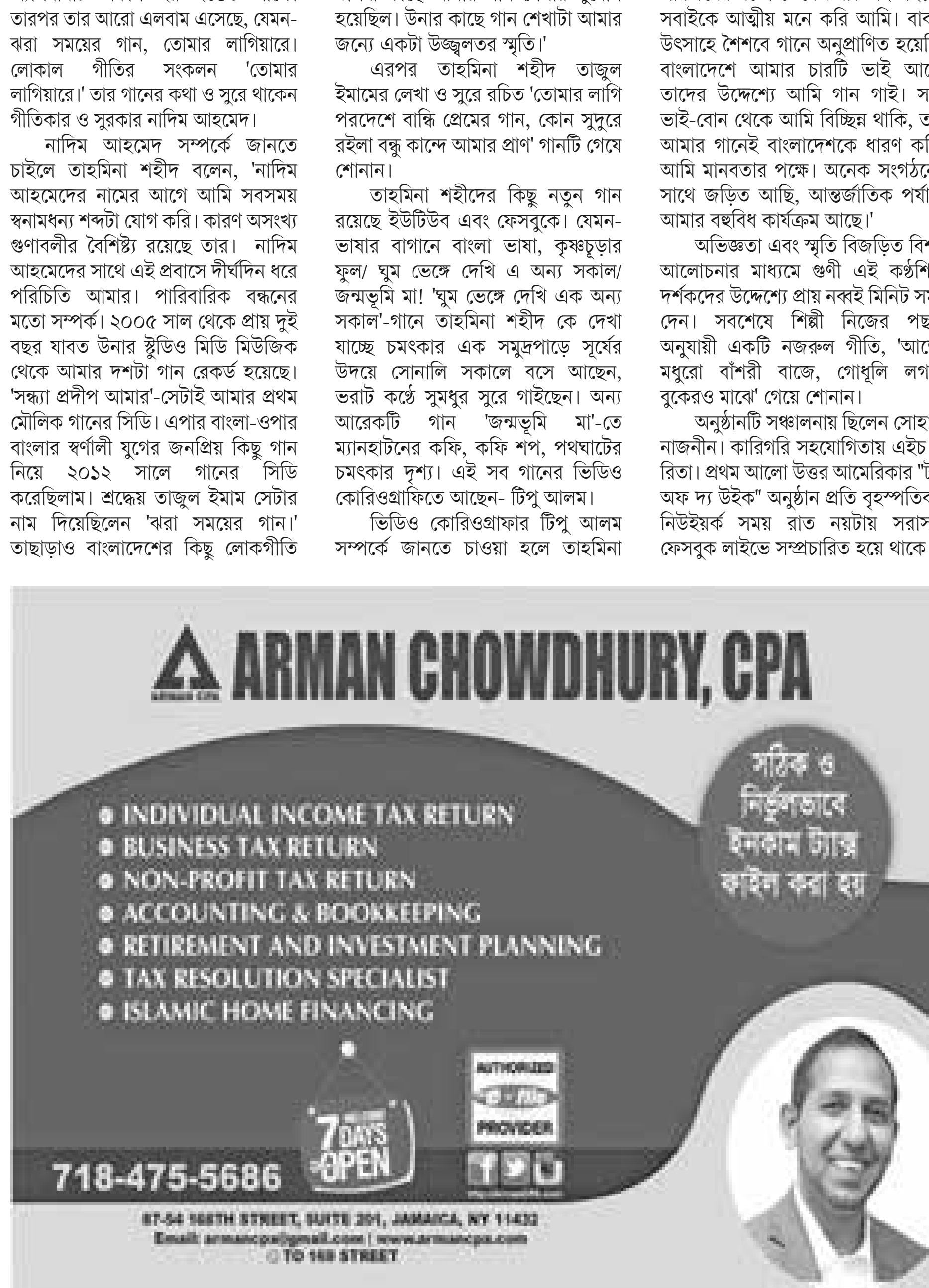

ব্যক্তিগত যত্নের পণ্যে প্যারাবেন অন্বেষণ: নিরাপত্তা, এক্সপোজার এবং বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিকোণ

ড. মোহাম্মদ আলম ও দেলোয়ার জাহিদ

প্যারাবেনস, প্রসাধনী এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ফর্মুলেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত প্রিজারভেটিভের একটি গ্রুপ, অনেক ব্যক্তিগত যত্ন পণ্যের মৌলিক উপাদানের তা প্রতিনিধিত্ব করে। এই যৌগগুলি, প্যারা-হাইড্রক্সিবেনজয়িক অ্যাসিডের এস্টারগুলি কার্যকরভাবে ব্যাকটেরিয়া, ছাঁচ এবং খামির বৃদ্ধি রোধ করে, শ্যাম্পু, লোশন এবং মেকআপের মতো আইটেমগুলির স্থায়িত্ব এবং স্ব জীবনে অবদান রাখে।

সবচেয়ে সাধারণ রূপগুলি—মিথাইলপ্যারাবেন, ইথিলপ্যারাবেন, প্রোপিলপ্যারাবেন এবং বিউটাইলপ্যারাবেন—তাদের কার্যকারিতা, সামর্থ্য এবং বিস্তৃত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্পেকট্রামের কারণে নির্মাতারা পছন্দ করেন। তা সত্ত্বেও, তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ প্যারাবেন-মুক্ত বিকল্পগুলির দিকে ভোক্তাদের পছন্দের পরিবর্তনকে প্ররোচিত করেছে।

ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) এবং ইউরোপীয় কমিশনের সায়েন্টিফিক কমিটি অন কনজিউমার সেফটি (এসসিসিএস) এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি প্রসাধনী পণ্যগুলিতে পৃথক প্যারাবেন এবং মোট প্যারাবেন সামগ্রীর সর্বাধিক অনুমোদিত ঘনত্বের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে৷ উদাহরণ স্বরূপ, SCCS মিথাইলপ্যারাবেন এবং ইথিলপ্যারাবেনের জন্য ০.৪ %, প্রোপিলপারাবেনের জন্য ০.১৯% এবং বুটিলপারাবেনের জন্য ০.১৪% সীমা নির্ধারণ করেছে।

ত্বক্-সংক্রান্ত যোগাযোগ, মৌখিক ইনজেশন এবং শ্বাসগ্রহণ সহ বিভিন্ন রুটের মাধ্যমে প্যারাবেনের প্রকাশ ঘটে। একাধিক উত্স থেকে সঞ্চিত প্রকাশ এর উদ্বেগ বাড়ায়, সময়ের সাথে সাথে শরীরে জৈব সঞ্চয়ের জন্য প্যারাবেনের সম্ভাবনার কারণে।

মানব স্বাস্থ্যের উপর প্যারাবেনের প্রভাব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং বিতর্কের বিষয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ইস্ট্রোজেনের অনুকরণ করার তাদের ক্ষমতা অন্তঃস্রাবের ব্যাঘাতের বিষয়ে আশঙ্কা তৈরি করে, যা প্রজনন সমস্যা এবং হরমোনের ভারসাম্য পরিবর্তিত হতে পারে। যদিও কিছু গবেষণায় প্যারাবেন এক্সপোজার এবং স্তন ক্যান্সারের মতো অবস্থার মধ্যে একটি সম্ভাব্য সংযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি বজায় রাখে যে প্যারাবেনযুক্ত প্রসাধনীগুলিকে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ার সাথে যুক্ত করার প্রমাণ অনিশ্চিত।

তদ্ব্যতীত, প্যারাবেনগুলি ত্বকের সংবেদনশীলতা, অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া এবং ডার্মাটাইটিসকে প্ররোচিত করতে পারে, বিশেষত সংবেদনশীল ত্বকযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে। উদ্বেগগুলি উন্নয়নমূলক প্রভাব, ইমিউন সিস্টেমের প্রভাব, এবং সম্ভাব্য অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং ডিএনএ ক্ষতির জন্যও তা প্রসারিত, যদিও মানব স্বাস্থ্যের জন্য সম্পূর্ণ প্রভাবগুলির আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান এবং চীন সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত পর্যবেক্ষণ গবেষণায়

> **খন প্যারাবেনগুলি পণ্য সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, চলমান গবেষণা এবং নিয়ন্ত্রক যাচাইকরণ ব্যক্তিগত যত্ন আইটেমগুলিতে তাদের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। ভোক্তা সচেতনতা, প্রাপ্যতা সঙ্গে মিলিত**

মানুষের নমুনায় প্যারাবেন সনাক্ত করা হয়েছে, যা জনসংখ্যা জুড়ে ব্যাপক এক্সপোজার নির্দেশ করে। যদিও শনাক্ত করা মাত্রা সাধারণত কম, ক্রমবর্ধমান এক্সপোজার চলমান মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রক তদারকির প্রয়োজনীয়তাকে আন্ডারস্কোর করে।

সীমিত সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকা সত্ত্বেও, এটা সম্ভব যে বিশ্বব্যাপী অন্যান্যদের মতো বাংলাদেশি জনসংখ্যা ব্যক্তিগত যত্ন পণ্যগুলির প্রচলিত ব্যবহারের কারণে প্যারাবেনের সংস্পর্শে এসেছে। বাংলাদেশে ভবিষ্যত বায়োমনিটরিং অধ্যয়ন স্থানীয় এক্সপোজার স্তরের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, যা নিয়ন্ত্রক প্রচেষ্টা এবং ভোক্তাদের সচেতনতাকে সহায়তা করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার ওনজিন ইনস্টিটিউট ফর অকুপেশনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ (ডব্লিউআইওইএইচ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশে পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (ইএসডিও) দ্বারা পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক যৌথ সমীক্ষা, টুথপেস্ট এবং হ্যান্ডওয়াশ পণ্যে প্যারাবেনের উদ্বেগজনক মাত্রা প্রকাশ করেছে। 'ডিটেকশন অফ এন্ডোক্রাইন ডিসরাপশন: ইডিসি ইন পার্সোনাল কেয়ার প্রোডাক্টস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামের এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমস্ত নমুনাযুক্ত টুথপেস্ট এবং হাত ধোয়ার পণ্যগুলি নির্দিষ্ট রাসায়নিকের অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করেছে।

বিশেষ উদ্বেগের বিষয় ছিল প্যারাবেনের মাত্রা সনাক্ত করা হয়েছে, যৌগগুলি মানব স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য পরিচিত, যার মধ্যে হরমোন ব্যাঘাত এবং প্রজনন সমস্যা রয়েছে। অনুসন্ধানে প্যারাবেনের উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ ঘনত্ব দেখানো হয়েছে, একটি টুথপেস্টে ১৪২৩ μg/g এবং হ্যান্ডওয়াশ ১৪০৩ থেকে ১৮৩৪ μg/g পর্যন্ত। এমনকি শিশুদের পণ্যগুলিও এ থেকে রেহাই পায়নি, একটি টুথপেস্টে ৬৫৯ μg/g মিথাইলপ্যারাবেন এবং ৫০.৫ μg/g বুটিলপারাবেন। এই ফলাফলগুলি ব্যক্তিগত যত্নের পণ্যগুলিতে এই জাতীয় রাসায়নিকগুলির ব্যবহার সম্পর্কিত উন্নত নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চতর সচেতনতার জন্য চাপের প্রয়োজনীয়তাকে উপর জোর দেয়। দৈনন্দিন ভোক্তা পণ্যগুলিতে প্যারাবেনের অত্যধিক মাত্রার এক্সপোজারের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করার জন্য এই ফলাফলগুলি অবিলম্বে মোকাবেলা করা অপরিহার্য।

উপসংহারে, যখন প্যারাবেনগুলি পণ্য সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, চলমান গবেষণা এবং নিয়ন্ত্রক যাচাইকরণ ব্যক্তিগত যত্ন আইটেমগুলিতে তাদের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। ভোক্তা সচেতনতা, প্রাপ্যতা সঙ্গে মিলিত

প্যারাবেন-মুক্ত বিকল্প, ব্যক্তিদের তাদের ব্যবহার করা পণ্য সম্পর্কে অবগত পছন্দ করার ক্ষমতা দেয়।

ডাঃ আলমের নিবন্ধটি ব্যক্তিগত যত্ন পণ্যগুলিতে প্যারাবেনগুলির একটি বিস্তৃত ওভারভিউ প্রদান করে, তাদের ব্যবহার, নিরাপত্তা উদ্বেগ, নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের প্রভাব এবং বিশ্বব্যাপী এক্সপোজার স্তর নিয়ে আলোচনা করে। প্যারাবেন ব্যবহার এবং এক্সপোজার সম্পর্কিত বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জনসমাজে বিশদ তথ্যের অভাব রয়েছে।

প্যারাবেনস, সর্বব্যাপী প্রিজারভেটিভ যা অগণিত ভোক্তা পণ্যে পাওয়া যায়, তাদের সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে দীর্ঘদিন ধরে তা উদ্বেগের বিষয়। এই সমস্যাটিকে সম্বোধন করতে , একটি যুগান্তকারী অধ্যয়ন প্রয়োজন। প্যারাবেন এন্যান্টিওমারগুলির অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং নির্বাচনী সনাক্তকরণের জন্য আণবিকভাবে অঙ্কিত পলিমার-ভিত্তিক ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল চিরাল (MIEC) সেন্সর ব্যবহার করে একটি অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করে, যার উদাহরণ Pseudoephedrine (PSDO)। একটি সহজ, পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতির পথপ্রদর্শক হতে পারে ড. আলমের এ নিবন্ধ। ,

বাংলাদেশে প্যারাবেন ব্যবহার: নিবন্ধটি বাংলাদেশে ব্যক্তিগত যত্ন পণ্যগুলিতে প্যারাবেন ব্যবহারের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে না। প্যারাবেনগুলি প্রতিবেশী দেশগুলি সহ বিশ্বব্যাপী সাধারণত ব্যবহৃত হয় তা বিবেচনা করে, এটি অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত যে তারা বাংলাদেশে উপলব্ধ পণ্যগুলিতেও প্রচলিত। যাইহোক, বাংলাদেশে প্যারাবেন সম্বলিত পণ্যের ধরন, তাদের ঘনত্ব এবং ভোক্তাদের সচেতনতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য অনুপস্থিত।

বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রক কাঠামো: নিবন্ধটিতে এফডিএ এবং ইউরোপীয় কমিশনের এসসিসিএস-এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থার উল্লেখ থাকলেও, এটি বাংলাদেশের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে না। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা প্রয়োগকৃত প্রসাধনী এবং ব্যক্তিগত যত্ন পণ্যগুলিতে প্যারাবেন ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা বা প্রবিধান প্রতিষ্ঠা করেছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য মূল্যবান হবে। নিয়ন্ত্রক ল্যান্ডস্কেপ বোঝা দেশে প্যারাবেন এক্সপোজার পরিচালনার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

বাংলাদেশে প্যারাবেন এক্সপোজার স্তর এবং স্বাস্থ্য উদ্বেগ: বাংলাদেশে প্যারাবেন এক্সপোজার স্তর এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য উদ্বেগ সম্পর্কিত তথ্যের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। নিবন্ধে উল্লিখিত উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার কিছু দেশের জনসংখ্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের সীমিত তথ্য রয়েছে। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে বায়োমনিটরিং স্টাডি বা জরিপ বাংলাদেশে পরিচালিত হতে পারে

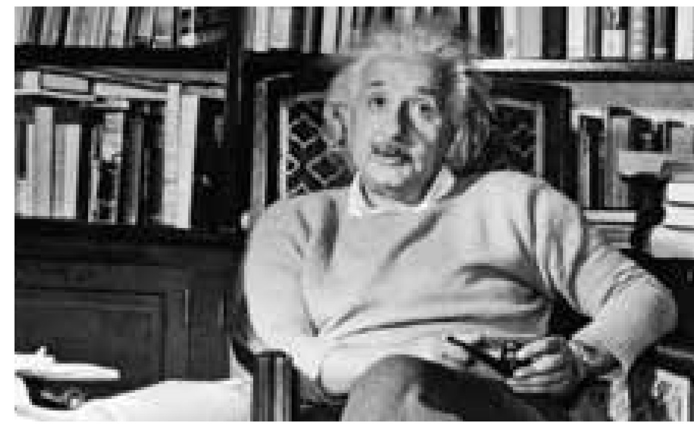

বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

আফতাব চৌধুরী

জন্মেছিলেন ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জার্মানির ছোট্ট শহর উলম-এ এক সম্পন্ন পরিবারে। ১৯০৩ সালে বিয়ে করেছিলেন স্কুলের সহপাঠিনী মিলেভা ম্যারিককে। মিলেভা শুধু স্ত্রী নয়, ছিলেন প্রকৃত অর্থেই জীবনসঙ্গিনী। কিন্তু স্বামী হিসাবে আইনস্টাইন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেননি। তাই বিবাহিত জীবনের ১৬ বছরের মাথার বিচ্ছেদ ঘটে। স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিবিটি বা আপেক্ষিকতাবাদের পর ঠিক সময়টায় আইনস্টাইন পা বাড়িয়েছেন জেনারেল রিলেটিভিটির লক্ষ্যে। আর তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি অনুযায়ী হাবুডুবু খাচ্ছেন দুরূহ গণিতে।

১৯০৫ সাল আইনস্টাইনের জীবনের বিস্ময় হিসাবে চিহ্নিত। সঙ্গত কারণেই এই বছরটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় সময়। মাত্র এক বছরের মধ্যে পাঁচ-পাঁচখানি ‘প্রবন্ধ’ লিখে পদার্থবিদ্যায় একেবারে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। কারণ এই গবেষণা প্রবন্ধগুলোর প্রদিপাদ্য ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক। বিশ শতকে এল আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব। ২৬ বছর বয়সি আইনস্টাইন দেশকাল সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ধারণাগুলোকে সম্পূর্ণ উল্টা-পাল্টা করে দিলেন। বস্তু ও রশ্মি সম্পর্কেও ঘটলো তাই। প্রকৃতির সমস্ত বর্ণনাই অপরিহার্য অনিশ্চয়তার কবলে। আশ্চর্যের বিষয়, একই বস্তুর একই সময়ে একধিক স্থানে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনার কথা আইনস্টাইন তুলে ধরেন। পশ্চিমা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর আগে সমতুল্য বিপ্লব মাত্র তিনটাই ঘটেছিল। প্রথমটি প্রাচীন গ্রিসে জ্যামিতির গোড়াপত্তন এবং প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে গাণিতিক যুক্তির ভূমিকা। তারপর সপ্তদেশ শতাব্দীতে কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন করেন আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন। ভরযুক্ত বস্তুদের আনাগোনা, কীভাবে তাদের মধ্যে পরস্পর-কার্যকরী বলের ও সেই বলজনিত ত্বরণের প্রভাব ঘটে তা বোঝা গেল। উনবিংশ শতাব্দীতে এল আরও একটি বিপ্লব। তড়িৎ ও চুম্বক নিয়ে গবেষণার ফলে ফারাডে ও ম্যা·ওলে জানালেন, কেবল মাত্র বস্তুকণাই সব নয়, এগুলো ছাড়াও প্রকৃতিতে রয়েছে ক্ষেত্র বা ‘ফিল্ড’। যা সমস্ত দেশজুড়ে ব্যাপ্ত। এই ক্ষেত্রে স্বাধীন অস্তিত্ব বস্তুকণাদের অস্তিত্বের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

তড়িৎ ও চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে একত্রিত করে এল তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র। আর আলোর স্বরূপ ধরা পড়লো তারই কল্পনাকারে। বিশশতকে আইনস্টইন একাই দু’টি বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেন। এ জন্য ১৯২১ সালে পেয়ে যান তাঁর বহু কাঙ্ক্ষিত নোবেল পুরস্কার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁকে ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতির পদে মনোনয়ন করা হলেও তিনি এই পদ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন।

১৯০৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পাঁচটি গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হয়। বিজ্ঞানীমহলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কোনো সুরাহা হল না। নিতান্ত বাধ্য হয়ে টিউশনি শুরু করেন। নামডাক হবার ফলে ১৯০৭ সালে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেন। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

এক ছাদের নিচে বসবাসের পরিস্থিতি রাখেননি স্বয়ং আইনস্টাইন। বরং বার্লিনে আসার পর একসাথে বসবাসের জন্য স্ত্রীর প্রতি যে শর্তারোপ করেন, তা মেনে নেওয়া যে-কোনো নারীর পক্ষেই সহজতর ছিল না। আইনস্টাইন আরোপিত শর্তগুলো এমনতরো ছিল যে মিলেভা তাঁকে পাশে বসতে বলতে পারবেন না, আইনস্টাইনের ঘরে প্রবেশমাত্র তাকে বেরিয়ে যেতে হবে, ডাইনিং টেবিলে সবার সঙ্গে লাঞ্চ-ডিনার নয়, আইনস্টাইন লেকচার ট্যুরে গেলে মিলেভা তাঁর সঙ্গে যাওয়ার কথা ভাবত পারবেন না। এসব শর্ত মেনে নিয়ে বিবাহিত জীবনযাপন করা অসম্ভব বুঝে নিলেন মিলেভা। বিবাহিত জীবনের এই পরিণতিতে বিধ্বস্ত মিলেভা অথঃপর সিদ্ধান্ত নেন স্বামীর জীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর। সিদ্ধান্ত নিলেন এক কন্যা এবং দুই পুত্রকে নিয়ে বার্লিন ত্যাগের। ১৯১৯ সালে আইনস্টাইন পুন:বিয়ে করেন বান্ধবী এলসা’কে। ১৯৩৬ সালে এলসা’র মৃত্যু অবধি তাঁদের দাম্পত্য জীবন অটুট ছিল।

শুরু হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই জড়িয়ে পড়লেন যুদ্ধে। যুদ্ধের বীভৎসতা আইনস্টাইনকে ব্যথিত করে। সেই সাথে একাকিত্ব, সংসারবিহীন জীবনে স্ত্রী-পুত্রহীন অবস্থায় মানসিকভাবে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পাশে এসে দাঁড়ান এলসা। তাঁর সেবা-যত্নে ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠেন আইনস্টাইন। সিদ্ধান্ত নেন, মিলেভার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার কোনো মানে হয় না। বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল। তবে শর্ত ছিল, নোবেল পুরস্কারের পুরো টাকা মিলেভা ও সন্তানদের দিতে হবে। আইনস্টাইন তাই করেছিলেন। অবশেষে তিনি এলসাকে বিয়ে করেন। এদিকে যুদ্ধও শেষ হয়ে আসে। আইনস্টাইনের গবেষণার সত্যতা প্রমাণিত হয় ১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণ পরীক্ষার মাধ্যমে। আইনস্টাইন ছিলেন মানবকূলে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রতীক। এক কিংবদন্তী। তাই যে কোন কিংবদন্তির মতোই তিনি ‘ফেমাস ফর বিইং ফেমাস’। সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষমতা ছিল না তাঁর প্রতিভার পরিমাণ। হয়তো প্রয়োজনও ছিল না তাঁর। খ্যাতিই ভালোবাসার উৎস ছিল তাঁর কাছে।

GLOBAL MULTI SERVICES INC.

Quick Refund | **IRS Authorized Agent**

Tareq Hasan Khan
CEO

Our Services

- **TAX** (Federal & State)
- **IMMIGRATION**
- **CORPORATION**
- **BUSINESS SERVICES**
- **CONSULTING**

Open 7 Days
A Week

IRS e-file

37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক
ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

এই শহর, এই জনপদ বর্ণিল সংস্কৃতির মেলা যেন। দু-কদম হাঁটলেই নানান দেশের মানুষ নানান ভাষায় কথা বলে হেসে উঠবে। তাদের ঘর-বাড়িগুলো তাদের আঙ্গিকেই সাজানো, তাদের হেঁসেল থেকে স্ফুরিত হতে থাকে রান্নার সুবাস। আনাজ-মশলার ঘ্রাণ বলে দেয় তার শেকড়ের কথা। তবুও দিনের শেষে অকৃত্তিম জীবনধারা মিশে যায় ভিন্ন ভাষার সাথে, ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে মিলে তৈরি করে নতুন এক জনপদ। সেখানে কোনো এক সময়ের স্লাইড শো'তে ভেসে ওঠে তাদের অতি পুরাতন পূর্ব পুরুষের জীবন। তাই উত্তরের জনপদ- মাস থেকে বছর অতিবাহিত হয়, ফিকে হয়না কিছুই। এসবের উল্টোপিঠেও থাকে অন্য কাহিনী। স্বপ্ন নিয়ে ভালো কিছুর আশায় সুদুর প্রবাসে এসেও শুধুমাত্র দুর্ভাগ্যের কারণে জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। বদলে যাওয়া জনপদ নিয়ে এবারের দুটো ভিন্ন ধারার গল্প সাজানো হয়েছে। নামগুলো পাল্টে দেয়া হলেও চরিত্র আর কাহিনী অপরিবর্তিত। ধন্যবাদান্তে—**সোহানা নাজনীন/ফরিদা ইয়াসমীন**

গায়ানা'র গান

শনিবার সকালে ঘুম ভাঙল মোহাম্মদ রফি'র গানে। চোখ আধখোলা রেখে কানটা খাড়া করলাম। নাহ! ঠিকই শুনেছি, মোহাম্মদ রফি'র অনেক পুরনো গান-'বাহারো ফুল বরসায়ো, মেরা মাহবুব আয়া হ্যায়।' পিছনের জানালা দিয়ে আওয়াজ আসছে, বুঝলাম কেউ একজন ব্যাকইয়ার্ডে রেকর্ড বাজাচ্ছে। মোহাম্মদ রফি'র একেবারে অরিজিন্যাল মিউজিক। খুব ছোটবেলায় এই গান শুনেছিলাম। গরমের দুপুরে আমাদের বাসার পিছন দিয়ে আইসক্রিম-ওয়ালারা এই গানগুলো বাজিয়ে ফেরি করে বেড়াত। অনেকদিন পর হারিয়ে গেলাম আমার ছোটবেলার ঢাকার বাসায়। কাহিনী কি ভালোভাবে বোঝার জন্য গায়ে হুডি পরে নেমে এলাম নিচতলায়।

ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে হঠাৎ করেই আবহাওয়ায় গরমের আভাস। বাতাস বেশ উষ্ণ, বসন্তের মতো চঞ্চলতা চারিদিকে, অথচ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এপ্রিলের শেষে বসন্ত আসার কথা। এই সময়টা 'ইন্ডিয়ান সামার' বলে পরিচিত। দু-তিন দিন এমন একটা গরমের হাওয়া দেবে, তারপর আবার সেই শীত। কিন্তু মানুষ এতো অল্পেই আস্কারা পেয়ে তাদের শরীর থেকে ভারী জ্যাকেট নামিয়ে ফেলেছে। ব্যাকইয়ার্ডে যেয়ে দেখি জমজমাট আড্ডা। একতলার ভাড়াটেরা টেবিলে বসে কার্ড খেলছে আর মনের সুখে গান শুনছে। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, যে গান চালাচ্ছো সেই গানের মানে কি বুঝতে পার তোমরা?

ওরা দুদিকে মাথা নাড়ালো। তার মানে কিচ্ছু বোঝে না। আমি অবাক হয়ে আবারো প্রশ্ন করলাম, গানের অর্থ যদি নাই-ই বোঝ, তাহলে শোন কেন?

ওদের মধ্যে একজন মোটর মেকানিক, বিয়ার খাওয়া বিকট ভুঁড়ি দুলিয়ে বলল, 'আমরা যখন গায়ানায় থাকতাম, তখন আমি খুব ছোট্ট, আমার বাবা এই গান চালিয়ে উঠানে কাজ করতেন। এরকম আরো অনেক গান আছে। এখানে যখন আমাদের কোন উৎসব হয় তখন আমি এই গানগুলো বাজাই। মনে হয় সেই গায়ানার কথা, বাবা'র কথা।'

এবার আমি বুঝতে পারলাম ওর অনুভূতিটা কোথায়। গানের কথা না বুঝলেও গানের সুরের মাঝে গায়ানিজরা ফেলে আসা দেশকে খুঁজে নিচ্ছে, বাবা-মা'কে খুঁজে নিচ্ছে। হয়তো মনে পড়ছে যে তাদের বাবা-মা এইসব গান শুনতো, সেই গান চালিয়ে পুরনো আমেজে ফিরতে চাচ্ছে।

'গায়ক কিন্তু ভারতের খুব বিখ্যাত একজন, একচেটিয়া ভাবে অনেকদিন গান করেছেন।'

'হবে হয়তো, আর্টিষ্টদের নাম জানিনা, কিন্তু গান ভালো লাগে।'

কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম উপরে। পরের একঘন্টা ধরে এমনই গান চলল একটার পর একটা। লতা মাঙ্গেস্কার, আশা ভোঁসলে, মুকেশ। আমিও উপভোগে মেতে থাকলাম।

এরকমই আরেক গায়ানিজ থাকে আমাদের পাশের ব্লকে, নাম টনি। টনি'রা চার ভাই একসাথে থাকে, কিন্তু তাদের বউ'রা বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা বাসায়। এর একমাত্র কারণ অতিরিক্ত বিয়ার খাওয়া। শুক্র আর শনিবার রাতে বিয়ারের বোতল গুলোতে ভরে ওঠে গারবেজ বিন। আমার সাথে দেখা হলেই টনির প্রশ্ন থাকে, আরে, তুমি তো ইন্ডিয়ান, তাইনা?

'ভুলে গেছ তুমি? আমি বাংলাদেশি। ইন্ডিয়া আমাদের পাশের দেশ।'

'ঐ হল, একই কথা, ঘুরে ফিরে আমরা সবাই তো ইন্ডিয়ান। ব্রিটিশরা এসে যত গোলমাল বাঁধাল।'

'না, এক কথা নয়। তোমরা সব মিলায়ে ফেল কেন?'

টনি নাছোড়বান্দা। বলতেই থাকে। বললেই তো আর হবে না, তোমরা সব মেয়েরা তাহলে শাড়ি পরো কেন?

টনি'কে বুঝিয়ে লাভ নেই। সারাক্ষণ বিয়ারের নেশায় থাকে। আমি পাশ কাটিয়ে সরে আসি, তবে এটা ঠিক যে, ও কোনদিন কাওকে হয়রানি করেনি।

আমি যে পাড়ায় থাকি সেখানে গায়ানিজদের রাজত্ব বেশি, ওরা গায়ানা থেকে আগত। দক্ষিণ আমেরিকার জলপ্রপাতের দেশ এই গায়ানা, যার অর্থ "পানির দেশ"। ১৮৩০ সালের পর চাষাবাদের জন্যে ভারত থেকে প্রচুর লোক গায়ানায় অভিবাসন দেয়া হয়। পরবর্তী প্রজন্ম দেখতে রোদে পোড়া ভারতীয়দের মতো। ক্যারিবিয়ান উচ্চারণে ইংলিশ বলে, খাওয়া দাওয়া অনেকটা মিশ্র। গায়ানিজদের পারিবারিক কাঠামোতেও আছে ভারতীয় সংস্কৃতি, বড় ভাইকে বাবা'র মতো শ্রদ্ধা করে এরা। খুব আমোদপ্রিয় এই জাতি অনেকটাই নিরীহ গোছের, একান্নবর্তী পরিবারে পরিচ্ছন্ন বসবাস তাদের। উৎসবের দিনে হিন্দু মেয়েরা উঁচু করে উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরে, আর পুরুষেরা ধুতি-পাঞ্জাবি। সাজগোজ অনুকরণ করলেও আধুনিকতা ধরতে পারেনি তারা, সেই পুরনো গতানুগতিক ভাবেই আছে। গায়ানিজদের মাঝে যারা মুসলিম তারা বেশ ধার্মিক গোছের, এই পাড়ার অর্ধেক মসজিদের ব্যবস্থাপনায় আছে তারা। রমজান মাসে মসজিদে থাকে জমজমাট আয়োজন।

যাক সেসব কথা, গায়ানিজদের কথা জানিয়ে আর কি লাভ। ভারত থেকে মানুষ ধরে নিয়ে সেই কবে গায়ানাতে আনা হয়েছিল কৃষিকাজের জন্য। তাদেরই আবার কিছু এই আমেরিকায় এসেছে, আমেরিকান হয়েছে। এতো মেশামিশির ফলে ভারতের লেশমাত্র আর নেই। শুধু সূক্ষ্মভাবে কিছু আচরণ রয়ে যায়, এই যেমন ভাষা নালান হিন্দি গান শোনা। দেওয়ালির দিনে বাড়ির চারিদিকে প্রদীপ জ্বালানো।

এসব গানের কথা ভাবতে ভাবতে আমি কিচেনে চলে আসি, নিজের দেশের কথা মনে পড়ছে। ছুটির দিনে একলা ঘরে দেশীয় গান শোনা আমার প্রিয় কাজের একটি। সিডি প্লেয়ার অন করি, তাতে সাবিনা ইয়াসমিন কিন্নর কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন 'চিঠি দিও প্রতিদিন, চিঠি দিও!'

আমেরিকার মাটিতে এই গান আমাকে নষ্টালজিক করে দেয়। হয়তো আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর আমাদের প্রজন্মের কেউ ভাষা না বুঝে এরকম গানের দুর্বোধ্য কথাতে আমাদেরকে খুঁজে ফিরবে। ঐ গায়ানিজদের মতো অবস্থায় তখন তাদেরকেও পৌঁছাতে হবে।

হারিয়ে গেল জীবন

অসাধারণ প্রাণবন্ত ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একটি তরুণ, নাম তার জীবন। জীবনের জীবনে ছিল না কোন অভাব, ছিল না কোন ভাবনা। ছিল শুধু বুক ভরা আশা, চোখ ভরা স্বপ্ন। ক্যাডেট কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে টেবিল চাপড়িয়ে গান গাইতো। ক্রিকেট মাঠে ব্যাটে ঝড় তুলতো ছক্কা আর চার পিটিয়ে। যখন ফুটবল খেলতো পায়ে চলত জাদুর খেলা। জীবনের পায়ে একবার বল গেলে সে বল পার হয়ে যেত গোল পয়েন্টে। একের পর এক গোল করে সারা মাঠে ঝড় তুলতো। ক্যাডেট কলেজের কঠোর নিয়ম কানুন মেনে চলতো সে। বছর শেষে অনেক ভাল রেজাল্ট আসতো। আনন্দে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরত।

কিন্তু অনেক আনন্দের জীবন যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল। হারিয়ে গেল প্রবাসের আকাশে। মেট্রিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ভালো রেজাল্ট করল। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়ও চমৎকার রেজাল্ট। দশজনের ভিতর জীবনের নাম। বাবা মা ভাই বোন সবাই আনন্দে উদ্বেলিত। শিক্ষকরা ছাত্রের রেজাল্ট দেখে ভীষণভাবে আপ্লুত হল ,গর্বিত হল। এবার চিন্তা নতুন এক জীবনের। কোথায় ভর্তি হবে জীবন? বুয়েট, মেডিকেল ,নাকি ঢাকা ইউনিভার্সিটি? কিন্তু না, জীবন এসবের কোনটাতেই ভর্তি হবে না। জীবনের দৃষ্টি আরো অনেক দূরে। টোফেল করলো, তার ইচ্ছা আমেরিকা যাবে। উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে তবে ফিরবে দেশে। সন্তানের উচ্চস্বপ্ন দেখে বাবা-মা'র ভালো লাগে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি, এত টাকা কোথায় পাবে যে বিদেশে পড়াবে? কিন্তু না! জীবন তার সিদ্ধান্তে অটল! বিদেশে তাকে যেতেই হবে! যে করেই হোক। পাগলের মত সব জায়গায় আবেদন করতে থাকে, যোগাযোগ করতে থাকে। এমনি করে একটা সময় আমেরিকার নামকরা একটা ইউনিভার্সিটিতে সে সুযোগ পেয়ে যায়। সাথে বেশ কিছু স্কলারশিপ পায়। বাবা মা, ভাই বোন সবার চোখের পানি উপেক্ষা করে একদিন সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে জীবন চলে আসে নতুন এক জীবনে।

যে সময়ের কথা বলছি তখন ইন্টারনেট, সেল ফোন এগুলো কিছুই ছিল না। বিদেশের সাথে যোগাযোগ বলতে শুধুমাত্র চিঠি। ল্যান্ড ফোনে কথা বলতে অনেক টাকার দরকার হতো। কাজেই, যার নিজের কোন মানুষ নাই আমেরিকায়, সেখানে নতুন একটা ছেলে কি অবস্থায় আছে সে খবর জানতে পারেনা জীবনের মা-বাবা। অপেক্ষা শুধু চিঠির। একসময় চিঠি আসে। বাবা মা, ভাই বোন সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে চিঠিটির উপর। অনেক বড় সে চিঠি। বিমানে ওঠার পর থেকে একের পর এক সব কিছু সুন্দরভাবে বর্ণনা করে যায় জীবন। নতুন

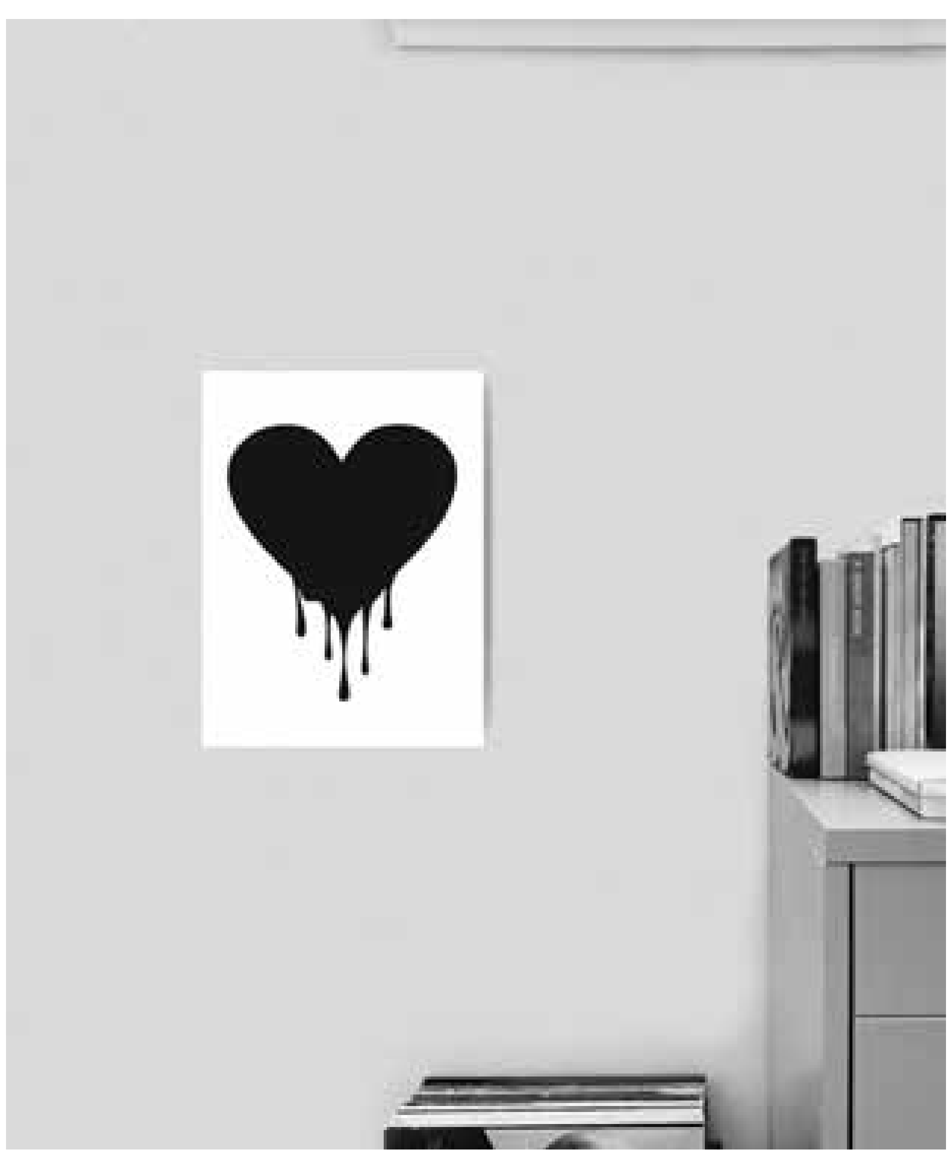

জীবনের মত মেধাবীদের জন্য শুধু অনুশোচনা হয়।
জীবনরা অলীক মোহের পিছে না ছুটে যদি নিজের সামর্থ্য
অনুযায়ী জীবন সাজাতো, তবে কী এমন ক্ষতি হতো!

ইউনিভার্সিটি, নতুন দেশ,নতুন পরিবেশ আর নতুন মানুষ সবকিছুই জীবনের চোখে রঙিন পরশ বুলিয়ে যায়। সন্তান ভালো অবস্থায় আছে জানতে পেরে বাবা-মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ভাই-বোনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

এভাবে কিছুদিন ভালোই গেল। সাথে নিয়ে আসা টাকাগুলো ক্রমে কমতে থাকলো। আর জীবনের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। বাবার কাছে টাকা চাইলে বাবা অল্প কিছু দেয়। জীবন জানে ওর বাবার সামর্থক কতটুকু।

তারপরেও কাকুতি মিনতি করে। কারণ ঘর ভাড়া, খাওয়ার খরচ ,কলেজের টিউশন ফি, সব মিলিয়ে অনেক বড় একটা খরচ। বাবা যা দেয় তাতে কুলিয়ে উঠতে পারে না জীবন। শুরু হলো জীবনের রঙিন জীবনের ধূসর অধ্যায়। যতদিন যায় ধূসরতার পরিমাণ বাড়তে থাকে। ওর মনে হতে থাকে রঙিন পাতাগুলি ঝরে পরতে পরতে সে যেন ক্রমে শীতের খয়েরি রংয়ের গাছে পরিণত হচ্ছে। সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। বাবার কাছে কাকুতি মিনতি করে, বাবা কিছু টাকা পাঠাও, আমার পরীক্ষার ফি দিতে হবে যে।

অসহায় পিতা উত্তরে জানায়, বাবারে আমি অপারগ। আমার আরো সন্তান আছে, তাদের খাওয়া পড়ার টাকা তো আমাকে যোগান দিতে হয়! তোর বিদেশের খরচ আমি কুলাতে পারবো না রে! আমায় তুই ক্ষমা করিস!

এরপরে কেটে যায় অনেক শীত বসন্ত গ্রীষ্ম, জীবনের চিঠি আর আসে না। ডাক পিয়ন এলে বাবা-মা আকুল হয়ে জানতে চায় জীবনের চিঠি আছে কিনা? কিন্তু না, তাদের জীবনের চিঠি আর আসে না। অসহায় পিতা চোখের পানি ফেলে। চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার পরে উনি আর বেশি দিন বাঁচেন না। ছেলের কথা চিন্তা করে একদিন ওপারের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান চিরতরে।

কিন্তু কোথায় গেল জীবন? অভিমান নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল? ভাই বোনেরা খুঁজতে থাকে। ততদিনে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়। ঘরে ঘরে ফোন চলে আসে, সবার হাতে সেলফোন। আরো পরে আসে ফেসবুক। এক সময় খোঁজ পেয়ে যায় ভাইয়ের। হ্যাঁ জীবন বেঁচে আছে। তবে নিজের সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চায় না। কোথায় আছে, কিভাবে আছে কিছুই জানায় না। এক বুক ভারি করা অভিমান নিয়ে দূরে সরে থাকে।

আমার সাথে ঢাকায় দেখা হয়েছিল জীবনের ছোট বোনের। আকুল হয়ে আমাকে অনুরোধ করে তার ভাইয়ের খোঁজ করতে। কিন্তু এত কম ইনফরমেশনে আমেরিকার মত জায়গায় মানুষ খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন। তাই চুপচাপ শুনে যাই বোনের বুক ভারি করা কষ্টের কাহিনী।

তবে জানতে চাই, ফেসবুক তো হারানো মানুষকে কাছে এনে দেয়, তবে তোমরা কেন পাচ্ছো না তার খোঁজ?

মলিন মুখে জানায়, সেখানে সবকিছু রেস্ট্রিক্টেড! তাই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনা। অভিমানী ভাই সবাইকে দূরে ঠেলে রাখে। শুধু জানে ভাইটা বেঁচে আছে। কোথায় আছে, কেমন আছে সে জানে না।

আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। শুধু ভাবি, কি আছে আমেরিকায়? যার জন্য এমন মেধাবী মানুষরা পাগল হয়ে ছুটে আসে, কিন্তু বিনিময়ে হারায় জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা। হারিয়ে ফেলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মা বাবা, ভাই বোন!

উত্তর পাই না। শুধু অনুভব করি আমেরিকার মত জায়গায় আসার জন্য অনেক অনেক মানুষের স্বজন হারানোর হাহাকার! জীবনের মতো অনেক মানুষ এখানে আসে আকাশ সমান স্বপ্ন নিয়ে। বিনিময়ে পায় সারা জীবনের জন্য স্বজন হারানোর মত কষ্ট! বাবা মা, ভাই বোন বেঁচে থেকেও এইসব হতভাগা প্রবাসীর কাছে তারা মৃত মানুষের মত দূরে। বেঁচে থাকে তারা বুক ভরা হাহাকার আর অভিমান নিয়ে।

জীবনের মত মেধাবীদের জন্য শুধু অনুশোচনা হয়। জীবনরা অলীক মোহের পিছে না ছুটে যদি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবন সাজাতো, তবে কী এমন ক্ষতি হতো! দূর আকাশের তারার মত যে প্রবাস, সেখানে বসতি গড়ার কি খুবই দরকার?

বোধহীন একদল নগ্ন শাসক, আপনার জন্য বরাদ্দে রাখা মোলায়েম চেয়ারটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভাবছেন, নগ্ন নারী-পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গ, চতুষ্পদি প্রাণীগুলোকে দেখে আপনি লজ্জা-ভয়ে আতঙ্কে পালিয়ে যাবেন। এবং একপর্যায়ে আপনার চেয়ারটি সহ পুরো নাট্যমঞ্চ তাদের দখলে চলে যাবে। এখন আপনি যদি দৃঢ় সঙ্কল্প হন যে নিজ চেয়ারটিত বসবেনই, তখন ভীত, লজ্জিত, আতঙ্কিত হয়ে 'পালানো' আপনার জন্য উত্তম পন্থা নয়। কিংবা তাদের ভীত করতে পাল্টা নগ্ন হওয়াও কার্যকরী কোনো মাধ্যম নয়। যারা ইতোমধ্যেই নগ্নতা ধারণ করেছেন, তারা আপনার নগ্নতায় বরং আনন্দ খুঁজে পাবেন। এখন আপনাকে যা করতে হবে তা হল, নিজ চেয়ারটিতে শক্ত করে বসে পড়া। ধাক্কা দিয়ে এ কাজ হবে না। কারণ তারা যুগ যুগ ধরেই বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের শক্তিশালী করে রেখেছেন। এখন আপনাকে নিজ চেয়ারটিতে বসতে হলে, নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। আর এ শক্তি শরীরের শক্তি নয়, নিজ মনোবল ও অস্তিত্বের শক্তি। যতক্ষণ মনোবল শক্তিশালী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজ অস্তিত্বের জানান দিতে ব্যর্থ হবেন। আর অস্তিত্বের জানান দিতে আপনার দরকার-নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। ব্যক্তি, পরিবার কিংবা সমাজ, কখনোই একজন দুর্বল মানুষকে মূল্যায়ন করে না। এই প্রথা আপনার আমার পক্ষে খণ্ডানো সম্ভব নয়। তাই নিজ অস্তিত্ব জানান দিতে, নিজেকে স্বাবলম্বী করতে হবে। যে যেমন অবস্থানেই থাকুন না কেন, চেষ্টা করুন নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলতে। ছোটখাটো যে কোনো কাজ দিয়ে যাত্রা শুরু করুন। কষ্ট হবে, প্রতিবন্ধকতা আসবে, হোঁচট খাবেন, বার বার পড়ে যাবেন, কেউ সুযোগ বুঝে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবে। তারপরও চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। মনোবল দৃঢ় রাখুন। নিজ অস্তিত্ব জানান দিন। যে চেয়ারটি আপনার জন্য বরাদ্দ, তা দখল করার প্রশ্নই আসে না। সে চেয়ারটিতে বসতে হলে আপনাকে কেবল শাসকদের পাশে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াতে হবে। নারী দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে। —**এইচ বি রিতা**

প্রিয় সভ্যতা

রুদ্রশংকর

তুমি আমার উপত্যকার সৌন্দর্য নিয়ে লিখতে পার
মেঘলা দিনে মেখে ফেলতে পার প্রেম
পরক্ষনেই চোখ দিয়ে কেটে ফেলতে পার আমাকে
ছুঁড়ে ফেলতে পার অনভ্যস্ত খিদের সামনে
আসলে এমন এক অতীত থেকে উঠে এসেছি
যেখানে তোমার চাওয়াগুলো কখনো শেষ হয় না

যে মুখে দৈনিক আলো পড়ার কথা ছিল
সেই মুখে সংশোধন না-হওয়া ধর্মের রঙ মেখে
তুমি বলতে পার মেয়েদের হাত নেই, পা নেই
যেন এক মূল্যহীন মানুষ
যেন এক নিরীহ শস্যক্ষেত্র...

ইচ্ছে করলে
তুমি আমাকে মধ্যযুগের ময়লায় ফেলে আসতে পার
উপহার দিতে পার সামাজিক আতঙ্ক
তবু আমার মনের মধ্যে
ধুলো ওড়ে, হাজার মুক্তির ধুলো...
অল্প অল্প করে সভ্য শতাব্দীর কাছে ফিরি
প্রিয় সভ্যতা দ্যাখো,
একটু একটু করে
মানুষের সমান অধিকার হেঁটে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।

নারী দিবসে সম্মানের দাবী জানাই

সোহানা নাজনীন

মানব জন্মের মতো এক বিশাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুরুষ এবং নারীর মাঝে সৃষ্টিকর্তা নারীকেই বেছে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সন্তান ধারণ এবং জন্ম দেবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা রাখেন একজন নারী। জন্মের পর সেই সন্তানের জীবনধারণের জন্য জন্মদাত্রী নারীর বুকে মজুত থাকে দুধ। আর এই কারণেই নারী প্রতিদ্বন্দ্বীহীন এক মহৎ সৃষ্টি, যার তুলনা অন্য কারোর সাথে হয় না। তবুও নারীর অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে, নারীরা অসম্মানিত হচ্ছেন।

সারা বিশ্বব্যাপী মার্চ মাসের ৮ তারিখে পালিত হয় নারী দিবস। এই দিনটি উদ্‌যাপনের পেছনে মূল কারণ ছিল নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়। সেই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, ১৮৫৭ সালে মজুরি বৈষম্য, কাজের সময় নির্দিষ্ট করা এবং কাজের অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলের উপর চলে সরকার বাহিনীর আক্রমণ। ১৯০৯ সালে নিউইয়র্কে আয়োজিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। এরপর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে। সেই আয়োজনে বিশ্বের প্রায় ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। ১৯১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হতে শুরু করে। এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশেও দিনটি নারী দিবস হিসাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

এইতো গেল আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বর্তমান সময়ে এসে নারী দিবসের সংজ্ঞা অনেকখানি বদলে গেছে। মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এখন শ্রদ্ধা-সম্মান ও অধিকারের ব্যাপারটা আলোচনায় উঠে এসেছে। তৈরি হয়েছে "নারীবাদ" শব্দটি। অনেকেই নারীবাদ শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করেন। অনেকেই মনে করেন নারীবাদে বিশ্বাসী মহিলারা পুরুষের মতো চলাফেরা করবে, পোষাক পরবে, সিগারেট মুখে গুজে মোটর বাইক চালাবে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। "নারীবাদ" একটি আন্দোলন যা নারীর ক্ষমতায়ন, ভোটদানের অধিকার এবং নারী-পুরুষ সমান, এই দাবী থেকে শুরু হয়েছিল। সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় আইন, রাষ্ট্রীয় আইন, অধিকার আইন, সামাজিক নিয়ম-কানুন, সবকিছুই মূলত নারীকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েছে। শারীরিক এবং মানসিক কাঠামোগত ভাবে নারী এবং পুরুষের থেকে অনেক্ষেত্রেই বিজ্ঞান সম্মতভাবে ভিন্ন। আমি মনে করি এই ভিন্নতা যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য। তাহলে নারী ক্ষমতায়নে বিপত্তিটা কোথায়? আসলে ভুত হচ্ছে সর্ষের মধ্যে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীরা সঠিকভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না। আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিকের মতো বড় স্কেল ছাড়াও ছোট স্কেলে আমরা নারীরা প্রতিনিয়ত অবহেলিত হচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে পড়াশোনা করা সহপাঠীর সাথে বিয়ে হবার পর শ্বশুরবাড়ি নামক পরীক্ষাকেন্দ্রে মেয়েটিকে একা লড়তে হয়। স্বামীর সাথে একই প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখে পাশ করা মেয়েটি ঢাকার নামকরা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেও প্রতিনিয়ত ভালো স্ত্রীর প্রমাণ দিতে হয়। বিয়ের পর একজন মেয়ে ভালোবাসা পাবার চাইতে শ্বশুরবাড়িতে রান্না কাজ কর্মের পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তার স্বামী শ্বশুর বাড়িতে ঘি-ভাত দিয়ে মুরগি আর মাছের মাথা খেতে ব্যস্ত। মেয়েটি তখন নিজ শ্বশুর শাশুড়ি দেবর ননদ সামলাতে হিমশিম। ঈদগুলোতে নিজ বাবা-মা ছেড়ে মেয়েরা আনন্দ করতে চলে যায় শ্বশুরবাড়িতে। অথচ বাবা-মা অনেক কষ্ট করে, অর্থ ব্যয় করে তাদের আদরের কন্যা সন্তানকে বড় করে তুলেছেন। তারাও এক সময় বৃদ্ধ হয়ে যায়, তাদেরও একটা আশ্রয় বা অবলম্বন দরকার হয়। কিন্তু মেয়ের সংসারে তাদের থাকা হয়না। এই সমাজ প্রচ্ছন্নভাবে মেয়ের বাবা-মা'কে তাদের সাথে থাকার অনুমতি দেয়নি। এরপর যখন ঐ মেয়েটার বাচ্চা হয় তখন শুরু হয় আরেক পর্ব। নতুন বাচ্চার সব দায়িত্ব যেন মায়ের। বাচ্চার সব দোষ-ভুলের ভাগীদারও ঐ মা'কেই নিতে হয়।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে মেয়েদের প্রতি কিম্ভুত কিছু সামাজিক সংকীর্ণতা দেখা যায়। মেয়ে সন্তান জন্মানোর পর অবহেলা, তাদেরকে পড়ানোর ব্যাপারে অনীহা, বোঝা মনে করা, বিয়ের সময় বিশাল খরচের ভয়, এসব তো আছেই। আরো আছে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব। প্রকৃতিগত ভাবেই মেয়েরা নিরাপদ নয়। ছোট শিশু থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন অবধি মেয়েরা নানাভাবে নোংরা চিন্তা ও কাজের শিকার হচ্ছে। বিবাহিত মেয়েরাও আজকাল অনলাইনে সামাজিক মিডিয়ার কিছু হয়রানিতে হেনস্থা হচ্ছে। প্রবাসে আসার পর একজন নারীকেই বেছে নেয়া হয় সংসার এবং সন্তান সামলানোর কাজে। সুদুর প্রবাসের একঘেয়েমি জীবনে নারীর মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয় না, মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা কামনা তো দুরের কথা। খুব সচেতনভাবে সেসব দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে সমাজ, এমনকি ধর্মও আমাদের নারী সমাজের প্রতি অবহেলাকে বদলাতে পারছে না। এইসব ছোটখাট ব্যাপারগুলো না এড়িয়ে বরঞ্চ আমরা সবাই গভীরভাবে সমস্যাগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করি। নারীদের মুল্যায়ন হোক, একজন মা হিসেবে, বোন-স্ত্রী-কন্যা হিসাবে অধিকার গ্রহণ করুক তারা।

অন্যদিকে সংসারে পুরুষদেরকে খাটো করলে চলবে না, মেয়েদের উন্নতির জন্যে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। ক্ষেত্র বিশেষে নারীরাই নারীদের সবচে বড় প্রতিবন্ধকতা। তাই পিছিয়ে পড়া এই নারী সমাজে টিকে থাকতে হলে, শুধু পুরুষ বিদ্বেষ নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না, পুরুষের সাথে সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে। বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে, এরা সবাই পুরুষ, আমাদের জীবনে সাথে থেকে হয়েছে সাফল্যের ভাগীদার, হয়েছে আমাদের নারী হয়ে ওঠায় সহায়ক। সফল হোক আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

নারী কেন 'কালচার অব সাইলেন্স' দ্বারা আবদ্ধ?

ফারজানা নাজ শম্পা

মানবিক সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তিমূল হলো নারী ও পুরুষ। তবে মানব সমাজের বুনিয়াদ এখনো শক্ত হয়নি। কারণ এর অন্যতম ভিত্তি নারীরা হাজার বছর ধরে ঘরে বাইরে বিচিত্র মাত্রার নির্মমতার, সংঘাত, সহিংসতার এবং বৈষ্যমের শিকার। সভ্যতার সূচনালগ্ন হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুগের পরিবর্তনের ধারায় নারীর মানবিক অধিকার পূর্ণাঙ্গ ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুঃখজনকভাবে তেমন সহায়ক এবং সন্তোষজনক পরিবেশ এখনও পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। নারীর জন্য স্বাভাবিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রটি প্রকৃত পক্ষে একটি অসুস্থ 'নীরবতা সংস্কৃতি'র চর্চার ধুম্রজালে প্রায় নিমজ্জিত।

দৃশ্যমান দিক হতে বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনায়, নারীর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য মানবিক ও শারীরিক অধিকার হরণ হচ্ছ কি? হ্যাঁ। প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে। যারা গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বিষয়টি বিচার করেন না অথবা পুরুষতান্ত্রিক একপেশে আর হীন আধিপত্যনির্ভর চিন্তায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তারা প্রশ্ন তোলেন, আজকের নারী মুক্ত স্বাধীন। ঘরে বাইরে মা, গৃহবধু, হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দিনমজুর, পোশাক শ্রমিক, লেখক, পাইলট, গবেষক, মডেল, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কর্মরত আছেন। তাই কিভাবে তারা অধিকার বঞ্চিত?

এই দৃশ্যমান দিকের পরিবর্তে যদি বাস্তবচিত্রের গভীরে প্রবেশ করা যায়, প্রায় অশ্রুত এবং অদৃশ্য দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে। নীতিগত ও তত্ত্বীয় ভাবে সর্বত্র নারী ও পুরুষের সম অধিকারের কথা বলা হলেও সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে বারবার নারীকে পদানত করা হয়, নারীর স্বাভাবিক মানবিক অধিকার বঞ্চিত হয়। কর্মক্ষেত্রে নারী প্রতিনিয়ত তার সহযোগীদের বা উর্দ্ধতনদের দ্বারা শারীরিক বা মানসিক বিভিন্ন নির্যাতন, সহিংসতার এবং হয়রানির শিকার হোন।।দুঃখজনকভাবে এই ভুক্তভোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমন কোন ন্যায় বিচার পান না।

বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিকতার(প্রশ্নবিদ্ধ) দোহাই দিয়ে নারীকে চুপ থাকতে বাধ্য করা হয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে ছেলের বৌ, তার শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবরদের দ্বারা এবং পরিবারের নিকটজন বা সমাজের কারো দ্বারা কোন রকম সংঘাত, নির্যাতন বা বিকৃত মাত্রার হয়রানি-বিভাজনের শিকার হলে, তাকে তথাকথিত 'ভাল মেয়ে মানুষ' হবার অজুহাত টেনে নীরবতার জন্য ক্রমাগত চাপ দেয়া হয়।

চরম নির্মমতার ফলস্বরূপ অনেকক্ষেত্রে নারী আত্মহননের পথ বেছে নেন অথবা মনোবল হারিয়ে সন্ত্রস্ত সত্তার পরিণত হোন। এভাবেই হাজার বছর ধরে লালিত নীরবতার এই ধুম্রজাল, নারীর 'মানুষ' হিসেবে বাকস্বাধীনতা, মানবিক ও শারীরিক নিরাপত্তা ভিত্তিক অধিকারকে হরণ করছে। এছাড়া একজন নারী গৃহবধু, কর্মী ও মেয়ে শিশুরা প্রতিদিনের চলার পথে এবং যানবাহনে অভিযাত্রী দ্বারা লাঞ্ছিত এবং বহুমুখী পন্থায় নির্যাতিত হোন। নারী বিভিন্ন ভূমিকায় ঘরে বাইরে আত্মত্যাগ করেন কিন্তু পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এর যথেষ্ট সম্মান পান না।

জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার প্রয়োজনে এবং তাদের প্রতি আরোপিত চিরায়ত বিচিত্র নীরবতার সংস্কৃতির চাপে, অনেক নারী প্রশ্ন তোলেন না। উন্নত দেশ ও সমাজে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হলে ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিচার ব্যবস্থা আজও তেমন সক্রিয় নয়। নির্যাতন মেনে নেয়া আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নেই। নারীর প্রতি নির্যাতন একটি ঘোরতর মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ। এই সত্যের পক্ষে সুদৃঢ় একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। নারীর জন্য এমন একটি সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে ইতিবাচক নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাতে তারা ছোট বড়ো যে কোন শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, যৌন সন্ত্রাস বা হয়রানির বিষয়টি নির্ভয়ে সহজে প্রকাশ করতে পারে এবং তাৎক্ষণিক ন্যায়বিচার পান। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানুষ হিসেবে নারীর প্রতি হিংসাত্মক অবহেলার ও অন্যায়ের প্রবণতাকে হ্রাস করে।

এই নীরবতার চর্চা আদৌ কোন সুফল নয় বরং স্থবির আবদ্ধ ভঙ্গুর আর নড়বড়ে একটি সামাজিক পরিবেশ নির্মাণ করে।সুষম সামাজিক বুনিয়াদ গঠনের নিমিত্তে হীন স্বার্থভিত্তিক ভোগের বস্তু নয় বরং নারীর কর্মদক্ষতা ও মানবিক অধিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাকে একজন পূর্ণাঙ্গ বোধসম্পন্ন মানুষরূপে সর্বত্র ইতিবাচক ভাবমূর্তিতে তোলে ধরতে হবে।নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা প্রতিরোধে, যে কোনো অন্যায় প্রতিরোধে, নীরবতা নয় বরং সরবভাবে তার পাশে দাঁড়াতে হবে পরিবার, রাষ্ট্র, প্রচার মাধ্যম সহ আমাদের সবাইকে।নারী একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ, তার প্রতি যথাযোগ্য মানবিক সম্মানদানের মাধ্যমে মানবিক হতে হবে।

নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের একটি বক্তব্য দিয়ে ইতি টানছি-'আমরা সমাজের আমরা অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকলে সমাজ উঠিবে কিরূপ? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোড়াইয়া খোড়াইয়া কতদূর চলবে?'

সবাইকে বিশ্ব নারী দিবসের শুভেচ্ছা। নারীর জন্য প্রতিটি দিন যেন স্বাভাবিক সুন্দর মানবিক হয়ে উঠে, নারী যেন তার অবিশ্রান্ত আত্মত্যাগের মর্যাদা পান সমাজ ও রাষ্ট্রের সব সদস্য ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে-তাই প্রত্যাশা করি।

মেয়েদের নিজের কোন সম্মান নেই

দিনা ফেরদৌস

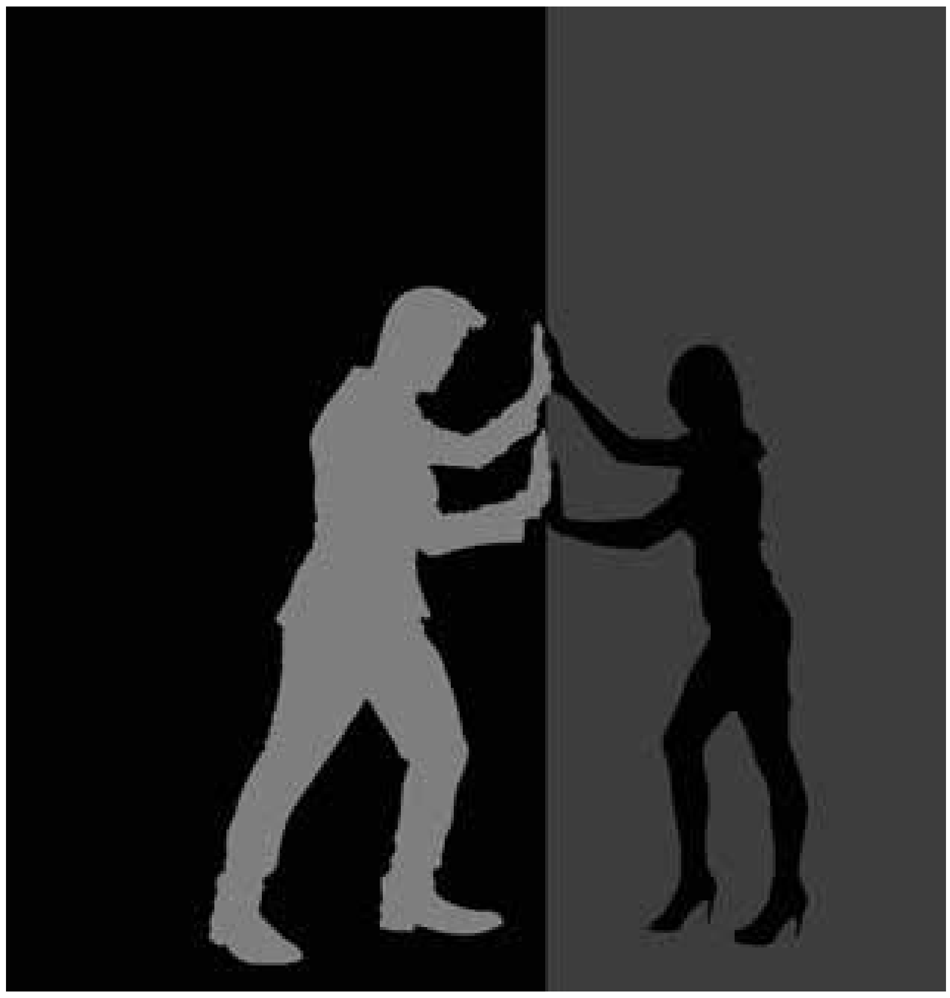

আমাদের সমাজের মেয়েদের নিজের সম্মান বলতে আসলে কিছু নেই। মেয়েরা চলে মূলত ধার করা সম্মানে। যেমন বাপ-ভাইদের সম্মানে, চাচা-মামা ও স্বামীর সম্মানে, এলাকার সম্মানে, আত্নীয়স্বজনদের সম্মানে। খারাপ কিছু একটা ঘটলেই দেখা যায় বাপ, ভাই, পরিবারের সকলের সম্মান যাওয়ার পাশাপাশি আত্নীয়স্বজন এমনকি এলাকার লোকেরও সম্মান যায়। পরিবারে মেয়ে জন্মের পর থেকেই বড় হতে হতে সকলে একটু একটু করে ইজ্জত, সম্মান দান করতে শুরু করে মেয়ের শরীর ও মগজের উপর। এই সম্মানের নাম হচ্ছে শৃঙ্খল। কি করতে পারবে না তার একখান ফর্দও বলা যায়। যার ফলে এই সম্মান রক্ষার দায়িত্ব মেয়ের পাশাপাশি সারা পরিবারের উপর বর্তায়।

ছেলেদের বেলায় ঠিক তার উল্টো। কারণ, ছেলেদের সম্মান বা ইজ্জত একান্ত তার নিজের। কারো কাছ ধারদেনা করে প্রাপ্তি নয়। সেজন্যে একটা ছেলে আনন্দের সাথে যেকোন ভুল, অন্যায় সহজেই করতে পারে, পরিবারও সেটা খুব স্বাভাবিক ভেবেই নেয়। আজপর্যন্ত অপ্রীতিকর যতগুলো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সবখানে ছেলে- মেয়ে উভয়ই রোল প্লে করতে দেয়া যায়। সেখানে সম্মান বা ইজ্জত যায় শুধু মেয়ের ও মেয়ের পরিবারের। ছেলের বা তার পরিবারের কিছুই যায় না। যার ফলে মেয়েদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ার হিসেবে; প্রেমের নামে কিছু ভিডিও করে রাখা হয়। যা শেষে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ছেলে জানে তার ইস্পাতের ন্যায় শক্ত ইজ্জতে কেউ কিছুই করতে পারবে না। একটা ছেলে সংসারে যতই উল্টা পাল্টা করুক, তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হবে না বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। অথচ মেয়েদের বেলায় সহজেই বলা যায়, আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছিস, সমাজে মুখ দেখাতে পারি না, আর কোনদিন তোর মুখ দেখতে চাই না। এতে করে সম্পত্তির অংশ মেরে দেয়াটাও সহজ হয়। যেহেতু মেয়েরা বাপ, ভাইয়ের ইজ্জতে বা সম্মানে চলে; তাই সেটা আমানত হিসেবে রক্ষা করে চলা মেয়েদের দায়িত্ব। দান করা ইজ্জত নিয়ে, চলতে গিয়ে মেয়েরা ভুল করার অধিকারটাও হারিয়ে ফেলে।

কারো প্রেমের দিকে আঙ্গুল তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রেম আমার কাছে সব সময়ই সুন্দর। একটা বিশেষ বয়সে বা বয়োঃসন্ধিকালে ছেলে- মেয়েদের হরমোনাল পরিবর্তন আসে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ কাজ করা, তাদের কাছে যাওয়ার আগ্রহ আসাটাই স্বাভাবিক। বুইড়াদের মতো প্রেম খারাপ, কিংবা কে কার সাথে, কোন বয়সে প্রেম করবে তার লিস্ট ধরিয়ে দেয়ার কোন যৌক্তিকতা দেখি না। বরং আমি মনে করি একটা সময় বাচ্চাদের ভুল করার অধিকার আছে। এইসব ভুল থেকে কোন ঘটনা বা কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে বাচ্চাদের ফিরে আসার জায়গা আমাদের রাখতে হবে। দিন শেষে আমাদের বাচ্চারা আমাদেরই। সন্তানের আগে সম্মান কখনোই বড় নয়।

এখনকার বেশিরভাগ প্রেমই ফেইক। কারণ, ভালোবাসলে, ভালোবাসা দিয়ে জয় করে নিতে হয়। ভালোবাসা হারিয়ে গেলে ছেড়ে দিতে হয়। বিয়ে করেও তো মানুষের ডিভোর্স হয়। আমাদের সমাজের ছেলেরা এখন ভালোবাসলে আগে ভিডিও করে রাখে, যাতে ছেড়ে যেতে না পারে। প্রেমের অবস্থা বিয়ের থেকেও খারাপ এখন। বেশিরভাগ মেয়েরাই প্রেম করে চাপ নিয়ে। প্রেমের বিয়েগুলো করতে হয়, বাধ্য হয়ে। সমস্যা হচ্ছে, একদিকে পরিবারের লোকজন করেন বকাঝকা; কি কারণে এই লাফাঙ্গাকে বিয়ে করছিস, অন্যদিকে আত্নীয়স্বজন তাদের বাচ্চাদের সাথে মেয়ের জামাই নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামেন। আর পাড়াপড়শি বলেন, আগেই বলেছিলাম এই মেয়ে ভালো বর কোনদিনই পাবে না। না ঘরে শান্তি, না বাইরে শান্তি, না বিয়ে করে শান্তি। অনেক মেয়েই মনে করে, ভিডিও ভাইরাল হলে পরিবারের যেই ইজ্জতটা যাবে, তার থেকে লাফাঙ্গারটাকে বিয়ে করাটাই উত্তম।

এই যে চাপের মধ্যে থাকে আমাদের বাচ্চারা, কয়জন মা-বাবা জানেন তার খবর। আমরা বাইরে থেকে প্রেম দেখি। কিন্তু আমরা জানি না, যারা এইসব প্রেমের ফাঁদে একবার ভুল করে আটকায়, তারা আর কোনভাবেই বের হতে পারে না, এসিডের ভয়, খুন-গুম করে ফেলার ভয়, পরিবারের লোকজনদের নিরাপত্তার ভয় দেখিয়ে ছেলেরা প্রেমের নামে বেশিরভাগ মেয়েদেরকেই আটকে রাখে। বাইরে থেকে আমরা প্রেম দেখি, অথচ প্রেমের নামে আমাদের মেয়েরা প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়। তারমধ্যে একটা হচ্ছে, নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক করবে ভয় দেখিয়ে। এইসব ছেলেরা নিয়মিত পর্ণ দেখে। ব্রোথেল হোমে নিয়মিত যেতে টাকা লাগে, তাই প্রেমের নামে মেয়েদের জিম্মি করে রাখে। শারীরিক কারণটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে আবার নীতিবান সাজবে এইসব ছেলেরা; বলবে হিজাব লাগাও, ফেইসবুকের পাসওয়ার্ড দাও। মেয়েটি কোথায়, কখন যাচ্ছে সব মনিটরিং করবে নিরলসভাবে। গিফট টিফট দেবে মাঝেমধ্যে, কিন্তু তারচেয়েও দামী জিনিস; নিজের শরীর ও মনের উপরে ব্যক্তির যেই স্বাধীনতা, তা কেড়ে নেবে। কারণ, এই সমাজ ভালো করেই জানে, মেয়েদের স্বাধীনতা থাকতে নেই। আর আমরা সুশীল সমাজ বাইরে থেকে বলি, টাকা দেখে ছেলের পিছু নিয়েছে, সারাক্ষণ ছেলের সাথে ঘুরাঘুরি করে।

তারপর দেখা যায়, সেই ছেলেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ে করে না। বিয়ে করলেও শান্তি নেই। ছেলের পরিবার মেয়েটিকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করে না, 'পদ্মলোচন' ছেলের মাথা নষ্ট করার অপবাদ দিয়ে। সেই ছেলেও মেয়েটিকে এতো এতো পেয়েছে, এখন নতুন করে যেখানে পাওয়ার কিছু নেই, সেখানে নতুন বৌ হিসেবে দাম দেবারও কিছু নেই।

আমার মেসেজ হচ্ছে, এইসব কাহিনী এখন ঘরে ঘরে, কাকের মতো চোখ বন্ধ করে থাকলেই, সব মিথ্যা হয়ে যাবে না। হঠাৎ করে মেয়ে, ফেইসবুক ব্যবহার করে না, হিজাব লাগায়, বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা দেয় না, দেখে খুশি হবার কিছু নেই। তারচেয়ে পরিবারে ছেলেমেয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। কি করছে, কোথায় যাচ্ছে খেয়াল রাখুন, মাইরধর করে কিছুই হবে না। নিজেদের সম্মানটা আরেকটু মজবুদ করতে ভাবতে শিখুন। তা না হলে যখন তখন, যে কেউ এসে সম্মানে আঘাত করবে। যদি ভিডিও ভাইরাল হয় তো হউক। একটা জীবনের কাছে এইসব ভিডিও কিছুই না। মেয়েদের জানিয়ে দিন, তোকে যদি কেউ ব্ল্যাকমেইল করে তো বল, আমরা সব সময় তোর পাশে আছি। ইজ্জত নিয়ে ভাবার জন্যে আত্নীয়স্বজন, প্রতিবেশি আছে, তোকে নিয়ে ভাবার জন্যে আছে তোর পরিবার। কয়েকটা মেয়ের পরিবার যদি মুখের উপর বলতে পারে, আমাদের মেয়ের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে কার বাপের কি, মেয়ে আমাদের আমরা বুঝব। তখন আইনী সাহায্য পেতেও সহজ হবে। আর বাইরের লোকেরাও কথা বলতে সাহস পাবে না। এতে করে যারা ভয়ে মুখ লুকিয়ে চলে, তারাও সাহস পাবে। ইজ্জতের ভয়ে আমরা যদি লুকোচুরি করি, আর বাচ্চারা আমাদের ভয়ে করে লুকোচুরি, তো এইসব সমস্যার সমাধান জীবনেও আসবে না।

বাজারে এখন চলে আসছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)। আপনার মেয়ের ইজ্জত বাজারে তুলতে চাইলে ; কিছু না করলেও ভিডিও বানিয়ে বাজারে তুলে দিতে পারে যে-কেউ। সেটা শুধু আপনার মেয়েকে পছন্দ করে বলে নয়; আপনার সাথে, আপনার পরিবারের কারো সাথে, ছেলের সাথেও যদি শত্রুতা থাকে, সেখান থেকেও অস্ত্র হিসেবে আপনার মেয়েকে ব্যবহার করতে পারে। কারণ মেয়েরা'ত পরিবারের ধার করা ইজ্জতেই চলে। এইসব কিছু বুঝে উঠার আগে নিজেদের যদি দুর্বল ভাবেন; তো সামাজিকভাবে মানুষের কথা শুনে আরও দুর্বল হয়ে যাবেন, সাথে কিছু না করেও মেয়েটা হয়ে যাবে ভিকটিম। আর মন থেকে দুর্বল হয়ে গেলে সমাধান খুঁজে পেতেও সমস্যা হবে। তাই সত্য-মিথ্যা যাই হোক নিজের জায়গায় নিজেই শক্ত হয়ে দাঁড়ান।

এখন কিছু অসভ্য লোক বলতেই পারে, সবকিছু জানাজানি হয়ে গেলে, মেয়ে বিয়ে দেবে কি করে, পরিবারে যদি আরও মেয়ে থাকে তো তাদের বিয়ে হবে কি করে? বিয়ে যে জীবনের একমাত্র সমাধান না, সেটা বিয়ের পর সংসারে কোন একটা ঝামেলা হলেই বুঝা যায়। এই সমাজে এখন পর্যন্ত কয়টা বিয়ে ভেঙেছে ভিডিও ভাইরালের জন্যে। আর ভাইরাল হওয়া কোন মেয়ের কি বিয়ে হয়নি? একবার আওয়াজ তুলেই দেখুন। অন্তত ঘরের মধ্যে যদি আপনার সন্তান নিজেকে নিরাপদ ভাবতে না পারে, তার থেকে অসহায় অবস্থা একটা সন্তানের জন্যে আর কিছুই হতে পারে না। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস আমাদের যদি না থাকে, তো এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। আপনি যখন নিজেকে দুর্বল ভাববেন, সেই দুর্বলতার সুযোগ সবাই নেবে, সেই দায় এড়ানো সম্ভব নয়।

নারীর ছুটে চলা

ফরিদা ইয়াসমীন

নারী দিবসের সূত্রপাত হয়েছিল যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে, সে ঘটনা থেকে আমরা এখন অনেক দূরে। আমাদের নারী দিবস এখন আবর্তিত হয় বর্তমানে নানা রকম সমস্যাকে কেন্দ্র করে। আমরা নারীরা এখন ঘরে বাইরে সমানভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। দশভুজা দেবীর মত সারাক্ষণ আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কী নেই আমাদের কাজের মধ্যে? বাঙালি নারী সকালে উঠেই স্বামী সন্তান এবং মা-বাবা শ্বশুর শাশুড়ি তাদের জন্য সকালের নাস্তা তৈরি করেন! ছেলে মেয়ে স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। স্বামীর অফিস যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তারপর নিজে তৈরি হয়ে অফিসে যান। অফিস থেকে ফিরেও তার নিস্তার নাই। সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন ভালো মন্দের খোঁজখবর নেন। কিন্তু নিজের দিকে চাইবার সময় নাই। নিজে যেন এক মেশিন। যে মেশিনের কোন বিশ্রাম নেই, বিকল হওয়ার কোন সময় নাই। শুধু নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ছুটে চলা আমৃত্যু।

কিন্তু নারী তো ছুটতেই চেয়েছিল। চেয়েছিল ঘরের অর্গল খুলে বাইরে আসতে। তবে কি নারী ভুল চেয়েছিল? অর্গল খুলে বাইরে আসতেই তার চতুর্দিকে কেন এত কাজের পাহাড়? চেয়েছিল কি এই জীবন যে জীবনে বিশ্রাম নেই, আছে শুধু হাজারো দায়িত্ব আর দায়িত্ব! তবে কি নারী কোন এক ধোকার ভিতরে পড়ে গেল!

নারী দিবস এলে নানাভাবে নানা রকম কথা, নানান জন বলতে থাকে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে সমাজের খেটে খাওয়া নারীরা আজও জানে না নারী দিবস কি। যে রমণী সকাল হতে দুমুঠো ভাত মুখে গুঁজে কাজে গিয়ে ইট ভাঙতে থাকে, কিংবা যে রমণী সকাল থেকে বিভিন্ন বাসায় ছুটাবোয়া হিসেবে কাজ করে বেড়ায়, সে কি জানে, নারী দিবস কি? সে কি জানে, নারী দিবসের পিছনের গল্প কি? তার কাছে নারী দিবসের কোন বার্তা নেই, কোন অর্থ নাই। সে শুধু জানে তাকে দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে! সে জানে তার ক্ষুধার্ত সন্তান পথ চেয়ে আছে একটু খাবার আশায়। কিংবা গার্মেন্টিসে কাজ করা যে মেয়েটি সকালে এক টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার নিয়ে কাজে চলে যায় এবং ঘরে ফেরে মধ্যরাতে; তার কাছে নারী দিবসের কোন অর্থ নেই। সে জানে তাকে কঠোর পরিশ্রম করে দিন যাপন করতে হবে, পেটের ক্ষুধা মেটাতে হবে। তাহলে এই যে আমরা নারী দিবস পালন করি, নারী দিবস এলে অনেক বড়ো বড়ো কথা বলি, কি লাভ তাতে ওই সকল নারীদের?

আসলে জীবনের সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত নারীদের কাছে নারী দিবস একটা শো'কেসে সাজানো শো'পিস এর মতো। তারা জানে নারী দিবস এলে নারীরা সুন্দর করে সেজেগুজে টিভিতে আসে। অনেক অধিকারের কথা বলে, অনেক আশার কথা বলে, এটুকুই।

তবে কি বাংলাদেশের মতো দেশে নারী দিবসের কোনই সার্থকতা নাই? আমি বলব আছে। এই যে মেয়েরা আজকে বাইরে যেতে পারছে, কাজ করতে পারছে, নিজের পছন্দমত দুটো পয়সা ইনকাম করছে। এটাও কম কথা নয়। আগে তো বাইরে যাবার স্বাধীনতাটুকুই ছিল না। এখন গ্রাম থেকে মেয়েরা আসছে গার্মেন্টিসে কাজ করছে, বিভিন্ন অফিসে কাজ করছে। এগুলো অনেকটা নারীদের জন্য ইতিবাচক দিক। তবে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মেয়েরা এখনো অনেক দূরে। সন্ধ্যার পর এখনো মেয়েরা নিরাপদ নয় বাইরে। এমন কি অফিসে, গার্মেন্টিসে যেসব মেয়েরা কাজ করে তারা নানা ভাবে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়। এগুলো দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই।

উন্নত বিশ্বে মেয়েরা নারী দিবস নিয়ে অত চিন্তা করে না। অনেকে জানেই না নারী দিবস বলে কিছু আছে। কারণ তারা অনেক এগিয়ে। তাদের পছন্দ-অপছন্দ তাদের নিজের কাছে। তাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে শৈশবেই। তাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়। তারা বুঝতে পারে সমাজে তাদের মর্যাদাপূর্ণ স্থানকে।

কবিরা মেয়েদেরকে নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় কথা বলেছেন তাদের কাব্য, গল্প ও উপন্যাসে। কিন্তু বাস্তবের মেয়েরা সে সবের থেকে অনেক দূরে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

'কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, সাহস দিয়াছে বিজয় - লক্ষী নারী।'

কবিতায় নজরুল, নারী পুরুষের সমতাকে সুন্দরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কিন্তু বাস্তবে নারীদের এই সহাবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকৃতি পায় না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।'

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারী, সে আমাদের মাটি-কাদার পৃথিবীতে তৈরি নয়! সে নারী পুরুষের গোপন অন্তরের কল্পনা, ভালবাসা, মোহ এবং চোখের আকর্ষণ থেকে তৈরি।

আমাদের হিসাব নিকাশ, মাটির পৃথিবীতে মাটির তৈরি নারীকে নিয়ে। যে নারী চায় পুরুষের সাথে সহাবস্থান, যে নারী চায় তার কাজের প্রতি মূল্যায়ন, চায় পরিবারের সবাই হোক সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতামূলক। নারী আজ ঘরের বাহিরে এসেছে তার কাঙ্খিত শিক্ষা এবং দক্ষতা দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে। কিন্তু এখানে দরকার পুরুষের এবং পরিবারের ও সমাজের সবার সহানুভূতি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তবেই নারী তার কাজ ঘরে বাইরে সমানভাবে সম্পাদন করতে পারবে। নারী বাইরে আসা মানে পুরুষকে অবহেলা করা নয় বরং পুরুষকে সাহায্য করার জন্যই তারা আজকে বাইরে কাজ করছে। সেজন্য পুরুষদের উচিত যেসব নারী ঘরে বাইরে কাজ করছে, তাদের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করা। তাকে বুঝতে হবে পুরুষের মতো এই নারী ও বাইরে কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে। সুতরাং ঘরে আসলে স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে বাকি কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে। সন্তানদের দেখভালের দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে হবে। মনে রাখতে হবে সমাজে আমাদের অবস্থান কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নয়। পুরুষ যেমন নারীকে ছাড়া চলতে পারেনা, তেমনি নারী ও পুরুষকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। সৃষ্টির এমনই এক অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বেড়াজালে আমরা বাঁধা আছি। এখানে কেউ কারো নাহি ছাড়ে সমানে সমান। এই সমানত্ব নিয়ে পরিবার এগিয়ে যাবে, সমাজ এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাবে আমাদের রাষ্ট্র। নারী দিবস সফল হোক।

আমি দিবস বুঝিনা

রোকেয়া দীপা

দিবস বুঝিনা, আমি বিবশ বুঝি
দ্বিধা বুঝিনা আমি ক্ষুধা বুঝি
দিনশেষে তাই লুফে নেই ডাস্টবিনের খাবার
সুযোগ পেলে বড়লোকের ফ্রিজে রাখা;
বড়ো মাছের ঝোল
দিবস বুঝিনা, আমি অভাব বুঝি
সন্তানের বুকে পীড়নের ভার বুঝি
দিনশেষে দেখি নৈতিকতা-মানবিকতার সংজ্ঞা
বাতাসের খায় দোল।
দিবস বুঝিনা, আমি আমাকে বুঝি
ভাতের থালায় রোজ জীবন খুঁজি।

বাইডেনকে টেলিভিশন বিতর্কের আমন্ত্রণ ট্রাম্পের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর প্রতিযোগিতা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন নিকি হ্যালি। এর মধ্য দিয়ে দলটির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ডনাল্ড ট্রাম্পের নাম এখন নিশ্চিত হয়ে গেলো। হ্যালির নাম প্রত্যাহারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডেমোক্রেট দলের জো বাইডেনকে সরাসরি টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নেয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন ট্রাম্প। সুপার টুয়েসডে'র পর এটি প্রায় নিশ্চিত যে আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও মুখোমুখি হচ্ছেন এই দু'জন।

বিবিসি জানিয়েছে, ট্রাম্প আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাইডেনকে বিতর্কের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রিপাবলিকান এই প্রার্থী বলেন, যেকোনো সময়, যে কোনো জায়গায় তিনি বাইডেনের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। তবে ট্রাম্পের এমন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে বাইডেনের প্রচারণা শিবির বলেছে, ট্রাম্প আসলে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছেন।

তবে এখন পর্যন্ত নভেম্বরের নির্বাচনের আগে এখন পর্যন্ত কোনো বিতর্কে একমত হয়নি ডেমোক্রেটরা। রিপাবলিকান দলের এখন একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্প। তিনি বিতর্ক ইস্যুতে তার সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথে লিখেছেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দেশের ভালোর জন্য। জো বাইডেন ও আমার এমন ইস্যু নিয়ে বিতর্ক করা প্রয়োজন, যে-সব ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে ৭৭ বছর বয়স্ক ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন যে, ৮১ বছরের বাইডেনের বয়স অনেক বেশি এবং তিনি সবকিছু ভুলে যান। অপরদিকে বাইডেন বলছেন, আসলে ট্রাম্প নিজেই এখন বয়স্ক মানুষ।

প্রবাসে প্রথমবারের মতো লিপ ইয়ার সেলিব্রেশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো লিপ ইয়ার সেলিব্রেশন। ২৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ফাউমা ইনোভেটিভ কন্সালটেন্সি গ্রুপের ১৩ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে এ সেলিব্রেশন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ণাঢ্য ও জমকালো এই লিপইয়ার সেলিব্রেশনে ঝর্ণা ফাতাহা ও বাবু জামানের সঞ্চালনায় নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটির গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ, প্রবাসের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, মিডিয়া কর্মী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও সুধীজনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজক ফাউমা ইনোভেটিভ কন্সালটেন্সি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট, সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক অ্যাডভাইজার প্যানেলের সদস্য এবং কমিউনিটি বোর্ড-৩ এর মেম্বার ফাহাদ সোলায়মান স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে শুরু করে স্টেট, সিটির অন্যান্য নির্বাচনগুলোকে সামনে রেখে সাউথইস্ট এশিয়ান কমিউনিটিতে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে মূলধারার রাজনীতিকগণ ভোট প্রত্যাশায় আমাদের সমর্থন প্রত্যাশা করছেন। আমাদেরও তাদের সমর্থণ জানাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের সফলতায় প্রবাসীদের অবদানের কথা স্মরণ করে ভবিষ্যতেও সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে মূলধারার রাজনীতিবিদদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস জুনিয়র, ডিস্ট্রিক্ট-৩৯ অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্যাটালিনা ক্রুজ, ডিস্ট্রিক্ট-৩০ অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা, ডিস্ট্রিক্ট ৩৪ অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেজ রোজাস, ডিস্ট্রিক্ট ২৫ কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান, ডিস্ট্রিক্ট ২৩ কাউন্সিল মেম্বার লিন্ডা লি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ফাউমা ইনোভেটিভ কন্সালটেন্সি গ্রুপের পক্ষ থেকে অতিথিদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মূলধারার রাজনীতিবিদগণও কয়েকজন কৃতি ব্যক্তিকে সাইটেশন প্রদান করেছেন

অনুষ্ঠানে আসা মূলধারা ও কমিউনিটি নেতৃ বৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্যে ফাউমা ইনোভেটিভ কনসালটেন্সি গ্রুপের সফলতা কামনা এবং লিপইয়ার সেলিব্রেশন প্রোগ্রামের সফল আয়োজনে ফাহাদ সোলায়মানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এসময় সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রিজিয়া পারভিন, কামরুজ্জামান বকুল, ত্রিনিয়া হাসান প্রমুখ। মিউজিকে ছিলো সারগাম ব্র্যান্ড।

কোন দেশ কী বলল তা নয়: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি বলেছেন, 'আমাদের একটি সংবিধান রয়েছে। এর ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য, জনগণ ও দেশকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী সে চিন্তা করছেন। কাজেই কোন দেশ কী বলল, তা মুখ্য বিষয় নয়। আমাদের মুখ্য বিষয় হলো জনগণকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব, গণতন্ত্রের চর্চাটা আরও কীভাবে সুন্দর করব।'

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে জেলা পুলিশ আয়োজিত কমিউনিটি পুলিশিং ও মাদকবিরোধী সমাবেশে যোগদানের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কোনো কোনো দেশে ২০ পার্সেন্ট, ২৫ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়। এবার আমাদের নির্বাচনে ৪২ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে। এরপরও যদি কেউ বলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি তাহলে আর আমাদের কিছু বলার থাকে না।'

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন সময় বিদেশিদের মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছি।

পোশাক খাত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত, উদ্বেগে ব্যবসায়ীরা

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তাসহ সামগ্রিক বিষয় মূল্যায়ন করতে তদন্ত শুরু করছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশসহ শীর্ষ পাঁচ দেশের বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে দেশটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন (ইউএসআইটিসি)। ১১ই মার্চ এ বিষয়ে ওয়াশিংটনে একটি শুনানি হবে। এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা। এসব বিষয় তুলে ধরতে ইতিমধ্যে মার্কিন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ।

সূত্র বলছে, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত করবে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তানও এর আওতায় রয়েছে। এ ছাড়া, এশিয়ার কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়াও রয়েছে এর আওতায়।

সূত্র আরও জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দেশগুলো কীভাবে অবস্থান করে নিয়েছে, সেটি খতিয়ে দেখবে ইউএসআইটিসি। এ ছাড়া, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পোশাক খাতের পরিস্থিতিও মূল্যায়ন করতে চায় ইউএসআইটিসি।

এক কূটনীতিক বলেন, পোশাক রপ্তানি খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র। যদিও কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ বেশ কমেছে। এরপরও বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির বাজারে দখল করে রেখেছে।

কিন্তু কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাকের বাজারে এই দেশগুলো প্রতিযোগিতা করছে? সেটা খতিয়ে দেখতে এবং একইসঙ্গে এসব দেশের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশসহ সামগ্রিক বিষয় মূল্যায়ন করতে তদন্ত শুরু করছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ই মার্চ। শুনানিতে বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিকভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে। শুনানির পর আগামী ২২শে মার্চ পর্যন্ত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ থাকবে। আর আগামী ৩০শে আগস্ট কমিশন তাদের তদন্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করবে।

গত বছরের (২০২৩) নভেম্বরের মাঝামাঝিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বাইডেন প্রশাসনের নতুন শ্রম নীতির ঘোষণা দেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বিশ্ব জুড়ে যারা শ্রমিক অধিকার হরণ করবে, শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখাবে এবং আক্রমণ করবে, তাদের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাসহ নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন শ্রম নীতির ঘোষণার পর ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দিয়ে তাদের শঙ্কার কথা জানায়।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প মালিকরা বলছেন, গত কয়েক বছরে যে হারে উৎপাদন খরচ বেড়েছে সে হারে ক্রেতারা মূল্য দিচ্ছে না। একইসঙ্গে বাংলাদেশের পোশাক খাতের সামগ্রিক কর্মপরিবেশের উন্নতি হয়েছে বলে তারা জানাচ্ছেন। ফলে এসব বিষয়ও তদন্তে বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই তদন্ত কমিটিকে শুনানি-পূর্ব প্রতিবেদন দিয়েছে পোশাক প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএ।

মার্কিন শুনানিতে অংশ নেয়ার বিষয়ে বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, বাংলাদেশ মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতাবিরোধী কোনো কাজ তো করছেই না বরং বাজারটিতে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিযোগিতায় পড়েছে। বিশেষ করে উৎপাদন খরচ পাকিস্তান ও চীনের চেয়ে বাংলাদেশে বেশি। সেইসঙ্গে গত ডিসেম্বর থেকে শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু ক্রেতারা সেই অনুযায়ী পোশাকের মূল্য বাড়াচ্ছেন না। তিনি বলেন, এসব বিষয় তুলে ধরে ইতিমধ্যে মার্কিন কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। আগামী ১১ই মার্চ ভার্চ্যুয়ালি এ শুনানিতে অংশগ্রহণ করবো।

প্রথম আলো
PROTHOM ALO NORTH AMERICA
জানতে এবং দেখতে
CBN TV USA

8th Anniversary
Iftar and Inauguration of
Community TV

৮ম বর্ষ পদার্পণ
ইফতার এবং কমিউনিটি টিভি উদ্বোধন

৮ম বর্ষপূর্তি
ইফতার এবং কমিউনিটি টিভি
উদ্বোধন

DATE
27 MARCH 2024
WEDNESDAY

TIME
3.30PM
AFTERNOON

59-15 37th Avenue Gulshan teres NY- 11377

তারিখঃ ২৭ মার্চ, ২০২৪, বুধবার
সময় ঃ বিকেল ৩.৩০মি:
স্থান ঃ ৫৯- ১৫ ৩৭ এভিনিউ
গুলশান টেরেস
নিউইয়র্ক-১১৩৭৭

Sponsored by

raju law
ABRAMS LAW GROUP
ESSENTIAL HOME CARE
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
7 March 2024, Thursday, Issue 364
৭ মার্চ ২০২৪, ২৩ ফাল্গুন ১৪৩০, ২৬ শাবান ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

টক অব দ্য উইকে তাহমিনা শহীদ

আমার জীবন দর্শন হচ্ছে মানবতা

সোহানা নাজনীন

'আমার জীবন দর্শন মানবতা। মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেই, এই ভাবনা খুব ছোটবেলা থেকেই সহজাত, এটা আরোপিত নয়। এখানে জাতিভেদ বা অন্যকিছু মাথায় কাজ করে না। মানুষের কষ্টে এগিয়ে যাওয়া, মানুষের জন্যে মঙ্গল কামনা করাটাই বড় কথা। আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানবতা। মানবতার জয় হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আসুক। এখন পৃথিবীতে মানুষকে মেরে তাদের জমিটুকু দখলে নেবার খেলা চলছে। মহামারী শেষ না হতেই মানুষ আবার যুদ্ধে লিপ্ত হল ভুখণ্ডের জন্যে। মানুষের জীবনের যেন কোনো মূল্য নেই। পৃথিবী কতটুকু সভ্যতার দিকে এগিয়েছে সেই প্রশ্ন এসে যায়'- এভাবেই গত ২৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে নিজ জীবনদর্শন সম্পর্কে জানান দেন প্রিয়মুখ কণ্ঠশিল্পী- তাহমিনা শহীদ।

একান্নবর্তী পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠা তাহমিনা শহীদ, শৈশবে বাবার উৎসাহে গানে অনুপ্রাণিত হন। ছোটবেলায় তার গানের কণ্ঠে মুগ্ধ হয়েছিলেন পরিবারের সবাই। ছাত্র জীবনে ক্লাসের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

২০২৪ সোশ্যাল সিকিউরিটি সুবিধায় কিছু পরিবর্তন

বেশি অর্থ উপার্জন করা করদাতাদের জন্য ২০২৪ সালে সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এইচ বি রিতা

জানুয়ারী ১, ২০২৪- সালের বেশ কয়েকটি সোশ্যাল সিকিউরিকি পরিবর্তন কার্যকর হয়েছে, যা সুবিধাভোগীরা কী গ্রহণ করে এবং কীভাবে তারা যোগ্য হয় তা প্রভাবিত করে। আপনি যদি একজন বেনিফিশিয়ারি হন বা এই বছর রিটায়ারমেন্টের আবেদন করার পরিকল্পনা করছেন, তাহলে সোশ্যাল সিকিউরিটির কিছু পরিবর্তন সম্পর্কে জানা দরকার।

প্রতি বছর, সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (SSA) একটি কস্ট-অফ-লিভিং অ্যাডজাস্টমেন্ট (COLA) প্রয়োগ করে যাতে বেনিফিশিয়ারিদের খরচ ধরে রাখতে পারে। এটি আগের বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সাথে চলতি বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে গড় দামের মধ্যে শতাংশ পরিবর্তনকে বিবেচনা করে। ২০২৪ বার্ষিক COLA হল ৩.২ শতাংশ, যার মানে প্রাপকদের মাসিক অর্থপ্রদান বৃদ্ধি পাবে৷ নতুন বছর SSA গড়ে, প্রতি মাসে $৫০ এর বেশি। COLA-১ জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়েছে। সাপ্লিমেন্টাল সিকিউরিটি ইনকাম (SSI) প্রাপকদের জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

কেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডার দ্বন্দ্ব

জুয়েল সাদত

সাউথ ফ্লোরিডায় দুটো এশিয়ার ফুড ফেয়ার এন্ড কালচারাল শো সম্পন্ন। একই নামের সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা দুটো ধারা দুই নামে একটা এশিয়ূন ফুড ফেয়ার আরেকটা এশিয়ান এক্সপো ফুড এন্ড কালচারাল শো করল ২ দিন ব্যাপী।

দীর্ঘ ২৬ বছর একসাথে একটি অনুষ্ঠান হলেও গত বছর থেকে একই দিন তারিখে দুটো ভেন্যু তে এশিয়ান ফুড এন্ড কালচারাল শো হচ্ছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছিল। ২০২০ এর পর থেকে এটার মধ্যে নানা বিভাজন দেখা দেয়। স্বেচ্ছাচারীতা, অর্থনৈতিক অনিয়ম, ভুল বোঝাবুঝি, আধিপত্য ও নানা অনিয়মে এটা বিভাজনে রূপ লাভ করে। একটি ধারায় নেতৃত্ব দেন এম রহমান জহির ও আশরাফ। আরেকটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নিহত জাহাঙ্গীর আলী সাজু কি কার রেসের শিকার?

দুই বাঙালি যুবক অভিযুক্ত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটিতে গত সপ্তাহান্তে কার রেসিং এর সময়ে একজন নিহত ও আরেকজন গুরুতর আহত হওয়ার দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে বলে ওয়ারেন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তায়াসুকা আয়মান (২০) ও গোলাম চৌধুরীকে (২২) ২৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার ওয়ারেনের ৩৭তম জেলা আদালতে হাজির করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া গাড়ি চালনার

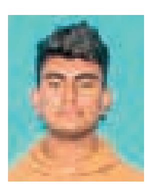

তায়াসুকা আয়মান

গোলাম চৌধুরী

কারণে মৃত্যুর জন্য ১৫ বছরের সাজা, বেপরোয়া গাড়ি চালনার কারণে গুরুতর আহত হওয়ার জন্য ৫ বছরের সাজার জন্য অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সুবিধা বাড়িয়েছেন মেয়র

বিশেষ প্রতিনিধি

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি নগদ অর্থ সহযোগিতা এবং সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা প্রোগ্রাম (SNAP) এর অসম্পূর্ণ আবেদনগুলোর কাজ শেষ করেছে অ্যাডামস প্রশাসন। ফলে স্বল্প আয়ের নিউ ইয়র্কবাসীরা দ্রুত এবং সহজেই ফেডারেল সুবিধাগুলি অ্যাক্সেস করতে পারবে, যার জন্য তারা যোগ্য।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ছবি

শুভ রহমানের মাসব্যাপী একক চিত্র প্রদর্শনী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আগামী ১৫ মার্চ শুক্রবার ২০২৪ থেকে 'In Quest of Infinitely' শিরোনামে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির মোজাইক আর্ট স্পেসে (49-28 31st Place, Long Island City, NY 11101) মাসব্যাপী শুরু হতে যাচ্ছে শিল্পী শুভা রহমান এর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী। বেশ কিছু বড় আকারের ছবি স্থান পাবে এই প্রদর্শনীতে। ছবিগুলো তার অতি সমসাময়িক সময়ের আঁকা।

শিল্পীর ছবির মূল বিষয় প্রকৃতি। অরণ্য বৃক্ষ লতাগুল্ম আকাশ নীলিমা হ্রদ ও পর্বতমালা তার চিত্রমালার দৃশ্যপট জুড়ে থাকে। তেল রঙে ছবি আঁকেন এবং ছবি আঁকার মূল উপাদান ক্যানভাস। এক্সপ্রেশনিজম ধারার ছবি আঁকেন, তাকে বলা যায় প্রকৃতিবাদী শিল্পী।

নিউইয়র্ক এ বসবসকারী এই চিত্রশিল্পী, পেশায় একজন স্থপতি, জন্ম বাংলাদেশের ঢাকায়। শিল্পকলার বিভিন্ন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনেক সৃষ্টিশীল কাজের সাথে তিনি যুক্ত। একটি সময় থিয়েটারের জন্য মঞ্চ পরিকল্পনা এবং কস্টিউম ডিজাইন করেছেন। শৈশব থেকেই তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন। বাবা-মা'র প্রথম সন্তান তিনি এবং এক কন্যা সন্তানের জননী।

অবিশ্বাস্য সেল! 718-721-2012 আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Nazrul Islam, President & CEO

Shafi Chowdhury, Consultant, Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com

ম্যারিল্যান্ডে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সহযোগিতার জন্য কল করুন
RE/MAX — Hashan Chowdhury, Realtor
Mobile: 301-675-1822, Office: 301-916-1400, Fax: 301-916-0282

খলিল'স ফুড
Khalil Biryani House, Khalil Halal Chinese, Khalil Pizza & Grill, Khalil Supermarket
1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

মতিন — MOTIN — An Icon of Growth & Development — Sweets & Masala

কর্ণফুলী ট্যাক্স — www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স, কর্পোরেট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, পেরোল, বিজনেস সেটআপ, ইমিগ্রেশন, নোটারী পাবলিক — ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.
MD SHORIFUL ISLAM, President & CEO
165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam, Branch Manager, 646-724-6417
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS, JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC — Certified Public Accountants
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA, Founder & CEO

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
TOLL FREE 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
To Schedule Appointment Only.
• গাড়ী এক্সিডেন্ট • কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা • স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল • হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম • লেড পয়জনিং
Moin Choudhury, Esq., Attorney at Law
TIMOTHY BOMPART, ESQ., ATTORNEY AT LAW
IMMIGRATION
Law offices of Timothy Bompart 37-11 74 St, Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan & Long Island Office By Appointment Only
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC. Timothy Bompart is admitted in NY only

হোম কেয়ার
Immigrant Elder Home Care LLC
বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

OPEN 7 DAYS — Best service is our Goal
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com